মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
২৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
অক্টোবর ২০১৯

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা কোন বিদ'আতীর তওবা কবুল করেন না, যতক্ষণ না সে তার বিদ'আত পরিত্যাগ করে' *(ছহীহুত তারগীব হা/৫৪)*।

প্রকাশক : হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, কাজলা, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৮৬১

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية
جلد : ২৩، عدد : ১، صفر وربيع الأول ١٤٤١هـ/ أكتوبر ٢٠١٩م
رئيس مجلس الإدارة : الأستاذ الدكتور/ محمد أسد الله الغالب
تصدرها : حديث فاؤنديشن بنغلاديش (مؤسسة الحديث بنغلاديش للطباعة والنشر)

প্রচ্ছদ পরিচিতি : আর-রশীদ মসজিদ, আলবার্টা, কানাডা। এটি কানাডায় নির্মিত প্রথম মসজিদ। ১৯৩১ সালে কানাডাপ্রবাসী জনৈকা লেবানিজ মুসলিম নারী স্থানীয় প্রশাসনের অনুমতি নিয়ে মসজিদটি নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তহবিল সংগ্রহ করেন। সেসময় কানাডার মোট মুসলিমের সংখ্যা ছিল ৬৪৫ জন। ১৯৩৮ সালে এর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

دعوتنا

١- تعالوا نبن حياتنا على بناء التوحيد الخالص ونقتبس من أضواء الكتاب والسنة الصحيحة على فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم من المحدثين رحمة الله عليهم أجمعين-

٢- نتبع قوانين الوحى الختامى فى جميع نواحي حياتنا الدينية والدنيوية-

٣- نعيش الحياة الإسلامية الخالصة من أدران الشرك والبدع والخرافات والعقائد الباطلة والنظريات المضادة للتوحيد الخالص وللشريعة الغراء-

"التحريك" مجلة شهرية — ترجمان جمعية تحريك أهل الحديث بنغلاديش

Monthly **AT-TAHREEK**
Chief Editor : Professor Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.
Editor : Dr. Muhammad Sakhawat Hossain.
Published by : Hadeeth Foundation Bangladesh, Kajla, Rajshahi, Bangladesh.
Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 400/00 & Tk. 200/00 for six months.
Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK
Nawdapara Madrasah (Airport Road, Am Chattar), P.O. Sapura, Rajshahi.
Ph & Fax : 0247-860861. Mobile: 01715-002380, 01919-477154, E-mail: tahreek@ymail.com

Monthly AT-TAHREEK, which has been running since September 1997 from the city of Rajshahi, Bangladesh. It is an extra-ordinary Islamic research Journal of Bangladesh, which has been calling Mankind to Salafi Path, based on pure Tawheed and Saheeh Sunnah following the explanations of the honoured Sahaba & Salaf-i- Saleheen. This journal is enriched with valuable writings of renowned columnists and writers of home and abroad, directed to establish a pure Islamic society in Bangladesh. Some of regular columns of the Journal are : 1. Editorial 2. Dars-i-Quran 3. Dars-i-Hadeeth 4. Research Articles. 5. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 6. Economics 7. Wonder of Science 8. Health 9. Agriculture 10. News : Home & Abroad & Muslim world 11. Pages for Women 12. Children 13. Poetry 14. Fatawa and 15. Other contemporary subjects.

সাহারী ও ইফতার সহ পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময়সূচী (ঢাকার জন্য)

হিজরী ১৪৪১ ॥ খ্রিষ্টাব্দ ২০১৯ ॥ বঙ্গাব্দ ১৪২৬

ইংরেজী মাস	আরবী মাস	বাংলা মাস	বার	সাহারী শেষ ও ফজর শুরু	সূর্যোদয় ফজরের সময় শেষ	যোহর	আছর	ইফতার ও মাগরিব শুরু	এশা
০১ অক্টোবর	০১ ছফর	১৬ আশ্বিন	মঙ্গলবার	৪ : ৩৫	৫ : ৫০	১১ : ৪৮	৩ : ১২	৫ : ৪৬	৭ : ০১
০৫ ,,	০৫ ,,	২০ ,,	শনিবার	৪ : ৩৬	৫ : ৫১	১১ : ৪৭	৩ : ১০	৫ : ৪২	৬ : ৫৮
১০ ,,	১০ ,,	২৫ ,,	বৃহস্পতি	৪ : ৩৮	৫ : ৫৩	১১ : ৪৫	৩ : ০৭	৫ : ৩৭	৬ : ৫৩
১৫ ,,	১৫ ,,	৩০ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ৪০	৫ : ৫৬	১১ : ৪৪	৩ : ০৪	৫ : ৩৩	৬ : ৪৮
২০ ,,	২০ ,,	০৫ কার্তিক	রবিবার	৪ : ৪২	৫ : ৫৮	১১ : ৪৩	৩ : ০১	৫ : ২৯	৬ : ৪৪
২৫ ,,	২৫ ,,	১০ ,,	শুক্রবার	৪ : ৪৪	৬ : ০১	১১ : ৪৩	২ : ৫৯	৫ : ২৫	৬ : ৪১
০১ নভেম্বর	০৩ রবীঃ আউঃ	১৭ কার্তিক	শুক্রবার	৪ : ৪৭	৬ : ০৫	১১ : ৪২	২ : ৫৬	৫ : ২০	৬ : ৩৭
০৫ ,,	০৭ ,,	২১ ,,	মঙ্গলবার	৪ : ৪৯	৬ : ০৭	১১ : ৪২	২ : ৫৪	৫ : ১৭	৬ : ৩৫
১০ ,,	১২ ,,	২৬ ,,	রবিবার	৪ : ৫২	৬ : ১০	১১ : ৪২	২ : ৫২	৫ : ১৫	৬ : ৩২
১৫ ,,	১৭ ,,	০১ অগ্রহায়ণ	শুক্রবার	৪ : ৫৪	৬ : ১৩	১১ : ৪৩	২ : ৫১	৫ : ১৩	৬ : ৩১
২০ ,,	২২ ,,	০৬ ,,	বুধবার	৪ : ৫৮	৬ : ১৬	১১ : ৪৪	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩০
২৫ ,,	২৭ ,,	১১ ,,	সোমবার	৫ : ০০	৬ : ২০	১১ : ৪৫	২ : ৫০	৫ : ১১	৬ : ৩০

'সূর্যাস্তের সাথে সাথেই ছায়েম ইফতার করবে' *(বুখারী হা/১৯৫৪)*। 'সর্বোত্তম আমল হ'ল আউয়াল ওয়াক্তে ছালাত আদায় করা' *(আবূদাঊদ হা/৪২৬)*।

সূত্র : বাংলাদেশ আবহাওয়া বিভাগ (www.bmd.gov.bd), মুসলিম প্রো (www.muslimpro.com), গণনা পদ্ধতি : University of Islamic Sciences, Karachi

بسم الله الرحمن الرحيم

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

মাসিক আত-তাহরীক

"التحريك" مجلة شهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

www.at-tahreek.com

২৩তম বর্ষ ১ম সংখ্যা
ছফর-রবীউল আউয়াল ১৪৪১ হিঃ
আশ্বিন-কার্তিক ১৪২৬ বাং
অক্টোবর ২০১৯ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সহকারী সম্পাদক
ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

সার্কুলেশন ম্যানেজার
মুহাম্মাদ কামরুল হাসান

সার্বিক যোগাযোগ

সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া (আমচত্বর)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩
ফোন ও ফ্যাক্স : ০২৪৭-৮৬০৮৬১
সহকারী সম্পাদক : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪
সার্কুলেশন বিভাগ : ০১৫৫৮-৩৪০৩৯০
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিভাগ : ০১৭৭০-৮০০৯০০
ফৎওয়া হটলাইন : ০১৯৭৯-৩৪০৩৯০ (আছর থেকে মাগরিব)
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস : ০৭২১-৭৬০৫২৫
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস : ০২-৯৫৬৮২৮৯
ই-মেইল : tahreek@ymail.com
ওয়েবসাইট : www.at-tahreek.com

হাদিয়া : ২৫ টাকা মাত্র

বার্ষিক নতুন গ্রাহক চাঁদা	সাধারণ ডাক	রেজিঃ ডাক
বাংলাদেশ	(ষাণ্মাসিক ২০০/-)	৪০০/-
সার্কভুক্ত দেশসমূহ	৮৬০/-	২১০০/-
এশিয়া মহাদেশের অন্যান্য দেশ	১২০০/-	২৪৫০/-
ইউরোপ-আফ্রিকা ও অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশ	১৫০০/-	২৭৫০/-
আমেরিকা মহাদেশ	১৮৬০/-	৩১০০/-

সূচীপত্র

◈ সম্পাদকীয় ০২

◈ প্রবন্ধ :

♦ মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে (৪র্থ কিস্তি) ০৩
-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

♦ অনুমতি গ্রহণের আদব সমূহ ০৯
-ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

♦ আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা ১৪
-মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ

♦ আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি (শেষ কিস্তি) ১৯
-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

♦ মুহাসাবা (৩য় কিস্তি) ২৩
-অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক

◈ অর্থনীতির পাতা : ২৮

♦ দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি : ইসলামী দৃষ্টিকোণ *(পূর্ব প্রকাশিতের পর)*
-ড. নূরুল ইসলাম

◈ কবিতা : ৩৫

♦ মিথ্যা ও তার পরিণাম
♦ অহি-র আলোয় জীবন গড়
♦ প্রার্থনা কণিকা
♦ প্রার্থনা

◈ সোনামণিদের পাতা ৩৬

◈ স্বদেশ-বিদেশ ৩৭

◈ মুসলিম জাহান ৪০

◈ বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪১

◈ সংগঠন সংবাদ ৪২

◈ প্রশ্নোত্তর ৪৮

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত এবং হাদীছ ফাউণ্ডেশন প্রেস, নওদাপাড়া, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

এনআরসি : শতাব্দীর নিকৃষ্টতম আইন

'জাতীয় নাগরিক নিবন্ধন' তথা National Register of Citizens (NRC) নামে ভারতে সর্বপ্রথম আসাম প্রদেশে আইন রচিত হয়েছে। যে আইনের বিধান মতে ১৯৭১-এর ২৪শে মার্চ মধ্যরাতের পর থেকে যারা আসামে এসে বসবাস করছে, তারা সবাই বিদেশী। বিগত সাড়ে ৪৮ বছর ধরে যারা সেখানে বসবাস করছে এবং সে দেশের উন্নয়নে অবদান রেখেছে, সবকিছুকে এক কলমের খোঁচায় উড়িয়ে দেওয়া হ'ল। অতঃপর তাদের জন্য ডিটেনশন ক্যাম্প তৈরী করা হচ্ছে। সেখানেই তারা বাকী জীবন বিদেশী বন্দী হিসাবে থাকবে। তাদের যে সন্তানটি মুক্ত ভারতের স্বাধীন নাগরিক হিসাবে জন্মগ্রহণ করেছিল এবং ভারতীয় নাগরিক হিসাবে গর্ববোধ করত, তারা রাতারাতি ভারতের কয়েদী হয়ে গেল। কি মর্মান্তিক! যা চিন্তা করতেও কষ্ট হয়। কোন কোন মন্ত্রী হুমকি দিচ্ছেন, তাদের বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হবে। হ্যাঁ, বাংলাদেশকে তারা তাদের করদ রাজ্য মনে করে বলেই এত বড় স্পর্ধা দেখানোর সাহস পেয়েছে। আইনের নামে মানুষের প্রতি মানুষের এই আসুরিক নিষ্ঠুরতার কোন তুলনা নেই। এসবই হিংস্র জাতীয়তাবাদের বিষাক্ত ফল ব্যতীত কিছুই নয়। এই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ মানুষের জীবনে অভিশাপ ডেকে এনেছে। হিন্দুত্ববাদী বিজেপি সরকার ১৩০ কোটি ভারতবাসীকে জোর করে হিন্দু বানাতে চায়। অথচ হিন্দুদেরই অধিকাংশ এই সংকীর্ণতার ঘোর বিরোধী। কারণ ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ও সে দেশের উন্নয়নে সেখানে যুগ যুগ ধরে বসবাসকারী সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষের বিপুল অবদান রয়েছে। যাদেরকে বাদ দিলে স্বাধীন ভারতের কল্পনাই করা যেত না। বিজেপি নেতারা ক্ষমতায় যাওয়ার নেশায় হিন্দুত্বের জোশকে উস্কে দিয়ে তাদের উদ্দেশ্য হাছিল করেছে। এ ব্যাপারে পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র মিয়ানমার সম্ভবতঃ তাদের পূর্বসূরী হ'তে পারে।

বার্মার স্বাধীনতা সংগ্রামকালে যে শ্লোগানটি সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল, তা ছিল 'বার্মা ফর বার্মিজ'। অর্থাৎ বার্মা কেবল বার্মার অধিবাসীদের জন্যই। ১৯৩৬ সালে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে তোলা একটি ঐতিহাসিক ছবিতে দেখা যায় যে, বার্মার স্বাধীনতা এসেছিল যাদের হাত ধরে, সেই অল বার্মা স্টুডেন্টস ইউনিয়নের সভাপতি ছিলেন রোহিঙ্গা নেতা আব্দুর রশীদ। যার পাশে বসে আছেন সাধারণ সম্পাদক সুচির পিতা অং সান। তার বাম পাশে আছেন বার্মা মুসলিম লীগের সভাপতি আব্দুর রাযযাক। এই রোহিঙ্গা নেতা আব্দুর রাযযাক-ই ছিলেন আজকের মিয়ানমারের সংবিধানের খসড়া প্রণয়নকারী। বার্মার জাতির জনক ও সুচির পিতা জেনারেল অং সানের গঠিত বার্মার স্বাধীনতা-পূর্ব অন্তর্বর্তীকালীন মন্ত্রীসভার শিক্ষা ও পরিকল্পনা মন্ত্রী ছিলেন আব্দুর রাযযাক।

১৯৪৭-এর ১৯শে জুলাই জেনারেল অং সানের সাথে যে ৬ জন মন্ত্রী নিহত হন তাদের মধ্যে আব্দুর রাযযাক ছিলেন অন্যতম। বার্মা আজও রাষ্ট্রীয়ভাবে ১৯শে জুলাইকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করে থাকে। কেবল আব্দুর রাযযাক-ই নন, সুচির পিতা জেনারেল অং সানের সবচেয়ে ঘনিষ্ট রাজনৈতিক সহযোগীদের মধ্যে আরও অনেক মুসলমান ছিলেন। অথচ মিয়ানমারের বর্তমান শাসকবৃন্দ জাতিগত ঘৃণার প্রকাশ ঘটাতে গিয়ে কার্যত বার্মার রাজনৈতিক ইতিহাসকেই অস্বীকার করলেন। পৃথিবীতে সম্ভবতঃ এমন কোন ভূখণ্ড পাওয়া যাবে না, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও জাতিগোষ্ঠীর লোকেরা সহাবস্থান করছে না। রাজনৈতিক দুর্বৃত্তরাই কেবল তাদের হীন স্বার্থে এগুলোকে ইস্যু করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করে ফায়েদা লুটে থাকে।

২০১৯ সালের জাতীয় নির্বাচনের আগে মোদীর শ্লোগান ছিল 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'। অর্থাৎ সকলকে সাথে নিয়ে সকলের উন্নয়ন'। উক্ত জোশে উস্কে দিয়ে জনগণের ভোট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এখন ভারতকে মুসলিম মুক্ত করতে চাচ্ছেন। হ্যাঁ তাদের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং সম্প্রতি একটি কুকুরের মৃত্যুতে শোকাতুর হয়ে তার লাশের উপর ফুল দিয়ে সম্মান দেখিয়েছেন। অথচ ঘরে গরুর গোশত আছে এই গুজবে তারা মুসলমানকে পিটিয়ে হত্যা করছে। অর্থাৎ তাদের কাছে মুসলমানের চাইতে কুকুরের মূল্য বেশী। ধিক শত ধিক নেতা নামধারী এইসব অমানুষদের। মোদীর জন্মের শত শত বছর পূর্ব থেকে যে কোটি কোটি মুসলমান সে দেশে বসবাস করে আসছে, তারা কি আজ হঠাৎ করে বিদেশী হয়ে যাবে? মোদী কি ভারতের ভাগ্য বিধাতা হয়ে বসেছেন? ২৫ কোটি মুসলমান ও আরও কয়েক কোটি নানা ধর্ম ও বর্ণের মানুষ রাতারাতি ভিন দেশী হয়ে যাবে? মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের সাথে যে অমানবিক আচরণ করেছে, সেটি বিশ্বব্যাপী ধিকৃত হয়েছে। মোদীও এই মুহূর্তে এনআরসি-র কারণে ও কাশ্মীরের স্বাধিকার হরণ করার কারণে বিশ্বব্যাপী ধিকৃত নেতা। একইভাবে 'America First' অর্থাৎ 'আমেরিকা সবার আগে' শ্লোগান দিয়ে ডোনাল্ড ট্রাম্প আমেরিকার ক্ষমতায় আসীন হয়েছেন। যার নিত্যদিনের মিথ্যাচার ও অভিবাসীদের প্রতি অমানবিক আচরণ বিশ্বব্যাপী ঘৃণা কুড়াচ্ছে। অথচ আমেরিকা যারা গড়ে তুলেছিল, সেই বৃটিশদের আজ আর সেখানে কোনই গুরুত্ব নেই। বিশ্ববাসীর নিকটে আমেরিকা এখন একটি হিংস্র দৈত্যের নাম। যার পাশে নাম লিখালো মিয়ানমারের পর ভারত।

মুসলমানরা সাড়ে ছয়শো বছর অখণ্ড ভারতবর্ষ শাসন করেছে। কোনদিন কাউকে ধর্মীয় পরিচয়ে নির্যাতন করেনি। তাদের আমলেই প্রধান সেনাপতি ছিলেন মানসিংহ। অথচ এখন পাঁচ বছরের জন্য দিল্লীর ক্ষমতায় বসে ধরাকে সরা জ্ঞান করছেন মোদী সরকার। সকল অহংকারীর পতন হয়েছে। এদেরও পতন অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাদের এই দুঃশাসন কলঙ্ক তিলক হয়ে থাকবে ভারতের ইতিহাসে চিরদিন। ইতিমধ্যেই আসাম থেকে মুসলিম বিতাড়নের উদ্দেশ্যে তাদের রচিত এনআরসি তাদের প্রতি বুমেরাং হয়ে দেখা দিয়েছে। তাদের সরকারী হিসাবেই প্রমাণিত হয়েছে যে, বাদ পড়া ১৯ লক্ষ ৬ হাযার ৬৫৭ জনের মধ্যে ৬০ শতাংশ হিন্দু। ফলে বিজেপি সরকার বলতে বাধ্য হয়েছে, ভুলে ভরা এই এনআরসি আমরা মানিনা'। আসামের দেখাদেখি প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও দিল্লী সহ অন্যান্য প্রদেশগুলি যদি এনআরসি করে, তাহ'লে সারা ভারতে যে কি ধরনের অস্থিরতা শুরু হবে, তা ভাবতেও অবাক লাগে। কোন সভ্য দেশ কি তার নিজ দেশের নাগরিকদের উপর এরূপ হিংস্রতা দেখাতে পারে? জাহেলী যুগে হাবশার খৃষ্টান নেতা নাজাশী এবং ইয়াছরিবের পৌত্তলিকরা মক্কা থেকে বিতাড়িত মুসলমানদের সানন্দে আশ্রয় দিয়েছিল। এমনকি তারা ইসলামের সাম্যের বাণী গ্রহণ করে মুসলমান হয়ে গিয়েছিল। অথচ আধুনিক হওয়ার গর্বে স্ফীত আমেরিকা, মিয়ানমার ও ভারতের নেতারা সেটা করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

[বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ]

মাদ্রাসার পাঠ্যবই সমূহের অন্তরালে

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

(৪র্থ কিস্তি)

আমার বাংলা বই
ইবতেদায়ি দ্বিতীয় শ্রেণি
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট ২০১৮

(৭৫/৫) পৃ. ২৩

বোর্ডে লেখা সংখ্যাগুলো নিচে ফাঁকা জায়গায় কথায় লিখি।

মন্তব্য : একই ব্ল্যাকবোর্ডের বাম পাশে একটি মেয়ে ও ডান পাশে একটি ছেলে অংক করছে যা সহশিক্ষার ইঙ্গিত বহন করে। আর হিজাব পরিহিতা মেয়ে টুপি পরিহিত ছেলের দিকে পরস্পরে তাকিয়ে আছে। এখনকার ইভটিজিং আক্রান্ত তরুণ সমাজকে বাঁচানোর জন্য এধরণের ছবি সহায়ক নয়।

(৭৬/৬) পৃ. ২৪-২৫ 'জলপরি ও কাঠুরে'

গল্পের শিক্ষা ভাল হ'লেও কাহিনী অলীক। এর চাইতে শিক্ষণীয় ও বাস্তব কাহিনী ইসলামের ইতিহাসে বহু রয়েছে।

পৃ. ৩৬-৩৭ দাদির হাতে মজার পিঠা- গল্পে মায়ের বেগুনী যমীনের শাড়ি ও দাদির সাদা যমীনের শাড়ি এবং উভয়ের দু'হাতে শঙ্খ চুড়িতে হিন্দু সংস্কৃতির ছাপ।

আর গল্পে নাম ব্যবহৃত হয়েছে- যথাক্রমে- তুলি, অনু, তপু ও পলা।

(৭৭/৭) পৃ. ৪০, ৪৩ ছড়া : 'ট্রেন'

মেয়ের কাঁধে ছেলে তারপর ছেলের কাঁধে মেয়ে দুইহাত রেখে পিছনে সারিবদ্ধ হয়ে ছেলে ও মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

মন্তব্য : শামসুর রহমান (১৯২৯-২০০৬ খৃ.) রচিত 'ট্রেন' ছড়াটিতে শিক্ষণীয় কিছুই নেই। যেমন 'থামবে হঠাৎ মজার গাড়ি একটু কেশে খক। আমায় নিয়ে ছুটবে আবার ঝক ঝকাঝক ঝক' (পৃ. ৪০)। শব্দটি কয়লার ইন্‌জিনের হলেও বর্তমান যুগের ট্রেনে ঐ শব্দ হয়না।

৪৩পৃষ্ঠায় ছড়াটির অনুশীলনীতে শূন্যস্থান পূরণ করার স্থলে ৬জন ছেলে ও মেয়ে পরপর কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এখানে সুকৌশলে পর্দাহীনতা ও নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

(৭৮/৮) পৃ. ৪৮ প্রার্থনা

সুফিয়া কামাল

কতো ভালো তুমি,
কতো ভালোবাস
গেয়ে যাই এই গান।

মন্তব্য : মুনাজাতে আমরা গান গাই না। বরং বিনম্রচিত্তে আল্লাহ্‌র নিকটে প্রার্থনা করি। আর মুনাজাতরত মেয়ের ছবির কোন প্রয়োজন ছিলনা। ছেলের ছবিও দেওয়া যেত।

(৭৯/৯) পৃ. ৫১ ছেলেরা ও মেয়েরা একই সাথে ক্রিকেট খেলছে। ওমর বাদে খেলোয়াড়দের নামগুলি ইবতেদায়ী প্রথম শ্রেণীর বাংলার ন্যায় অনৈসলামী নাম। আর ছেলে-মেয়ে এক সাথে খেলছে। যা আদৌ শোভনীয় নয়। ছবিতে একজন মেয়ে উইকেট কিপার। সে কেন উইকেট কিপার থাকবে? স্ত্রী তো হবে হাউজ কিপার। সে তার স্বামীর ঘরের দায়িত্বশীল ও সে এ বিষয়ে আল্লাহ্‌র নিকট জিজ্ঞাসিত হবে *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৩৬৮৫)*।

(৮০/১০) পৃ. ৫২-৫৩ 'খামার বাড়ির পশুপাখি'

গনি মিয়ার মেয়ে রিতা।... পাশেই পরান বাবুর ছাগলের খামার।... মুরগির খামারের পাশে রয়েছে একটা বড় পুকুর। সেখানেই শীতল বড়ুয়ার হাঁসের খামার।

মন্তব্য : রিতা, পরান বাবু ও শীতল বড়ুয়া সব নামই অনৈসলামিক। গনি মিয়া মুসলিম নাম। পরান বাবু সম্ভবতঃ হিন্দু। আর শীতল বড়ুয়া সম্ভবতঃ বৌদ্ধ। এখানে গল্পের ছত্রছায়ায় মুসলিম ও মুশরিকদের একাকার করার অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। অথচ মুসলিম ও মুশরিক কখনোই এক নয়। আল্লাহ বলেন, 'তুমি লোকদের মধ্যে মুসলমানদের জন্য সর্বাধিক শত্রু পাবে ইহূদী ও মুশরিকদের' *(মায়েদা ৫/৮২)*। তাহ'লে মাদ্রাসায় সন্তান পাঠিয়ে আমাদের শিশুরা কি শিখে আসছে?

(৮১/১১) পৃ. ৫৫ রেখা টেনে মিল করি।

(বামে পশু-পাখির ছবি ও ডানে)

ব্যাঁ ব্যাঁ
হুক্কা হুয়া হুক্কা হুয়া
হাম্বা হাম্বা
কুক্কুরু কু কুক্কুরু কু
ঘেউ ঘেউ

মন্তব্য : মুসলমান বাচ্চাদেরকে কুকুর-শৃগাল, গরু-ছাগলের ডাক শিখানো হচ্ছে। একটা ৮ বছরের শিশু এগুলি ভালভাবেই জানে। তাহ'লে এতে কি শিক্ষণীয় রয়েছে?

(৮২/১২) পৃ. ৫৬ 'ছয় ঋতুর দেশ'

৫৬ পৃষ্ঠায় মাথাল ওয়ালা কিষাণী বৃষ্টিতে ভিজছে। আর ৫৭ পৃষ্ঠায় একটি মেয়ে খোলা মাথায় ফুল তুলছে। আর একটি মেয়ে একটি ছেলেকে নিয়ে খোলা মাথায় খেজুর গাছে ঝুলানো মাটির কলসের দিকে তাকিয়ে আছে। ৫৮ পৃষ্ঠায় মহিলা খোলা মাথায় ধান মাড়াই করছে।

মন্তব্য : বাংলাদেশের কোন ভদ্র মহিলা কি বর্ষায় কিষাণী হয়ে মাঠে যায়? তারা কি এভাবে প্রকাশ্যে ধান মাড়াই করে? তারা তি শীতকালে খেজুর গাছের রস পাড়তে যায়? তাহ'লে এগুলি কিসের ইঙ্গিত?

মাদ্রাসার পাঠ্যবইয়ে বাচ্চাদের ছয় ঋতু শেখাতে অনুশীলনী সহ মোট ১৩টি ছবি দেওয়া হয়েছে। লিঙ্গ সমতার নামে প্রতিটি ছবি যেন পর্দাহীনতার প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছে।

যেগুলি শিখে সন্তানদের দুনিয়া ও আখেরাতের কোনই উপকার হবেনা। বরং আগামীর মুসলিম সমাজ কৃষ্টি-কালচারে একটি উদ্ভট ধর্মহীন সমাজের রূপ পরিগ্রহ করবে।

(৮৩/১৩) পৃ. ৬৬ 'কাজের আনন্দ'

এখন না কব কথা
আনিয়াছি তৃণলতা
আপনার বাসা আগে বুনি।

মন্তব্য : নবকৃষ্ণ ভট্টাচার্য (১৮৫৯-১৯৪১ খৃ.) বিরচিত উক্ত কবিতার শেষের লাইন গুলিতে বাচ্চাদেরকে স্বার্থপরতার কুশিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

(৮৪/১৪) পৃ. ৭১ 'সবাই মিলে করি কাজ' নামক গল্প। ৭৮ পৃষ্ঠার পুরা বইয়ে এই একটি মাত্র শিক্ষণীয় গল্প রয়েছে, তাও সবার শেষে ৭১ পৃষ্ঠায়।

আমার বাংলা বই

ইবতেদায়ি তৃতীয় শ্রেণি

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা

(৮৫/১) পৃ. ১-৩

মন্তব্য : ছবিতে বয়ঃপ্রাপ্তা মেয়ের মাথা খোলা বেপর্দা ছবি সংযুক্ত করা হয়েছে। এখানে 'বেগুনখেত' বানান লেখা হয়েছে, যা অপ্রচলিত। কারণ খাওয়া থেকে 'খেত' হয়ে থাকে। আর 'ক্ষেত' অর্থ জমি। যেখানে বেগুন চাষ করা যায়। তিনটি নামের মধ্যে ঐশী ও সীমা লেখা হয়েছে, যা ইসলামী নাম নয়।

গল্প : রাজা ও তার তিন কন্যা

(৮৬/২) পৃ. ৯, ১০ বহুসংখ্যক পুরুষের সামনে বেপর্দা নারীর উপবেশন। ...তার জিভে এল জল (পৃ. ১০)।

মন্তব্য : গল্পটি স্রেফ উদ্ভট ও অবাস্তব। আর রাজা-রাণীর গল্প হিন্দুদের মধ্যেই বেশী প্রচলিত। আর তাদের জিভেই কেবল 'জল' আসে। আর মুসলমানদের জিভে আসে 'পানি'। এভাবে সুকৌশলে গল্পের নামে ইসলামী সংস্কৃতি ও ইসলামী বানানের বিরুদ্ধে মিছরীর ছুরি চালানো হয়েছে।

(৮৭/৩) পৃ. ১৪ ছড়া 'হাটে যাবো'

মন্তব্য : কবি আহসান হাবীব (১৯১৭-১৯৮৫ খৃ.) লিখিত 'হাটে যাবো' ছড়ায় বাচ্চাদের কি শিখানো হচ্ছে? হাটে যাবো হাটে যাবো ঘাটে নেই নাও, 'নি–ঘাটা নায়ের মাঝি আমায় নিয়ে যাও' বলে কি নাস্তিক লালন ফকীরের (১৭৭৪-১৮৯০ খৃ.) 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখি'-র অদ্বৈতবাদী দর্শনের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে না?

(৮৮/৪) পৃ. ১৬ 'ভাষা শহিদদের কথা'

মন্তব্য : 'ভাষা শহিদদের আত্মত্যাগের ফলে বাংলা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে'। এটা বলে বইয়ে প্রদত্ত চারজনের ছবি দিয়ে ১৯৫২ সালের পূর্বেকার ও পরের সকল নেতা-কর্মীদের অবদানকে প্রকারান্তরে অস্বীকার করা হয়েছে। ১৭ পৃষ্ঠায় নারী-পুরুষের সম্মিলিত গণমিছিল দেখানো হয়েছে। এর মাধ্যমে মুসলিম মা-বোনদের পর্দাহীনতার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে।

(৮৯/৫) পৃ. ২২ চল্ চল্ চল্

মন্তব্য : কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) বিরচিত উক্ত কবিতার শিরোনামের উপরে মেয়েদের পিটি এবং কবিতার নীচে ছেলেদের পিটির দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। মেয়েদের দৃশ্যটি উপরে দেওয়ার কারণ কি?

(৯০/৬) পৃ. ২৩ ধুতি পরিহিত এজজন পুরুষ ঢোল বাজাচ্ছে। আর হলুদ শাড়ি, হাতে চুড়ি ও পায়ে নুপুর পরিহিতা তিনজন মহিলা নাচছে।

মন্তব্য : এটা কি ইসলামী সংস্কৃতি? যা মাদ্রাসার ছাত্রদের শিখানো হচ্ছে?

(৯১/৭) পৃ. ২৬ গল্প 'স্বাধীনতা দিবসকে ঘিরে'

মন্তব্য : গল্পের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আনিস বাদে ছাত্রী তিথি, রুনু, নীলা, রবি, পারুল কোন নামই ইসলামী নয়। তারা রঙিন কাগজ দিয়ে আর্টবোর্ডে ফুল এঁকেছে। কাজটি খুব সুন্দর হয়েছে বলে 'ছবি আঁকার শিক্ষক রূপা আপা' তাদের বললেন, ২৬শে মার্চ স্বাধীনতা দিবসে তোমাদের পুরস্কার দেওয়া হবে। তাতে 'খুশিতে সকলে হাততালি দিল'। এ গল্পে কয়েকটি বিষয় প্রশ্নসাপেক্ষ। **১.** স্বাধীনতা দিবসে ফুল আঁকাই কি বড় কাজ, না কি স্বাধীনতার তাৎপর্য বুঝানোই বড় কাজ? **২.** মাদ্রাসায় ছবি আঁকার জন্য পৃথক শিক্ষক নিয়োগ দিতে হবে কি? **৩.** ঐ শিক্ষককে মহিলা হ'তে হবে কি? **৪.** শিক্ষক শব্দের কোন স্ত্রীলিঙ্গ থাকবেনা কি? **৫.** প্রাণীর ছবি অঙ্কন ইসলামে নিষিদ্ধ। ছবি অঙ্কন কারীদেরকে ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি দেওয়া হবে' *(বুঃ মুঃ মিশকাত হা/৪৪৯৭)*। ৬. 'খুশিতে সকলে হাততালি দিল'। অথচ ইসলামের বিধান হ'ল, খুশীতে 'আল-হামদুলিল্লাহ' বলা। ৩০ পৃষ্ঠায় একটি ছেলে ও একটি মেয়ে পুষ্পস্তবক নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পুষ্পস্তবক দিয়ে শ্রদ্ধা জানানো কি ইসলামী রীতি?

(৯২/৮) পৃ. ৩২-৩৪ 'কুঁজো বুড়ির গল্প'

লাউ গুড় গুড় লাউ গুড় গুড়
চিঁড়ে খায় আর খায় গুড়
বুড়ি গেল অনেক দূর।

মন্তব্য : 'কুঁজো বুড়ির গল্প' নামে একটি উদ্ভট গল্প বানানো হয়েছে। যাতে নাই কোন শিক্ষা, নাই কোন উপদেশ। বুড়ির তিনটি কুকুরের নাম রঙ্গা, বঙ্গা, ভুতু। ঐ গল্পের ভিত্তিতে ৩৬ পৃষ্ঠার নীচে শিক্ষার্থীদের অভিনয় করতে বলা হয়েছে এবং তাতে শিক্ষককে সহায়তা করতে বলা হয়েছে। শিশু অবস্থাতেই বাচ্চাদের যদি এইরূপ মিথ্যা অভিনয়ের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, তাহ'লে আজকের শিশুরা আগামী দিনে মিথ্যার অভিনয়ে পারদর্শী হয়ে গড়ে উঠবে।

(৯৩/৯)পৃ. ৫২ গল্প 'পাখিদের কথা'

মন্তব্য : এর মধ্যে কাক, কোকিল, ময়না, বুলবুলি, টিয়া,

দোয়েল, টুনটুনি, বাবুই, শালিক ও মাছরাঙ্গা ১০টি পাখির ছবি দেয়া হয়েছে ও সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। কতই না ভাল হ'ত বাবুই পাখির উপরে রজনীকান্ত সেনের (১৮৬৫-১৯১০ খৃ.) লেখা প্রসিদ্ধ ও শিক্ষণীয় কবিতাটি দিলে! যেখানে বলা হয়েছে,

বাবুই পাখিরে ডাকি, বলিছে চড়াই,
'কুঁড়ে ঘরে থাকি কর, শিল্পের বড়াই,
আমি থাকি মহাসুখে অট্টালিকা পরে,
তুমি কত কষ্ট পাও রোদ, বৃষ্টি, ঝড়ে'।
বাবুই হাসিয়া কহে, 'সন্দেহ কি তায়?
কষ্ট পাই, তবু থাকি নিজের বাসায়।
পাকা হোক তবু ভাই, পরের ও বাসা
নিজ হাতে গড়া মোর কাঁচা ঘর, খাসা'।

(৯৪/১০) পৃ. ৫৯ কবিতা 'আমাদের গ্রাম'

আমাদের ছোট গ্রাম মায়ের সমান,
আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ।

মন্তব্য : বন্দে আলী মিঞা (১৯০৬-১৯৭৯ খৃ.) রচিত উক্ত কবিতায় গ্রামকে 'মা' বলা হয়েছে এবং গ্রামই 'আলো দিয়ে বায়ু দিয়ে বাঁচাইছে প্রাণ' বলা হয়েছে। যা তাওহীদের শিক্ষার সম্পূর্ণ বিপরীত। এর বদলে জাতীয় কবি নজরুল ইসলামের (১৮৯৯-১৯৭৬ খৃ.) 'এই সুন্দর ফুল সুন্দর ফল মিঠা নদীর পানি' কবিতাটি পাঠ্য করলে কতই না সুন্দর হ'ত!

(৯৫/১১) পৃ. ৬২ কানামাছি ভোঁ ভোঁ খেলার ছবিতে ছেলে-মেয়ে একাকার। ...সেদিন খেলার শুরুতে রাতুলের দুই চোখ কাপড় দিয়ে বেঁধে দিল সোমা। এমনটাই নিয়ম। শেষে বলা হয়েছে,

আনি মানি জানি না
পরের ছেলে মানি না।
আনি মানি জানি না
পরের মেয়ে মানি না।

এর পরেই চোখ বাঁধা রাতুল কান্তা আপুকে ধরে ফেলল। ব্যস, রাতুলের মুক্তি।

মন্তব্য : ছেলে রাতুলের চোখ মেয়ে সোমা বেঁধে দিবে এমনটাই নিয়ম নয়। বরং যেকোন ছেলে কোন ছেলের ও মেয়ে মেয়ের চোখ বাঁধবে এটাই স্বাভাবিক। এটা 'প্লে টুগেদার /লিভ টুগেদার'-এর অপপ্রয়াস। যার পরিণতি হবে ভয়াবহ।

(৯৬/১২) পৃ. ৭১ ছবি দেখি ও ইচ্ছামতো তিনটি বাক্য লিখি।

উক্ত ছবিতে বই বুকে নিয়ে একজন শিক্ষিকা শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করছেন ও বেঞ্চে পাশাপাশি বসা ছাত্র-ছাত্রীরা দাঁড়িয়ে শিক্ষিকাকে সালাম দিচ্ছে।

মন্তব্য : শিক্ষিকা সালাম দিয়ে প্রবেশ করবেন এবং শিক্ষার্থীরা বেঞ্চে বসেই সালামের উত্তর দিবে, এটাই সুন্নাত। দাঁড়ানোটা ইসলামী রীতি নয়। ছাত্র-ছাত্রী পাশাপাশি বসা ইসলামে নিষিদ্ধ।

(৯৭/১৩) পৃ. ৭২ গল্প 'একজন পটুয়ার কথা'

বাবা তাকে ভর্তি করে দিলেন কলকাতা মাদরাসায়। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা ছবি আঁকার স্কুলে পড়বেন। বাবা শেষে বাধ্য হয়ে তাঁকে ছবি আঁকার স্কুলে ভর্তি করালেন। বাবা বললেন, পড়ার খরচ তিনি দেবেন না। পড়ার খরচ জোগাতে তিনি কাজ করেছেন পুতুলের কারখানায় (পৃ. ৭৩)।

মন্তব্য : উক্ত লেখাগুলিতে মাদ্রাসা শিক্ষাকে হেয় করে ছবি আঁকার স্কুলকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। এর ফলে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের দিয়েই মাদ্রাসা শিক্ষাকে ভিতর থেকে ছুরিকাঘাত করা হচ্ছে। অথচ প্রাণীর ছবি আঁকা ইসলামে নিষিদ্ধ। ক্বিয়ামতের দিন ঐসব ছবি অঙ্কনকারীকে আল্লাহ বলবেন, ওতে জীবন দাও। সে জীবন দিতে পারবে না। ফলে তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে *(বুখারী হা/৭৫৫৭)*। এরপরে লেখা হয়েছে, 'তিনি দেশ সেবক তরুণদের সংগঠন ব্রতচারীদের দলে যুক্ত হয়েছেন। তাঁদের কাছ থেকে পেয়েছেন খাঁটি বাঙালি হওয়ার শিক্ষা' (পৃ. ৭৩)। অথচ গুরু সদয় দত্ত (১৮৮২-১৯৪১ খৃ.) কর্তৃক ১৯৩২ সালে প্রতিষ্ঠিত উক্ত আন্দোলনের লক্ষ্য ছিল, ঐক্যবদ্ধভাবে লোকনৃত্য ও লোকসঙ্গীত চর্চার মাধ্যমে মানসিক ও আত্মিক বিকাশ লাভ ও দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা। ...ইউরোপে এ আন্দোলন জনপ্রিয়তা পায়। ইংরেজ সরকারেরও এ আন্দোলনের প্রতি সপ্রশংস সমর্থন ছিল'।

দখলদার ইংরেজদের আশীর্বাদ পুষ্ট এই আন্দোলনে যোগ দিয়ে তিনি খাঁটি বাঙালী হওয়ার শিক্ষা পেয়েছিলেন। অথচ কে না জানে, বাঙালী হিন্দুরাই ছিল ইংরেজদের আশীর্বাদ পুষ্ট, বাঙালী মুসলমানরা নয়। আর 'খাঁটি বাঙালী হওয়ার শিক্ষা' বলতে খাঁটি হিন্দু হওয়ার শিক্ষা বুঝানো হয়েছে। তাই আলোচ্য 'একজন পটুয়ার কথা' গল্পে স্বাধীন বাংলাদেশের কোন স্বাধীনচেতা শিক্ষার্থীর জন্য শিক্ষণীয় কিছুই নেই। বরং এর মাধ্যমে বাংলাদেশকে পুনরায় ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাদের দাসত্ব বরণের প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। যেভাবে তারা গোয়া, জুনাগড়, মানভাদর, হায়দরাবাদ, সিকিম প্রভৃতি স্বাধীন রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে নিয়েছে এবং অতি সম্প্রতি মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরকে গ্রাস করার সকল আনুষ্ঠানিকতা প্রায় শেষ করে ফেলেছে।

উক্ত বইয়ে ব্রতচারীদের ১৪ লাইন বিশিষ্ট নিয়মনীতি শিখানো হয়েছে। অথচ কুরআন-হাদীছ বা ছাহাবীগণের কোন বাণী শিখানো হয়নি। গল্পের শেষে বলা হয়েছে, 'আমরাও তাঁর মত দেশকে ভালবাসব। ছবিকে ভালবাসব। মানুষকে ভালবাসব'। অথচ দেশকে ভালবাসা মানুষের স্বভাবজাত। এজন্য কোন পটুয়ার মত হওয়ার প্রয়োজন নেই। ছবিকে ভালবাসারও কোন প্রয়োজন নেই।

বইয়ে পটুয়া কামরুল হাসানের (১৯২১-১৯৮৮ খৃ.) 'তিন কন্যা', 'নাইওর', 'উঁকি' ইত্যাদি ছবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। যেসব ছবির প্রধান উপাদান হ'ল নারী। বিশেষতঃ নারীর দেহ। এর মধ্যে তরুণ শিক্ষার্থীদের বিশেষ করে মাদ্রাসা শিক্ষার্থীদের কোন কিছুই শিক্ষণীয় নেই। বরং তাদেরকে পথভ্রষ্ট করার শিক্ষা রয়েছে। 'পটুয়া' অর্থ চিত্রকর।

(৯৮/১৪) পৃ. ৮৬ গল্প 'পাল্লা দেওয়ার খবর'

মন্তব্য : এখানে একজন শিক্ষিকা ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখছেন। অথচ এখানে একজন শিক্ষককে দেওয়া যেত। এর মাধ্যমে সহশিক্ষার বিপক্ষে ইসলামী নীতির প্রতি অবজ্ঞা করা হয়েছে। এভাবে ১০৯ পৃষ্ঠার পুরা বইটিতে ৯৯ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'খলিফা হযরত আবু বকর (রা)' ব্যতীত কোন স্থানে উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই।

আমার বাংলা বই

পঞ্চম শ্রেণি

(৯৯/১) পৃ. ১ 'এই দেশ এই মানুষ'

পৃ. ২ 'আমাদের আছে নানা ধরনে উৎসব। মুসলমানদের রয়েছে দুটি ঈদ। ঈদ-উল-ফিতর ও ঈদ-উল-আযহা। হিন্দুদের দূর্গাপূজা সহ আছে নানা উৎসব আর পার্বণ'। ... অতঃপর নীচে দেওয়া হয়েছে হুতোম পেঁচা ও অন্যান্য ছবি। সব নীচে লেখা হয়েছে, পহেলা বৈশাখের উৎসব।

মন্তব্য : এর দ্বারা বুঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে, পহেলা বৈশাখের উৎসব সকল ধর্মের মানুষের। অথচ এটি কেবল হিন্দুদের উৎসব। নইলে হুতোম পেঁচা ও সাপ ইত্যাদির মূর্তি কেন? মুসলানদের ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার উৎসবে কি এগুলি থাকে?

মূলত দেব-দেবীকে উদ্দেশ্য করে এসব আচার অনুষ্ঠানের মাধ্যমে দেশের সংখ্যালঘু হিন্দুরা কল্যাণ কামনা করে থাকে। তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী মঙ্গলের প্রতীক হিসাবে পেঁচা, রামের বাহন হিসাবে হনুমান, দুর্গার বাহন হিসাবে সিংহ, দেবতার প্রতীক হিসাবে সূর্য ইত্যাদি নিয়ে শরীরে দেব-দেবী ও জন্তু-জানোয়ারের প্রতিকৃতি এবং কালীর লোহিত বরণ জিহবা, গণেশের মস্তক ও মনসার উল্কি ইত্যাদি এঁকে এদিন তারা পূজা-অর্চনা করে এবং শোভাযাত্রা করে। এটাকে তারা 'মঙ্গল শোভাযাত্রা' বলে। অথচ তাদের এই শিরকী সংস্কৃতিকে বাংলাদেশী সংস্কৃতি গণ্য করে ৯০ শতাংশ তাওহীদবাদী মুসলিম শিক্ষার্থীদের মগযে সুকৌশলে শিরকী চিন্তাধারা প্রবেশ করানোর অপচেষ্টা চরম অন্যায়।

(১০০/২) পৃ. ২ 'ধর্ম যার যার, উৎসব যেন সবার'।

মন্তব্য : কথাটি চরম আপত্তিকর। কারণ অধিকাংশ উৎসবের সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের আলোকে। তাই অন্যদের উৎসবের সাথে ইসলামী উৎসব সব দিক দিয়েই পৃথক। ইসলামের উৎসব নির্ধারিত হয়েছে আল্লাহ্র হুকুমে। এই উৎসবে যেমন রয়েছে ইবাদতের পবিত্রতা, তেমনি রয়েছে শিরকের বিরুদ্ধে তাওহীদের আপোষহীন ঘোষণা। অতএব মুশরিকদের উৎসবকে মুমিনদের উৎসবের সমান গণ্য করা প্রকারান্তরে শিরক ও তাওহীদকে একাকার করার শামিল। অতএব মুসলিম শিক্ষার্থীদের সিলেবাস থেকে উক্ত বক্তব্য অনতিবিলম্বে প্রত্যাহার করা উচিৎ।

(১০১/৩) পৃ. ৩ : দেশ হলো জননীর মতো। জননী যেমন স্নেহ, মমতা ও ভালোবাসা দিয়ে আমাদের আগলে রাখেন। দেশও তেমনই তার আলো, বাতাস ও সম্পদ দিয়ে আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছে।

মন্তব্য : এগুলি স্রেফ শিরকী বক্তব্য। এখানে দেশকে একটি প্রণবান সত্তা কল্পনা করা হয়েছে। যার হাতে আলো, বাতাস ও সম্পদের মালিকানা রয়েছে। অথচ সবকিছুর মালিকানা আল্লাহ্র হাতে এবং তিনিই সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

(১০২/৪) পৃ. ১০ গল্প 'সুন্দরবনের প্রাণী' পৃ. ১১ প্রাণী বৃক্ষলতা সব কিছুই প্রকৃতির দান।

মন্তব্য : সব কিছুই প্রকৃতির দান নয়। বরং প্রকৃতির স্রষ্টা আল্লাহ। আর সব কিছুই আল্লাহ্র দান। আল্লাহ বলেন, 'তিনিই সেই সত্তা যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের জন্য পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবকিছু। অতঃপর তিনি মনঃসংযোগ করেন আকাশের দিকে। অতঃপর তাকে সপ্ত আকাশে বিন্যস্ত করেন। আর তিনি সকল বিষয়ে জ্ঞাত' *(বাক্বারাহ ২/২৯)*।

(১০৩/৫) পৃ. ৩৪ 'শখের মৃৎশিল্প'

মন্তব্য : মৃৎশিল্প শখের নয়। বরং এটি বাংলাদেশের একটি ঐতিহ্যবাহী শিল্প। যা হাযার হাযার মানুষের জীবন-জীবিকার উৎস। অতঃপর পহেলা বৈশাখের মেলার প্রসঙ্গ টেনে আনা হয়েছে। বলা হয়েছে, 'গেল বছর পহেলা বৈশাখের ছুটিতে গিয়েছিলাম আনন্দপুর। সেখানে পহেলা বৈশাখের মেলা বসে। মামা বললেন, তোমাদের মেলা দেখাতে নিয়ে যাব। ...মামা পড়েন ঢাকার চারুকলা ইন্সটিটিউটে।...মামা বললেন, সুযোগ মতো একসময় তোমাদের শালবন বিহারে নিয়ে যাব' (পৃ. ৩৭)।

মন্তব্য : ধান ভানতে শিবের গীত কেন? মৃৎশিল্প বুঝাতে গিয়ে পহেলা বৈশাখের মেলা কেন? পহেলা বৈশাখের ছুটি বাংলাদেশে কবে থেকে চালু হয়েছে? এটা কি হিন্দু-মুসলিম সকলের জন্য সার্বজনীন ও চিরন্তন উৎসব? কয়জনের মামা চারুকলা ইন্সটিটিউটে পড়াশুনা করে? আমি ও মামাতো বোনের নাম বৃষ্টি ও সোহানা কেন? ফাতেমা-আয়েশা হ'তে পারতো না? সবশেষে মামা তাদেরকে শালবন বিহারে নিয়ে যাবে কেন? সুন্দরবন-ষাট গুম্বজ মসজিদ দেখাতে নিয়ে যেতে পারে না কেন? এদেশে বৌদ্ধ কতজন আছে? যে তাদের পূজার স্থান শালবন বিহার দেখতে যেতে হবে? সবকিছুর মধ্যেই অতি সূক্ষ্মভাবে শিক্ষার্থীদের মগয থেকে ইসলাম ও ইসলামী ঐতিহ্য চেতনা নিঃশেষ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

(১০৪/৬) পৃ. ৫৬-৬১ গল্প 'কাঞ্চনমালা আর কাঁকনমালা' 'এক রাতে রাজা ঘুমাতে যান। কিন্তু ভোরবেলা যখন তার ঘুম ভাঙে, তখনই দেখা যায় কী সর্বনাশ ঘটেছে! রাজা দেখেন যে তার শরীরে গেঁথে আছে অগুনতি সুচ'।

পৃ. ৬০ অচিন মানুষ নতুন মন্ত্র পড়া ধরে :

সূতন সূতন সরুলি, কোন দেশে ঘর
সুচ রাজার সুচ গিয়ে আপনি পর।

সঙ্গে সঙ্গে লাখ লাখ সুতা রাজার গায়ের লাল লাখ সুচে ঢুকে যায়। আবার মন্ত্র পড়ে অচিন মানুষ। সব সুচ রাজার শরীর থেকে বেরিয়ে এসে নকল রানির চোখে মুখে বিঁধে যায়।

জ্বালা যন্ত্রণায় ছটফট করে। নকল রানি শেষে মারা যায়'।

মন্তব্য : শিক্ষাহীন এক উদ্ভট হিন্দুয়ানী গল্প। যার কোন ভিত্তি নেই।

(১০৫/৭) পৃ. ৬৪-৬৯ নাটক 'অবাক জলপান'

পথিক : নাঃ একটু জল না পেলে আর চলছে না। সেই সকাল থেকে হেঁটে আসছি, এখনও প্রায় এক ঘন্টার পথ বাকি। তেষ্টায় মগজে ঘিলু পর্যন্ত শুকিয়ে উঠল। কিন্তু জল চাই কার কাছে? ...মশাই, একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?

মন্তব্য : বাংলাদেশের মুসলিম শিক্ষার্থীরা জল নয়, পানি পান করে। তাদের তেষ্টা লাগেনা, বরং পিপাসা লাগে। তারা কোন মশাইয়ের কাছে চায় না। বরং ভাই বা চাচাজীর কাছে চায়। পশ্চিম বাংলার কবি সুকুমার রায় (১৮৮৭-১৯২৩ খৃ.)-এর প্রাচীন বাংলা আধুনিক যুগে শিখানোর উদ্দেশ্য কি? মুসলিম শিক্ষার্থীদের হিন্দু বাংলায় অভ্যস্ত করানোই কি উদ্দেশ্য? এরূপ শিক্ষাহীন ও ভদ্রতা বিবর্জিত নাটক অবশ্যই সিলেবাস থেকে ছাঁটাই করা উচিৎ।

(১০৬/৮) পৃ. ৮১-৮২ 'শিক্ষাগুরুর মর্যাদা'

'উচ্ছ্বাস ভরি শিক্ষকে আজি দাঁড়ায়ে সগৌরবে,
কুর্ণিশ করি বাদশাহে তবে কহেন উচ্চরবে'।

মন্তব্য : কবি কাদের নেওয়াজ (১৯০৯-১৯৮৩ খৃ.) রচিত উক্ত কবিতায় 'কুর্ণিশ করি' কথা এসেছে। ইসলামে কুর্ণিশ করার কোন বিধান নেই। এটি অমুসলিমদের রীতি। যা আজও দেশের আদালত সমূহে ও কোন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চালু আছে। এগুলি অবশ্যই পরিত্যাজ্য। শিক্ষকদেরকে এ বিষয়টি শিক্ষার্থীদের সামনে বুঝিয়ে দিতে হবে।

(১০৭/৯) পৃ. ৯৭ গল্প 'বিদায় হজ'

...নিজের ধর্ম পালন করবে। যারা অন্য ধর্ম পালন করে, তাদের ওপর তোমরা ধর্ম চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা কর না। ...'তোমরা সাক্ষী, আমি আমার কর্তব্য পালন করছি। বিদায়!'

মন্তব্য : আরাফাতের ময়দানে এবং কুরবানী ও মিনার দিনগুলির ভাষণে রাসূল (ছাঃ) সর্বমোট ১৩টি হাদীছে ৩১টি বিষয় বর্ণনা করেছেন। যার প্রতিটি মানব জীবনে চিরন্তন দিক নির্দেশনা মূলক। কিন্তু সেখানে বোর্ডের বইয়ে লিখিত উপরোক্ত প্যারাটি পাওয়া যায় না। এটি নিজেদের বানানো এবং বিদায় হজ্জের ভাষণকে কথিত ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের পক্ষে ব্যবহার করা হয়েছে। তাছাড়া এর মাধ্যমে ইসলাম এবং অন্যান্য ধর্মকে সমমর্যাদায় দেখানো হয়েছে। অথচ ইসলাম আল্লাহ প্রেরিত ধর্ম। আর অন্যগুলি মানুষের তৈরী। যেগুলির রহিতকারী হিসাবে মানবজাতির জন্য একমাত্র পূর্ণাঙ্গ ধর্ম হিসাবে ইসলাম নাযিল হয়েছে *(আলে ইমরান ১৯; মায়েদাহ ৩)*। ইসলামকে অস্বীকার কারী মানুষ অবশ্যই জাহান্নামবাসী হবে *(মুসলিম হা/১৫৩; মিশকাত হা/১০)*। তবে এজন্য অন্য ধর্মের লোকদের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাবেনা। কারণ আল্লাহ বলেন, 'দ্বীনের ব্যাপারে কোন যবরদস্তি নেই। নিশ্চয়ই সুপথ ভ্রান্তপথ হ'তে স্পষ্ট হয়ে গেছে' *(বাক্বারাহ ২৫৬)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন এবং আমার জন্য আমার দ্বীন' *(কাফেরূন ৬)*। এর অর্থ সূর্যোদয়ের পর যেমন অন্ধকার থাকেনা। ইসলাম আসার পর তেমনি ভ্রান্ত পথ থাকেনা। এর পরেও যদি কেউ ভ্রান্ত পথে চলে, তাহ'লে তাদের জন্য ভ্রান্ত পথ এবং আমাদের জন্য সরল পথ।

(১০৮/১০) পৃ. ১১৫ গল্প 'শহিদ তিতুমীর'

তেতো, তিতু, তিতুমীর। ...শিশুকালে তার একবার কঠিন অসুখ হলো। রোগ সারানোর জন্য তাকে দেওয়া হল ভীষণ তেতো ঔষধ। ...এ জন্যে ওর ডাক নাম রাখা হলো তেতো। তেতো থেকে তিতু। তার সাথে মীর লাগিয়ে তিতুমীর।

মন্তব্য : লেখকের নামহীন এই গল্পে 'তিতু' নামের যে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে, তা রীতিমত হাস্যকর। পশ্চিমবঙ্গের বৃটিশ বিরোধী একজন বিশ্ববিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামীর শৈশবকালে যদি এরূপ ঘটনা থেকেও থাকে, তবে সেটি বোর্ডের বইয়ে প্রকাশ করার কি প্রয়োজন ছিল? এর মাধ্যমে শিশুমনে তাঁর সম্পর্কে কেমন ধারণা তৈরী হবে? এতে তাঁর মর্যাদাহানি করা হয়েছে। এর মধ্যে শিক্ষার্থীদের জন্য শিক্ষণীয় কিছু নেই। বরং হাসির খোরাক রয়েছে। অতএব এই ঘটনা অবশ্যই প্রত্যাহার যোগ্য।

মোশাররফ হোসেন খান রচিত ও বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ঢাকা প্রকাশিত সাইয়েদ নিসার আলী তিতুমীর বইয়ে (২০০৭ খৃ.) উক্ত গল্পটি দেখা যায়। কিন্তু সেখানে কোন সূত্র উল্লেখ করা হয়নি।

(১০৯/১১) পৃ. ১২০ গল্প 'অপেক্ষা'

...দুই বোন খুশিতে হাততালি দেয়।

মন্তব্য : ইসলামে খুশীতে 'আলহামদুলিল্লাহ' বলতে হয়। হাততালি দেওয়ার কোন বিধান নেই। এটি অমুসলিমদের রীতি। অতএব এটি পরিত্যাজ্য।

সবশেষে বলব, ইবতেদায়ী পঞ্চম শ্রেণীর ১৩৪ পৃষ্ঠার পুরা বইয়ে ৯৫ পৃষ্ঠায় বর্ণিত 'বিদায় হজ' ব্যতীত কোন স্থানে উল্লেখযোগ্য কোন ইসলামী শিক্ষা নেই। বইয়ের প্রথম কভার পেজের উপরে হাঁটু ও মাথা আলগা দু'জন ছেলে-মেয়ে পাশাপাশি মুনাজাতের ভঙ্গিতে চোখ বুঁজে বসে আছে। তাছাড়া বইয়ের সর্বত্র নারী-পুরুষের ছবির ছড়াছড়ি। যা ইসলামের পর্দানীতির ঘোর বিরোধী। শেষ কভার পেজে একটি ভাল উপদেশ লেখা হয়েছে, 'পরনিন্দা ভালো নয়'। এটা শিক্ষার্থীদের পাঠ্য তালিকার বাইরে কেন? এর দ্বারা যদি বোর্ড কর্তৃপক্ষ বুঝিয়ে থাকেন যে, তারা আমাদের বাচ্চাদের আক্বীদা ধ্বংস করার জন্য যা খুশী লিখবেন, তার প্রতিবাদ করা যাবে না, তাহ'লে তারা মহা ভুলের মধ্যে আছেন। কারণ আমরা মুসলমান। আমাদের রাসূলের বাণী এই যে, 'তোমরা কোন অন্যায় দেখলে হাত দ্বারা প্রতিরোধ কর অথবা যবান দ্বারা প্রতিবাদ কর'... *(মুসলিম হা/৪৯; মিশকাত হা/৫১৩৭)*। তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি ইলম গোপন করে, ক্বিয়ামতের দিন তার মুখে আগুনের লাগাম পরানো হবে' *(আবুদাঊদ হা/৩৬৫৮; মিশকাত হা/২২৩)*।

(সম্পাদকীয়র বাকী অংশ)

মনে রাখা আবশ্যক যে, এ পৃথিবী আল্লাহ্র সৃষ্টি। এখানে যেকোন স্থানে বসবাসের অধিকার আল্লাহ্র সকল বান্দার। সকল মানুষ একই পিতা-মাতা আদম ও হাওয়ার সন্তান। এখানে সাদা-কালো কোন ভেদাভেদ নেই। ভেদাভেদ থাকবে কেবল সৎ ও অসৎ ব্যক্তির ক্ষেত্রে। অহিন্দু খুনী আর হিন্দু খুনী দু'জনেই সমান। একইভাবে ভাষা, বর্ণ ও অঞ্চলের ভেদাভেদ থাকলেও সেখানে সকল মানুষের অধিকার সমান। সবাই আল্লাহ্র দেওয়া মাটি, পানি, সূর্য কিরণ, চন্দ্রের জ্যোতি ও মৃদুমন্দ বায়ু সেবন করে থাকে। অতএব আল্লাহ প্রেরিত ইসলামী বিধান মেনে নিয়ে সকলকে আল্লাহ্র আনুগত্যে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানাই। স্মরণ করুন বিদায় হজ্জের ভাষণে শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর উদাত্ত আহ্বান! 'হে জনগণ! নিশ্চয় তোমাদের পালনকর্তা মাত্র একজন। তোমাদের পিতাও মাত্র একজন। মনে রেখ! আরবের জন্য অনারবের উপর, অনারবের জন্য আরবের উপর, লালের জন্য কালোর উপর এবং কালোর জন্য লালের উপর কোনরূপ প্রাধান্য নেই আল্লাহভীরুতা ব্যতীত'। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে আল্লাহ্র নিকট সর্বাধিক সম্মানিত সেই ব্যক্তি, যে তোমাদের মধ্যে সর্বাধিক আল্লাহভীরু'। তিনি আরও বলেন, 'হে জনগণ! আল্লাহ তোমাদের থেকে জাহেলিয়াতের অংশ ও পূর্ব পুরুষের অহংকার দূরীভূত করে দিয়েছেন। মানুষ দু'প্রকারের : মুমিন আল্লাহভীরু অথবা পাপাচারী হতভাগা। তোমরা আদম সন্তান। আর আদম ছিলেন মাটির তৈরী' (আর মাটির কোন অহংকার নেই) *(তিরমিযী হা/৩২৭০)*। ভাষণের শেষে তিনি বলেন, আমি কি তোমাদের নিকট পৌঁছে দিলাম? লোকেরা বলল, হ্যাঁ, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি বললেন, অতএব উপস্থিতগণ যেন অনুপস্থিতদের নিকট পৌঁছে দেয়' *(ছহীহাহ হা/২৭০০)*। আমরাও শেষনবীর উক্ত ভাষণ আল্লাহ্র বান্দাদের নিকটে পৌঁছে দিলাম। হে আল্লাহ! তুমি মযলূমদের সাহায্য কর ও যালেমদের প্রতিহত কর- আমীন! *(স.স.)*।

জাতীয় গ্রন্থ পাঠ প্রতিযোগিতা ২০২০

সকলের জন্য উন্মুক্ত

নির্বাচিত গ্রন্থ

রিয়াযুছ ছালেহীন

('ফাযায়েল' অধ্যায় থেকে শেষ অধ্যায় পর্যন্ত।

পুরস্কার

১ম পুরস্কার : ১০,০০০/- (সনদসহ)।
২য় পুরস্কার : ৭,০০০/- (সনদসহ)।
৩য় পুরস্কার : ৫,০০০/- (সনদসহ)।
বিশেষ পুরস্কার : ২,০০০/- (৫টি)।

প্রতিযোগিতার তারিখ : তাবলীগী ইজতেমা ২০২০-এর ২য় দিন, সকাল ৯-টা
প্রতিযোগিতার স্থান : বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ-এর কেন্দ্রীয় কার্যালয়
প্রশ্নপদ্ধতি : এম সি কিউ, সময় : ১ ঘন্টা। **পরীক্ষার ফি :** ১০০ টাকা
পুরস্কার বিতরণ : তাবলীগী ইজতেমা, ২য় দিন।

সার্বিক যোগাযোগ
০১৭১৫-২০৯৬৭৬
০১৭৬৪-৯৯৪৯২৮

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
কেন্দ্রীয় কার্যালয় : আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী (২য় তলা), নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন : ০২৪৭-৮৬০৯৯২।

মাসিক আত-তাহরীক www.at-tahreek.com

নিয়মিত প্রকাশনার ২৩ বছর << আত-তাহরীক পড়ুন! যুগ-জিজ্ঞাসার দলীল ভিত্তিক জবাব নিন!! >>

তাবলীগী ইজতেমা সংখ্যা
মার্চ ২০২০-এর জন্য
লেখা আহ্বান
লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ
১৫ই জানুয়ারী ২০২০

তাবলীগী ইজতেমা ২০২০ উপলক্ষে মাসিক আত-তাহরীক বিগত বছরের ন্যায় এবারও বিশেষ সংখ্যা প্রকাশ করতে যাচ্ছে। বৃহৎ কলেবরে প্রকাশিতব্য এ সংখ্যাটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ-নিবন্ধের সমাহারে বিন্যস্ত করা হবে। উক্ত সংখ্যায় আক্বীদা-আমল, ইতিহাস-ঐতিহ্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি-অর্থনীতি, ছাহাবী চরিত, মনীষী চরিত প্রভৃতি বিষয়ে নির্ভরযোগ্য তথ্যসূত্র সম্বলিত লেখা পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা : সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া, পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬০৮৬১ মোবাইল : ০১৯১৯-৪৭৭১৫৪,
০১৭১৭-৮৬৫২১৯, ই-মেইল : tahreek@ymail.com

আত-তাহরীকে লিখুন! কলমী জিহাদের গর্বিত সৈনিক হৌন!!

আল-ইহরাম হজ্জ কাফেলা

(বিশুদ্ধ পদ্ধতিতে হজ্জ ও ওমরাহ পালনের একটি নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান)

পরিচালনায় : মাওলানা মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম, এম.এম. (এম.এ)
আলোচক পিচ টিভি বাংলা, মোবাইল ০১৭১১-১৬১২৮৩, ০১৭৭৬-৫৬৩৬৫৭।

ব্যবস্থাপনায়

শুভ এয়ার ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস
সরকার অনুমোদিত ট্রাভেলস ও হজ্জ ওমরাহ এজেন্ট। লাইসেন্স নং যথাক্রমে ১৯৫ ও ৫০৮।
হজ্জের নিবন্ধন ও ওমরাহ বুকিং-এর জন্য আজই যোগাযোগ করুন।

ঢাকা অফিস : ২৯২ ইনার সার্কুলার রোড, শতাব্দী সেন্টার ৬ষ্ঠ তলা (লিফটে ৫) রুম নং ৫/জ ফকিরাপোল, ঢাকা-১০০০
খুলনা অফিস : ছালেহিয়া ট্রাভেলস এ্যান্ড ট্যুরস, ১৪ হেলাতলা মসজিদ রোড, খুলনা। ফোন নং ০৪১-৭২২২৩১, মোবাইল : ০১৭১১-২১৭২৮৮

অনুমতি গ্রহণের আদব সমূহ

ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম

ইসলাম মানুষকে অনন্য শিষ্টাচার শিক্ষা দিয়েছে। দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন কাজে নানা নিয়ম-কানূন মেনে চলার জন্য ইসলাম নির্দেশনা দিয়েছে। তেমনি কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে ইসলাম অনুমতি গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ– ‘হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্যদের গৃহে প্রবেশ করো না, যতক্ষণ না তোমরা তাদের অনুমতি নাও এবং গৃহবাসীদের প্রতি সালাম কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম’ *(নূর ২৪/২৭)*। ইবনুল জাওযী (রহঃ) বলেন, لا يجوز أن يدخل بيت غيره إلا بالاستئذان لهذه الآية، يعني: يجب الاستئذان إذا أراد الدخول إلى بيت غيره، ‘এ আয়াত দ্বারা (প্রমাণিত হয় যে,) অনুমতি ব্যতীত অন্যের ঘরে প্রবেশ করা জায়েয নয়। অর্থাৎ অন্যের গৃহে প্রবেশের ইচ্ছা করলে অনুমতি গ্রহণ করা আবশ্যক’।[১] অন্যের বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের কিছু আদব রয়েছে। সেগুলি মেনে চললে সমাজ সুন্দর হয়। সমাজে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে। অশান্তি ও বিশৃঙ্খলা দূরীভূত হয়। আর ঐ আদবগুলি না মানলে সমাজ হয় বিশৃঙ্খল। নিম্নে অনুমতি গ্রহণের আদবগুলি উল্লেখ করা হ’ল।-

১. অনুমতি গ্রহণের প্রাক্কালে সালাম দেওয়া :

অনুমতি গ্রহণের পূর্বেই সালাম দেওয়া সুন্নাত। যদি কেউ জবাব না দেয়, তাহ’লে দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার অনুরূপ বলবে। তারপরও যদি কেউ উত্তর না দেয়, তাহ’লে ফিরে আসবে। হাদীছে এসেছে, কালাদাহ ইবনু হাম্বাল (রহঃ) হ’তে বর্ণিত,

أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ بَعَثَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِلَبَنٍ وَجِدَايَةٍ وَضَغَابِيسَ وَالنَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِأَعْلَى مَكَّةَ فَدَخَلْتُ وَلَمْ أُسَلِّمْ فَقَالَ ارْجِعْ فَقُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. وَذَاكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ.

‘একদা ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রাঃ)-কে কিছু দুধ, একটি হরিণ ছানা ও কিছু শসা সহ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট প্রেরণ করলেন। তখন নবী করীম (ছাঃ) মক্কার উঁচু স্থানে অবস্থান করছিলেন। (ছাফওয়ান বলেন) আমি সালাম না দিয়েই তাঁর নিকট প্রবেশ করলে তিনি বললেন, তুমি ফিরে যাও এবং ‘আসসালামু আলাইকুম’ বল। এটা ছিল ছাফওয়ান ইবনু উমাইয়াহ (রাঃ)-এর ইসলাম গ্রহণের পর’।[২]

অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেন, لاَ تَأْذَنُوْا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأْ بِالسَّلاَمِ ‘যে প্রথমে সালাম না দেয়, তোমরা তাকে প্রবেশের অনুমতি দিও না’।[৩] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রিবঈ (রাঃ) সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَجُلٌ مِنْ بَنِى عَامِرٍ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ فِى بَيْتٍ فَقَالَ أَلِجُ فَقَالَ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم لِخَادِمِهِ اخْرُجْ إِلَى هَذَا فَعَلِّمْهُ الاِسْتِئْذَانَ فَقُلْ لَهُ قُلِ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ. فَسَمِعَهُ الرَّجُلُ فَقَالَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ أَأَدْخُلُ فَأَذِنَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلَ.

‘বনী আমিরের এক লোক আমাকে বলল, সে নবী করীম (ছাঃ)-এর এক ঘরে অবস্থানকালে তাঁর নিকটে প্রবেশের জন্য অনুমতি চেয়ে বলল, আমি কি আসবো? নবী করীম (ছাঃ) তখন তাঁর খাদেমকে বললেন, তুমি বের হয়ে তার নিকটে গিয়ে তাকে অনুমতি গ্রহণের নিয়ম শিখিয়ে দাও। তুমি তাকে বল যে, তুমি বল, ‘আসসালামু আলাইকুম’ আমি কি ভিতরে আসতে পারি?’ লোকটি একথা শুনে বলল, ‘আসসালামু আলাইকুম’ আমি কি ভিতরে আসতে পারি?’ নবী করীম (ছাঃ) তাকে অনুমতি দিলেন এবং সে ভিতরে প্রবেশ করল’।[৪] এ হাদীছ দ্বারা অনুমতি গ্রহণের শিষ্টাচার সহজেই অনুমতি হয়। সুতরাং অনুমতির জন্য কলিংবেল বাজালেও, সেই সাথে মুখে সালাম বলা উচিত।

২. তিনবার অনুমতি চাওয়া :

কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে তিনবার অনুমতি চাওয়া প্রয়োজন। এরপরও অনুমতি না মিললে ফিরে আসতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلاَثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ– ‘তোমাদের কেউ যদি তিনবার অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয় তবে সে যেন ফিরে যায়’।[৫]

অন্য হাদীছে এসেছে, আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একবার আমি আনছারদের এক মজলিসে উপস্থিত ছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আবূ মূসা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে এসে বললেন, আমি তিনবার ওমর (রাঃ)-এর নিকটে অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ’ল না। তাই আমি ফিরে আসলাম। ওমর (রাঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাকে ভিতরে প্রবেশ করতে কিসে বাধা দিল? আমি বললাম, আমি প্রবেশের জন্য তিনবার অনুমতি চাইলাম, কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হ’ল না। তাই আমি ফিরে আসলাম। (কারণ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ‘যদি তোমাদের কেউ তিনবার প্রবেশের অনুমতি চায়। কিন্তু তাতে অনুমতি দেয়া না হয়, তবে সে যেন ফিরে যায়’। তখন ওমর (রাঃ)

১. *আল-হাজ্জাবী, আল-আদাবুশ শারঈয়াহ, পৃঃ ২১২।*
২. *আবূদাঊদ হা/৫১৭৬; তিরমিযী হা/২৭১০; ছহীহাহ হা/৮১৮; মিশকাত হা/৪৬৭১।*
৩. *ছহীহাহ হা/৮১৭।*
৪. *আহমাদ, বায়হাক্বী, আবূদাঊদ হা/৫১৭৭; ছহীহাহ হা/৮১৯।*
৫. *ছহীহাহ হা/৩৪৭৪; ছহীহুল জামে‘ হা/৩১৮।*

বললেন, আল্লাহ্র কসম! তোমাকে এ কথার উপর অবশ্যই দলীল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। তিনি সবাইকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মাঝে কেউ আছে কি যিনি নবী করীম (ছাঃ) থেকে এ হাদীছ শুনেছে? তখন উবাই ইবনু কা'ব (রাঃ) বললেন, আল্লাহ্র কসম! আপনার কাছে প্রমাণ দিতে দলের সর্বকনিষ্ঠ ব্যক্তিই উঠে দাঁড়াবে। আর আমি দলের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলাম। সুতরাং আমি তাঁর সঙ্গে উঠে দাঁড়িয়ে বললাম, নবী করীম (ছাঃ) অবশ্যই এ কথা বলেছেন'।[৬]

উল্লেখ্য, তিন বার অনুমতি চাওয়ার কারণ হ'ল প্রথমবার শ্রবণের, দ্বিতীয়বার প্রস্তুতি গ্রহণের এবং তৃতীয়বার অনুমতি প্রদানের জন্য। আর তিন বারের অধিক অনুমতি চাওয়া সমীচীন নয়। আবুল আলানিয়া (রহঃ) বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-এর বাড়িতে এসে সালাম দিলাম। কিন্তু আমাকে অনুমতি দেয়া হয়নি। আমি পুনরায় সালাম দিলাম, কিন্তু অনুমতি প্রাপ্ত হ'লাম না। আমি তৃতীয়বার উচ্চৈঃস্বরে বললাম, আসসালামু আলাইকুম ইয়া আহলাদ দার। এবারও আমি অনুমতি প্রাপ্ত হ'লাম না। অতএব আমি একপাশে সরে গিয়ে বসে থাকলাম। আমার নিকটে একটি গোলাম বের হয়ে এসে বলল, প্রবেশ করুন। আমি প্রবেশ করলে আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) আমাকে বলেন, তুমি আরো অধিকবার অনুমতি প্রার্থনা করলে তোমাকে অনুমতি দেয়া হ'ত না'।[৭]

৩. অনুমতি গ্রহণকারীর পরিচয় পেশ করা :

অনুমতি গ্রহণের সময় অনুমতি প্রার্থীর জন্য খুবই যরূরী হ'ল নিজের পরিচয় পেশ করা। হাদীছে এসেছে, জাবির (রাঃ) বলেন, أَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فِى دَيْنٍ كَانَ عَلَى أَبِى فَدَقَقْتُ الْبَابَ فَقَالَ مَنْ ذَا فَقُلْتُ أَنَا فَقَالَ أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهَا. 'আমার পিতার কিছু ঋণ ছিল, এ সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম এবং দরজায় করাঘাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি। তখন তিনি বললেন, আমি আমি, যেন তিনি তা অপসন্দ করলেন'।[৮] অন্যত্র এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনে বুরায়দা (রহঃ) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمَسْجِدِ، وَأَبُوْ مُوْسَى يَقْرَأُ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ: أَنَا بُرَيْدَةُ جَعَلْتُ فِدَاكَ، قَالَ: قَدْ أُعْطِيَ هَذَا مِزْمَارًا مِنْ مَزَامِيْرِ آلِ دَاوُدَ.

'নবী করীম (ছাঃ) মসজিদের উদ্দেশ্যে বের হ'লেন। তখন আবু মূসা (রাঃ) কুরআন পড়ছিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি বুরায়দা, আপনার জন্য উৎসর্গপ্রাণ। তিনি বললেন, তাকে দাউদ (আঃ) পরিবারের সুমধুর কণ্ঠস্বর থেকে একটি কণ্ঠস্বর দান করা হয়েছে'।[৯] অন্যত্র এসেছে, উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব (রাঃ) বলেন,

ذَهَبْتُ إِلَى رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَامَ الْفَتْحِ، فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ، وَفَاطِمَةُ ابْنَتُهُ تَسْتُرُهُ قَالَتْ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذِهِ؟ فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئٍ بِنْتُ أَبِى طَالِبٍ. فَقَالَ مَرْحَبًا بِأُمِّ هَانِئٍ.

'আমি ফতেহ মক্কার বছর আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-এর নিকটে গিয়ে দেখলাম যে, তিনি গোসল করছেন। আর তাঁর মেয়ে ফাতিমাহ (রাঃ) তাঁকে আড়াল করে রেখেছেন। তিনি বলেন, আমি তাঁকে সালাম প্রদান করলাম। তিনি জানতে চাইলেন, কে? আমি বললাম, আমি উম্মু হানী বিনতু আবূ তালিব। তিনি বললেন, মারহাবা, হে উম্মু হানী'![১০]

উপরোক্ত হাদীছগুলোতে অনুমতি প্রার্থনার জন্য নিজের পরিচয় পেশ করা হয়েছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অনুমতি চাওয়ার জন্য নিজের পরিচয় পেশ করতে হবে। এর ফলে গৃহকর্তার জন্য অনুমতি দেওয়া সহজ হয়।

৪. জোরে জোরে দরজা খটখট না করা :

কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের সময় অনুমতি গ্রহণকালে খুব জোরে দরজা ধাক্কানো বা বিকটভাবে কড়া নাড়া যাবে না। কারণ এতে গৃহের অভ্যন্তরের লোকদের অসুবিধা হ'তে পারে। কেউ ঘুমন্ত থাকলে তার ঘুমে ব্যাঘাত ঘটবে। রোগী থাকলে তার বিশ্রামে বিঘ্ন ঘটবে। শিশুরা থাকলে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে। আনাস (রাঃ) বলেন, أَنَّ أَبْوَابَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ تُقْرَعُ بِالأَظَافِيرِ 'নবী করীম (ছাঃ)-এর দরজায় নখ দ্বারা (হালকাভাবে) আঘাত করা হ'ত'।[১১]

৫. অনুমতি গ্রহণের সময় দরজা বরাবর না দাঁড়ানো :

অনুমতি গ্রহণের সময় দরজা বরাবর দাঁড়ানো যাবে না। বরং ডান বা বাম দিকে সরে দাঁড়াবে। যাতে তার দৃষ্টিতে এমন কিছু না পড়ে যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ ইবনু বুসর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا أَتَى بَابَ قَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبِلِ الْبَابَ مِنْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ وَلَكِنْ مِنْ رُكْنِهِ الأَيْمَنِ أَوِ الأَيْسَرِ وَيَقُولُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمُ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ. وَذَلِكَ أَنَّ الدُّوْرَ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا يَوْمَئِذٍ سُتُوْرٌ.

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোন কওমের নিকটে এলে সরাসরি দরজায় মুখ করে দাঁড়াতেন না, বরং দরজার ডান অথবা বাম পাশে সরে দাঁড়িয়ে বলতেন, আসসালামু আলাইকুম,

---

৬. বুখারী হা/৬২৪৫, ২০৬২; মুসলিম হা/২১৫৩; মিশকাত হা/৪৬৬৭।
৭. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭৭, সনদ ছহীহ।
৮. বুখারী হা/৬২৫০; মুসলিম হা/২১৫৫; তিরমিযী হা/২৭১১; মিশকাত হা/৪৬৬৯।
৯. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৮০৫, সনদ ছহীহ।
১০. বুখারী হা/৩৫৭; মুসলিম হা/৩৩৬।
১১. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১০৮০, সনদ ছহীহ।

www.at-tahreek.com

আসসালামু আলাইকুম। কারণ সে যুগে দরজায় পর্দা টানানো থাকতো না'।[১২]

বর্তমান যুগে দরজায় পর্দা থাকলেও পর্দা সরে গেলে ভিতরের অনেক কিছু দৃষ্টিগোচর হ'তে পারে, যা দেখা আগন্তুকের জন্য বৈধ নয়। এজন্য দরজা বরাবর না দাঁড়িয়ে এক পাশে দাঁড়ানো উচিত।

৬. অনুমতির জন্য অপেক্ষা করা :

বাড়ীর মালিক, খাদেম বা বাড়ীর অন্য কোন জ্ঞান সম্পন্ন লোকের অনুমতির অপেক্ষা করা। যারা বাড়ীর অবস্থা সম্পর্কে জানে। অনুমতির ক্ষেত্রে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক-বালিকার কথায় গুরুত্ব না দেওয়া। কেননা তারা অনেক সময় আগন্তুককে ভিতরে প্রবেশের জন্য আহ্বান জানায়, অথচ অভ্যন্তরের পরিবেশ সে জানে না বা বোঝে না। তখন অনুমতি প্রার্থী বা আগন্তুক ভিতরে প্রবেশ করে কোন বিব্রতকর পরিস্থির মুখোমুখি হ'তে পারে কিংবা তার দৃষ্টি গোচর হ'তে পারে এমন কোন জিনিস যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়।

৭. বিনা অনুমতিতে অন্যের বাড়ী বা গৃহের অভ্যন্তরে না তাকানো :

বাড়ীর মালিকের অনুমতি ছাড়া বাড়ীর ভিতরে তাকানো নিষেধ। সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, إِنَّمَا جُعِلَ الاِسْتِئْذَانُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ، 'দৃষ্টির কারণেই (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে'।[১৩] অর্থাৎ দৃষ্টি থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে এ নির্দেশ।

কারো বাড়ীর ভিতরে তাকালে বাড়ীর মহিলাদের অজ্ঞাতে তাদের দেখা হয়ে যেতে পারে। যাতে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হ'তে পারে। আর এভাবে কেউ তাকালে বাড়ীর লোকেরা বুঝতে পেরে ঐ লোকের চোখ ফুড়ে দিলে তাদের উপরে কোন দোষ বর্তাবে না। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِىْ بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَقَدْ حَلَّ لَهُمْ أَنْ يَفْقَئُوْا عَيْنَهُ. 'যে ব্যক্তি কোন কওমের ঘরে তাদের অনুমিত ব্যতিরেকে উকি-ঝুঁকি মারে, তাহ'লে তার চোখ ফুড়ে দেওয়া তাদের জন্য বৈধ'।[১৪]

অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, لَوْ أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَخَذَفْتَهُ بِحَصَاةٍ فَفَقَأْتَ عَيْنَهُ مَا كَانَ عَلَيْكَ مِنْ جُنَاحٍ. 'কোন ব্যক্তি যদি বিনা অনুমতিতে তোমার প্রতি উকি-ঝুঁকি মারে, আর তুমি তাকে কংকর মেরে তার চোখ ফুঁড়ে দাও, তাহ'লে তোমার কোন দোষ নেই'।[১৫]

সাহল ইবনে সা'দ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, أَنَّ رَجُلاً اطَّلَعَ مِنْ جُحْرٍ فِىْ دَارِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم وَالنَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يَحُكُّ رَأْسَهُ بِالْمِدْرَى فَقَالَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّكَ تَنْظُرُ لَطَعَنْتُ بِهَا فِىْ عَيْنِكَ، إِنَّمَا جُعِلَ الإِذْنُ مِنْ قِبَلِ الأَبْصَارِ– 'এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-এর ঘরের দরজা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিল। নবী করীম (ছাঃ) তখন লোহার একটি চিরুনী দিয়ে তাঁর মাথা আচড়াচ্ছিলেন। তখন তিনি তাকে দেখে বললেন, আমি যদি জানতে পারতাম যে, তুমি (উঁকি মেরে) আমাকে দেখছ, তাহ'লে আমি এই চিরুনী দিয়ে তোমার চোখে আঘাত করতাম। দৃষ্টির কারণেই তো (প্রবেশ) অনুমতির বিধান করা হয়েছে'।[১৬]

অন্যত্র তিনি বলেন, مَنِ اطَّلَعَ فِى بَيْتِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَفَقَئُوا عَيْنَهُ فَلاَ دِيَةَ لَهُ وَلاَ قِصَاصَ. 'যে ব্যক্তি কোন গোত্রের গৃহে তাদের বিনা অনুমতিতে উঁকি মারে এবং তারা (দেখতে পেয়ে) তার চক্ষু ফুটিয়ে দেয়, তবে তাতে কোন রক্তপণ (দিয়াত) বা অনুরূপ বদলা (কিছাছ) নেই'।[১৭]

অতএব কারো গোপনীয় বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করা জায়েয নয়। সুতরাং দরজা, জানালা, দেওয়ালের ছিদ্র, বাড়ীর ছাদ থেকে সরাসরি কিংবা দুর্বিন বা দূরদর্শন যন্ত্রের সাহায্যে অন্যের বাড়ীর অভ্যন্তরে তাকানো বৈধ নয়। এরূপ কেউ করলে সে পাপী হবে।

৮. দৃষ্টি অবনমিত রাখা :

অন্যের বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের পর এদিক-সেদিক তাকানো হ'তে বিরত থাকবে এবং দৃষ্টি অবনত রাখবে। যাতে এমন কোন বস্তুর প্রতি দৃষ্টি নিপতিত না হয় যা তার জন্য দেখা বৈধ নয়।

৯. অনুমতি দেওয়া না হ'লে ফিরে আসা :

প্রবেশের অনুমতি চাওয়ার পর অনুমতি না দিলে ফিরে আসবে। আল্লাহ বলেন, وَإِنْ قِيْلَ لَكُمُ ارْجِعُوْا فَارْجِعُوْا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ، 'আর যদি তোমাদেরকে বলা হয়, ফিরে যাও! তাহ'লে তোমরা ফিরে এসো। এটাই তোমাদের জন্য পবিত্রতর। আর আল্লাহ তোমাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত' *(নূর ২৪/২৮)*।

অনুমতি না পেলে মন খারাপ করা উচিত নয়। কারণ বাড়ীর মালিকের বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে। যেমন ঘুমানো, যদিও সেটা অসময় হয়; ছায়েম থাকতে পারে, বাড়ীতে আগত মেহমানদের সাথে বিশেষ বৈঠক, পারিবারিক তা'লীম, অসুস্থ-রোগী কিংবা পারিবারিক বিশেষ কোন বৈঠক থাকতে পারে। সুতরাং যে কারণেই হোক অনুমতি না দিলে ফিরে আসাই শ্রেয়। এক্ষেত্রে অনুমতি না দেওয়ার কারণ অনুসন্ধান করা বা মনে কষ্ট নেওয়া উচিত নয়।

---

১২. আবূদাঊদ হা/৫১৮৬; মিশকাত হা/৪৬৭৩; ছহীহুল জামে' হা/৪৬৩৮।
১৩. বুখারী হা/৬২৪১; মুসলিম হা/৫৭৬৪।
১৪. মুসলিম হা/২১৫৮; ছহীহুল জামে হা/৬০৪৭।
১৫. বুখারী হা/৬৮৮৮; মুসলিম হা/২১৫৮।
১৬. বুখারী হা/৫৯২৪; মুসলিম হা/২১৫৬; তিরমিযী হা/২৮৬৪; নাসাঈ হা/৪৮৫৯।
১৭. নাসাঈ হা/৪৮৬০; ইরওয়া হা/২২২৭; ছহীহুল জামে' হা/৬০৪৬।

১০. বাসিন্দা বিহীন বাড়ী বা ঘরে প্রবেশে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন:

যে বাড়ীতে বা গৃহে কেউ বসবাস করে না, সেখানে প্রয়োজন থাকলে প্রবেশ করা যাবে। এক্ষেত্রে অনুমতির প্রয়োজন নেই। আল্লাহ বলেন, لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوْا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُوْنَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُوْنَ وَمَا تَكْتُمُوْنَ، 'যে গৃহে কেউ বসবাস করে না। সেখানে তোমাদের মাল-সম্পদ থাকলে তাতে প্রবেশে তোমাদের কোন দোষ নেই। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর এবং যা তোমরা গোপন কর' *(নূর ২৪/২৯)*।

১১. কাউকে ডাকার জন্য লোক পাঠানো হ'লে অনুমতি নিষ্প্রয়োজন :

কাউকে ডাকার জন্য লোক পাঠানো হ'লে এবং সে ঐ লোকের সাথে আসলে তার জন্য অনুমতির প্রয়োজন হয় না। রাসূল (ছাঃ) বলেন,رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ، 'কোন ব্যক্তিকে ডেকে আনার জন্য কোন লোক পাঠালে তা তার অনুমতি হিসাবে ধর্তব্য'।[১৮] তিনি আরো বলেন, إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَجَاءَ مَعَ الرَّسُوْلِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ. 'যখন তোমাদের কেউ পানাহারের জন্য আমন্ত্রিত হয় এবং সে আমন্ত্রণকারীর প্রতিনিধির সঙ্গে আসে, তবে তার জন্য এটাই অনুমতি'।[১৯]

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন, إِذَا دُعِيْتَ فَقَدْ أُذِنَ لَكَ 'যখন তোমাকে ডাকা হয়, সেটাই তোমার জন্য অনুমতি'।[২০]

১২. মাহরাম মহিলাদের নিকটে প্রবেশকালে অনুমতি নেওয়া :

মাহরাম মহিলা অর্থাৎ যাদের সাথে বিবাহ হারাম, তাদের নিকটে প্রবেশকালেও অনুমতি নিতে হবে। অর্থাৎ মা, বোন, মেয়ে, নানী, দাদী, খালা, ফুফু ও অনুরূপ মহিলাদের নিকটে তাদের বিশ্রাম স্থলে প্রবেশের সময় অনুমতি নিতে হবে। অন্যথা এমন অবস্থায় তাদের দেখা হয়ে যাবে যে অবস্থায় দেখা উচিত নয়। অনুরূপভাবে মহিলারাও মাহরাম পুরুষের নিকটে প্রবেশের সময় অনুমতি নিবে। যাতে তারা কোন বিব্রতকর পরিস্থিতির শিকার না হয়। আলকামা (রহঃ) বলেন, جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ قال: أأستأذن عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: مَا عَلَى كُلِّ أَحْيَانِهَا تحب أن تراها. 'এক ব্যক্তি আব্দুল্লাহ (রাঃ)-এর নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি কি আমার মায়ের নিকটে (প্রবেশ করতেও) অনুমতি চাইব? তিনি বলেন, প্রতিটি মুহূর্তে তুমি তাকে দেখতে পসন্দ করবে না'।[২১]

ছা'লাবা ইবনে আবু মালেক আল-কুরাযী (রহঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি 'পর্দার তিন সময়' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার জন্য জন্তুযানে আরোহণ করে বনু হারিছা ইবনুল হারিছ-এর সদস্য আব্দুল্লাহ ইবনে সুয়াইদ (রাঃ)-এর নিকটে গেলেন। কারণ তিনি এই তিন সময়ের নিয়ম মেনে চলতেন। তিনি বলেন, তুমি কি জানতে চাও? আমি বললাম, আমি ঐ তিন সময়ের বিধান মেনে চলতে চাই। তিনি বলেন, দুপুরের সময় যখন আমি আমার পোশাকাদি খুলে রাখি তখন আমার পরিবারের কোন বালেগ সদস্য আমার অনুমতি ব্যতীত আমার নিকট প্রবেশ করতে পারে না। অবশ্য আমি যদি তাকে ডাকি, তবে এটাও তার জন্য অনুমতি। আর যখন ফজরের ওয়াক্ত হয় এবং লোকজনকে চেনা যায়, তখন থেকে ফজরের ছালাত পড়া পর্যন্ত সময়ও (কেউ অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করতে পারে না)। আর আমি এশার ছালাত পড়ার পর পোশাক খুলে রেখে ঘুমানো পর্যন্ত (অনুমতি ব্যতীত প্রবেশ করে না)।[২২]

মায়ের গৃহে প্রবেশের ন্যায় বোনের নিকটে প্রবেশকালেও অনুমতি নিতে হবে। আতা (রহঃ) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি আমার বোনের নিকটেও প্রবেশানুতি প্রার্থনা করব? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, আমার প্রতিপালনাধীনে আমার দু'টি বোন আছে, আমিই তাদের পৃষ্ঠপোষক (নিরাপত্তা দানকারী) এবং আমিই তাদের ভরণ-পোষণ করি, আমি কি তাদের নিকটেও প্রবেশানুমতি চাইব? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তুমি কি তাদেরকে উলঙ্গ দেখতে পসন্দ করবে? অতঃপর তিনি নিম্নোক্ত আয়াত পড়েন (অনুবাদ) 'হে মুমিনগণ! তোমাদের দাস-দাসীরা এবং তোমাদের মধ্যে যারা এখনো প্রাপ্তবয়স্ক হয়নি তারা যেন তিন সময়ে তোমাদের কাছে আসতে অনুমতি গ্রহণ করে। ফজরের ছালাতের পূর্বে, দুপুরে যখন বিশ্রামের জন্য তোমরা কাপড় খুলে রাখ এবং এশার ছালাতের পর। এ তিনটি সময় তোমাদের জন্য পর্দার' *(নূর ২৪/৫৮)*। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, পর্দার এই তিন সময়ই তাদেরকে অনুমতি প্রার্থনার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন, 'আর তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে পূর্ববর্তীদের ন্যায়' *(নূর ২৪/৫৯)*।[২৩]

১৩. শিশুদের অনুমতি গ্রহণ :

শিশুরা প্রাপ্ত বয়স্ক হ'লে তাদেরকেও বাড়ী-ঘরে প্রবেশকালে এবং পিতা-মাতা ও বোন, ফুফু-খালার ঘরে প্রবেশের অনুমতি নিতে হবে। আল্লাহ্র বাণী, وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ 'আর তোমাদের শিশুরা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তারাও যেন অনুমতি গ্রহণ করে পূর্ববর্তীদের ন্যায়। এমনিভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তার আয়াতসমূহ ব্যাখ্যা

১৮. *আবূদাঊদ হা/৫১৮৯; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৫০৪।*
১৯. *আবূদাঊদ হা/৫১৯০; আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭৫; মিশকাত হা/৪৬৭২; ছহীহুল জামে' হা/৫৪৩।*
২০. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৭৪; ইরওয়া হা/১৯৫৬, সনদ ছহীহ।*
২১. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৯-৬০, সনদ ছহীহ।*
২২. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৫৯, সনদ ছহীহ।*
২৩. *আদাবুল মুফরাদ হা/১০৬৩; আবূদাঊদ হা/৫১৯২, সনদ ছহীহ।*

করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়' *(নূর ২৪/৫৯)*। ইবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তার কোন সন্তান বালেগ হ'লেই তিনি তাঁকে পৃথক (বিছানা) করে দিতেন। সে অনুমতি ব্যতীত তার নিকটে প্রবেশ করতে পারতো না।[২৪]

১৪. বাড়ীতে বা গৃহে কেউ না থাকলে সেখানে প্রবেশ না করা :

কোন বাড়ীতে বা গৃহে যদি কেউ না থাকে তাহ'লে স্বাভাবিকভাবে সেখানে প্রবেশ না করা উত্তম। আল্লাহ বলেন, فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا فِيْهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ 'যদি তোমরা গৃহে কাউকে না পাও, তাহ'লে সেখানে প্রবেশ করো না তোমাদেরকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত' *(নূর ২৪/২৮)*। অনুমতি ব্যতীত কারো বাড়ীতে প্রবেশ করা অনুচিত। কারণ এতে অনেক সময় বিভিন্ন সমস্যা তৈরী হয়। যেমন হয়তো সে বাড়ীতে চুরি হ'ল। বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করলে সন্দেহ ঐ ব্যক্তির দিকে যেতে পারে। অথবা বাড়ীতে ঘুমন্ত কেউ রয়েছে, যাকে দেখা প্রবেশকারীর জন্য বৈধ নয়। তাই অনুমতি প্রদানের মত কেউ না থাকলে ফিরে আসা যরূরী।

১৫. বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে স্ত্রীকে সতর্ক করা :

বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশকালে সালাম প্রদান ও অন্য শারঈ কোন যিকর বা অন্য কোন আওয়াযের মাধ্যমে স্ত্রীকে সতর্ক করা, যাতে স্বামী বাড়ীতে প্রবেশ করে তাকে এমন কোন অবস্থায় না দেখে, যে কারণে স্বামীর মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয়। কিংবা সে অসন্তুষ্ট হয়। আর এর পরিণতি হয় ভয়াবহ। শয়তান সর্বদা মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টিতে লিপ্ত থাকে। তাই মনে সন্দেহের কোন অবকাশ যেন না থাকে তার ব্যবস্থা করা।

১৬. তাসবীহ বলা বা হাতে হাত মারার মাধ্যমে অনুমতি প্রদান :

কোন সময় কোন বাড়ীতে কেউ অনুমতির জন্য করাঘাত করল, অথচ বাড়ীর মালিক তখন ছালাতে দণ্ডায়মান তখন মালিক 'সুবহানাল্লাহ' বলে আওয়াজ করবে, এটাই তার অনুমতি। অথবা বাড়ীতে মহিলা ছালাতে দণ্ডায়মান থাকলে সে হাতে হাত মেরে আওয়াজ করবে, এটাই আগন্তুকের জন্য অনুমতি। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلِّي فَإِذْنُهُ التَّسْبِيْحُ وَإِذَا اسْتُؤْذِنَ عَلَى الْمَرْأَةِ وَهِيَ تُصَلِّي فَإِذْنُهَا التَّصْفِيْقُ، 'যখন ছালাতে দণ্ডায়মান কোন পুরুষের নিকটে অনুমতি চাওয়া হয়, তখন 'সুবহানাল্লাহ' বলা তার অনুমতি। আর যদি ছালাতে দণ্ডায়মান কোন মহিলার নিকটে অনুমতি চাওয়া হয়, তখন হাতে হাত মেরে আওয়াজ করা তার অনুমতি'।[২৫]

১৭. অনুমতি প্রার্থীকে স্পষ্ট বা অস্পষ্ট ভাষায় প্রত্যাখ্যান করা :

বাড়ীর মালিক কোন সমস্যা থাকলে বা ব্যবস্ততার কারণে স্পষ্ট ভাষায় কিংবা অস্পষ্ট ভাষায় অনুমতি প্রার্থীকে প্রত্যাখ্যান করতে পারে। এক্ষেত্রে বাড়ীর মালিক বা গৃহকর্তা কোন কারণ দর্শাতে বাধ্য নয়। আবার অনুমতি প্রার্থীকেও মালিকের অসুবিধা বা অপারগতার বিষয়টি খুটে খুটে জিজ্ঞেস করা উচিত নয়।

১৮. বাড়ী বা গৃহ থেকে বের হওয়ার সময় অনুমতি নেওয়া :

কারো বাড়ীতে গেলে তার অনুমতি ব্যতীত সে বাড়ী থেকে বের হওয়া যাবে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِذَا زَارَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَجَلَسَ عِنْدَهُ فَلاَ يَقُوْمَنَّ حَتَّى يَسْتَأْذِنَهُ، 'তোমাদের কেউ যখন তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য যায়, অতঃপর তার পাশে বসে। সে যেন তার (বাড়ীর মালিকের) অনুমতি ব্যতীত বের না হয়'।[২৬] বাড়ীতে প্রবেশে যেমন অনুমতি গ্রহণ প্রয়োজন তেমনি বের হওয়ার সময়ও অনুমতি নিয়ে বের হ'তে হবে। যাতে অপ্রীতিকর কোন কিছু দৃষ্টিগোচর না হয়।

১৯. জিহাদের জন্য পিতা-মাতার অনুমতি চাওয়া :

জিহাদ ইসলামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিধান। যার মাধ্যমে আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা যায়, বহিঃশত্রু দমন করা যায় এবং অশেষ ছওয়াব হাছিল করা যায়। তবে কারো যদি পিতা বা মাতা কিংবা উভয়ই বেঁচে থাকে তাহ'লে তাদের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে গমন বৈধ নয়। যেমনভাবে দেশের শাসক বা প্রধানের অনুমতি ব্যতীত জিহাদে গমন করা বৈধ নয়। 'মু'আবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আল্লাহ্র সন্তোষ লাভের এবং আখেরাতে জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ফিরে গিয়ে তার সেবা-যত্ন করো। এরপর আমি অপর পাশ থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বললেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হ্যাঁ। তিনি বলেন, তুমি ফিরে যাও এবং তার সেবা-যত্ন কর। এরপর আমি তাঁর সম্মুখভাগে এসে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন, তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন, তোমার জন্য আফসোস! তার পায়ের কাছে পড়ে থাক, সেখানেই জান্নাত'।[২৭]

অতএব কারো বাড়ীতে বা গৃহে প্রবেশের ক্ষেত্রে উপরোক্ত আদব বা শিষ্টাচার সমূহ মেনে চলা যরূরী। এর ফলে সমাজে সুন্দর ও সুশৃঙ্খল পরিবেশ বিরাজ করবে এবং সেখান থেকে নানা অনাচার-দুরাচার দূরীভূত হবে। সেই সাথে এগুলি পালনের মাধ্যমে অশেষ ছওয়াব হাছিল হবে। আল্লাহ আমাদের সবাইকে জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদব বা শিষ্টাচার মেনে চলার তাওফীক্ব দান করুন-আমীন!

---

২৪. আদাবুল মুফরাদ হা/১০৬৮, সনদ ছহীহ।
২৫. ছহীহাহ হা/৪৯৭; ছহীহুল জামে' হা/৩২০।
২৬. ছহীহাহ হা/১৮২; ছহীহুল জামে' হা/৫৮৩।
২৭. ইবনু মাজাহ হা/২৭৮১; নাসাঈ হা/৩১০৪, সনদ ছহীহ।

আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা

*মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ**

একে অন্যের প্রতি ভালবাসা একটি স্বভাবজাত বিষয়। মানুষ নিজের প্রয়োজনে, ভবিষ্যতে কারো সাহায্য পাওয়ার জন্য, অতীতে কারো কাছ থেকে সাহায্য পাওয়ার কারণে একে অপরকে ভালবেসে থাকে। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য দুনিয়ার কোন স্বার্থ ব্যতীত কোন মুসলিমের অন্য মুসলিম ভাইকে ভালবাসা একটি বড় ইবাদত। আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য অন্য মুমিনকে ভালবাসা ও একসাথে কাজ করা ঈমানের দাবী *(তাওবা/৭১)*। রাসূল (ছাঃ) মুমিনদের উদাহরণ দিয়েছেন একটি দেহের ন্যায়, একজন ব্যক্তির ন্যায় অথবা একটি দালানের ন্যায়। যার এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। আবার কোন কারণে শরীরের কোন অঙ্গ অসুস্থ হ'লে পুরো শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে।[১] কিন্তু আজকে মুসলমানদের মধ্য থেকে এ গুণটি প্রায়ই উঠে গেছে। বিভিন্ন ঠুনকো অযুহাতে, ব্যক্তি স্বার্থের কারণে অথবা ফিক্বহী মাসআলার কারণে বা দলীয় ভিন্নতার কারণে মুমিনদের মধ্যে ভালবাসার অভাব দেখা যাচ্ছে। শুধু তাই নয় সামান্য কারণে তারা সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং পরস্পরে শত্রুতে পরিণত হয়। অনেক সময় মুসলিম ভাইয়ের পরিবর্তে বরং কোন অমুসিল বা শিরক ও বিদ'আতী আক্বীদা সম্পন্ন লোককে সাহায্য করে। এ অবস্থা থেকে বাঁচার অন্যতম পথ হ'ল আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কোন মুসলিম ভাইকে ভালবাসা অথবা ঘৃণা করা। আলোচ্য প্রবন্ধে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসা সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা হ'ল।-

আল্লাহ্র জন্য ভালবাসার অর্থ :

الحب শব্দটি শব্দটি একবচন, বহুবচন হ'ল- أحباب। যার অর্থ ভালবাসা, বন্ধুত্ব, পসন্দ, আসক্তি, ঝোঁক ইত্যাদি। যেমন আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ 'নিশ্চয় আল্লাহ সৎকর্মশীলদেরকে ভালবাসেন *(বাক্বারাহ ২/১৯৫)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الْفَسَادَ 'আল্লাহ অশান্তি পসন্দ করেন না' *(বাক্বারাহ ২/২০৫)*। হাদীছেও শব্দটির ব্যবহার পাওয়া যায়। যেমন-

وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلاَّ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ 'একমাত্র রাসূল (ছাঃ)-এর প্রিয়তম উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) এ ব্যাপারে আলোচনা করার সাহস করতে পারেন'।[২] ইসলামী শরী'আতের পরিভাষায় এর দ্বারা الحب في الله 'আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা' বুঝায়। অর্থাৎ দুনিয়ার কোন স্বার্থ ব্যতীত একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কাউকে ভালবাসা।

আল্লাহ্র জন্য কে কাকে ভালবাসবে :

মহান আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠানোর পূর্বে রূহের জগতে সকলের নিকট থেকে একত্বের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন *(আ'রাফ ৭/১৭২)*। কিন্তু তারা তাদের দ্বীনকে বহু ভাগে বিভক্ত করে ফেলে। আর প্রত্যেক দলই তাদের কাছে যা আছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট *(মু'মিনূন ২৩/৫৩)*। আল্লাহ্র এ ইচ্ছা অনুযায়ী যারা আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এনে সৎ কাজ করে সে সকল মুমিন বা মুসলিমগণ পরস্পর ভাই ভাই।[৩] আর তারা একে অপরকে ভালবাসবে। যে মুসলিমের মত ছালাত আদায় করবে, ক্বিবলাকে ক্বিবলা মানবে এবং যবহকৃত পশু ভক্ষণ করবে তাকেই মুসলিম ব্যক্তি ভালবাসবে।[৪] এই ভালবাসা ভিন্ন কোন দেশের কারণে, মাযহাবের কারণে, পথ ও মতের কারণে বিনষ্ট করা যাবে না। শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) (৬৬১-৭২৮ হিঃ) বলেন, 'বংশ, এলাকা, বিভিন্ন মাযহাব, তরীক্বা, পথ, সম্পর্ক ইত্যাদির কারণে মুমিনদের মধ্যে পার্থক্য করা চলবে না। বরং আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) নির্দেশিত নিয়মানুযায়ী প্রত্যেককে তার হক্ব প্রদান করতে হবে। মুসলিমগণ অবস্থানগত ভিন্নতা ও ভাষাগত ভিন্নতা থাকলেও তাদের সম্পর্ক হবে একটি দেহের মত। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, تَرَى الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَرَاحُمِهِمْ وَتَوَادِّهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ كَمَثَلِ الجَسَدِ إِذَا اشْتَكَى عُضْوًا تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى، 'মুমিনদের দৃষ্টান্ত তাদের পারস্পরিক সম্প্রীতি, দয়ার্দ্রতা ও সহমর্মিতার দিক দিয়ে একটি দেহের মত। যখন তার কোন একটি অঙ্গ অসুস্থ হয়, তখন তার সমগ্র দেহে তাপ ও অনিদ্রা ডেকে আনে'।[৫]

আল্লাহ তা'আলা বলেন, لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ، 'আল্লাহ ও আখেরাতে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায়কে তুমি পাবে না, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। যদিও তারা তাদের বাপ-দাদা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বেরাদর বা আত্মীয়-স্বজন হৌক' *(মুজাদালাহ ৫৮/২২)*। এজন্য যাকে তাকে ভালবাসা যাবে না। বরং প্রত্যেকের দ্বীনের অবস্থা দেখে তাকে ভালবাসতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, الرَّجُلُ عَلَى دِيْنِ خَلِيلِهِ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ 'মানুষ তার বন্ধুর রীতি-নীতির অনুসারী হয়। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই যেন লক্ষ্য করে যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে'।[৬] রাসূল (ছাঃ)

---

* *সহকারী শিক্ষক, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল খিলগাঁও, ঢাকা।*

১. বুখারী হা/৪৮১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৫।
২. বুখারী হা/২৪৭৫।
৩. হুজুরাত ৪৯/১০; বুখারী হা/৬০৬৪; তিরমিযী হা/১৯২৭।
৪. বুখারী হা/৩৯১; নাসাঈ হা/৫০১২।
৫. বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬।
৬. আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮,সনদ হাসান।

আরো বলেছেন, لاَ تُصَاحِبْ إِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلاَّ تَقِيٌّ ‘তুমি মুমিন ব্যতীত অন্য কারো সঙ্গী হবে না এবং তোমার খাদ্য যেন কেবল পরহেযগার লোকে খায়’।[৭]

কোন অজুহাতেই মুসলিমগণের পরস্পরের ভালবাসা নষ্ট করা যাবে না। ঈমানদারগণের মধ্যে কখনই শত্রুতা বা ঘৃণা সৃষ্টি করা যাবে না। আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক প্রকৃত ঈমানদারকে তার ঈমানের কারণে জাহান্নাম থেকে এক সময় মুক্তি দান করবেন।[৮] সুতরাং সকল মুসলমান ইসলামের বন্ধনে আবদ্ধ থাকা অবস্থায় তাদের মধ্যে ভালবাসা থাকতে হবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘মুমিনের জানা দরকার যে, মুমিনকে ভালোবাসা ওয়াজিব, যদিও সে তোমার প্রতি যুলুম-অবিচার করে। পক্ষান্তরে কাফেরের সাথে সম্পর্কহীনতা বজায় রেখে চলা ওয়াজিব যদিও সে তোমাকে কিছু দেয় ও তোমার প্রতি দয়া করে’।[৯]

ঈমানের কারণে যেমন মুমিনকে ভালবাসবে অপরদিকে তার মধ্যে কোন অপরাধ থাকলে অপরাধের জন্য অপরাধ অনুযায়ী তাকে ঘৃণা করবে। ইমাম ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ‘যদি কোন ব্যক্তির মধ্যে ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য ও সুন্নাত-বিদ‘আত একত্রিত হয়, তবে সে ততটুকু ভালবাসা প্রাপ্তির যোগ্য হবে, যতটুকু ভাল তার মধ্যে রয়েছে। পক্ষান্তরে সে ততটুকু ঘৃণা ও শাস্তি প্রাপ্তির যোগ্য হবে, যতটুকু মন্দ তার মধ্যে রয়েছে। অতএব একই ব্যক্তির মধ্যে সম্মান ও অপমান উভয়ের কারণ সমবেত হ’তে পারে। যেমন চুরি করার অপরাধে গরীব চোরের হাত কাটতে হবে, তবে তার চাহিদা মিটানোর জন্য বায়তুল মাল থেকে তাকে দিতে হবে। এটি এমন একটি মূলনীতি, যে বিষয়ে আহলুস-সুন্নাহ ওয়াল জামা‘আত একমত পোষণ করলেও খারেজী-মু‘তাযিলী ও এদের পক্ষাবলম্বনকারীদের বিরোধিতা রয়েছে’।[১০]

আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসার ফযীলত :

মুমিনগণ পরস্পর ভাই ভাই *(হুজুরাত ৪৯/১০)*। তারা একে অপরকে আল্লাহ্র জন্য ভালবাসবে এটা ঈমানের অন্যতম দাবী। আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের জন্য মুসলমানদের পারস্পরিক ভালবাসার অনেক ফযীলত রয়েছে। এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা পেশ করা হ’ল।-

(১) ঈমানের স্বাদ পাওয়া যায় : আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, ‘যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান, সে ঈমানের স্বাদ পাবে- (ক) যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সর্বাধিক ভালোবাসে, (খ) যে একমাত্র আল্লাহ্রই জন্য কাউকে ভালোবাসে এবং (গ) আল্লাহ যাকে কুফরী থেকে মুক্তি দিয়েছেন, সে কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে ঐরূপ অপসন্দ করে, যেরূপ অপসন্দ করে আগুনের মধ্যে নিক্ষেপ হওয়াকে’।[১১] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَّجِدَ طَعْمَ الإِيْمَانِ فَلْيُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ إِلَّا لِلهِ عزَّ وجلَّ ‘যে ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেতে পসন্দ করে, সে ব্যক্তি কেবল সুমহান আল্লাহ্র উদ্দেশ্যেই অপরকে ভালবাসুক’।[১২]

(২) শিরক থেকে রক্ষা : মুশরিকরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যকে আল্লাহ্র মত ভালবাসে। ফলে তারা আল্লাহ্র জন্য ভালবাসার নে‘মত থেকে দূরে থাকে। অপরদিকে মুমিনগণ আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে বেশী ভালবাসে। আল্লাহ বলেন, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللهِ أَنْدَادًا يُحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللهِ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيْعًا وَأَنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعَذَابِ– ‘আর মানুষের মধ্যে কিছু লোক এমন রয়েছে, যারা অন্যকে আল্লাহ্র সমকক্ষ সাব্যস্ত করে। তারা তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহকে ভালোবাসার ন্যায়। কিন্তু যারা ঈমানদার তারা আল্লাহ্র জন্য সর্বাধিক ভালোবাসা পোষণ করে থাকে। আর যালেমরা (মুশরিকরা) যদি জানত যখন তারা আযাবকে প্রত্যক্ষ করবে যে সমস্ত ক্ষমতা আল্লাহ্র জন্য এবং আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা (তাহ’লে তারা শিরকের অনিষ্টকারিতা ব্যাখ্যা করে দিত)’ *(বাক্বারাহ ২/১৬৫)*।

(৩) আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ : কোন মুসলমানকে ভালবাসার কারণে তার সাথে দেখা-সাক্ষাতের ফলে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভ করা যায়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেন, أَنَّ رَجُلاً زَارَ أَخًا لَهُ فِي قَرْيَةٍ أُخْرَى، فَأَرْصَدَ اللهُ تَعَالَى عَلَى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا، وَذَكَرَ الحديثَ إلى قَوْلِهِ: إِنَّ اللهَ قَدْ أَحَبَّكَ كَمَا أَحْبَبْتَهُ فِيْهِ– ‘এক ব্যক্তি তার কোন (মুসলমান) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়, পথে আল্লাহ তার জন্য একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি একথা পর্যন্ত হাদীছ বর্ণনা করেন যে, (ফেরেশতা তাকে বলেন) নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস’।[১৩]

(৪) আল্লাহ্র সাহায্য লাভ : আল্লাহ্র জন্য কোন মুমিনকে ভালোবেসে তার কোন সাহায্যে এগিয়ে আসলে আল্লাহ তার জন্য অনুরূপ সাহায্য নিয়ে হাযির হন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللهُ

---

৭. *বুখারী হা/৬০১১; মুসলিম হা/২৫৮৬; মিশকাত হা/৪৯৫৩।*
৮. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩৩; তিরমিযী হা/২৩৭৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৩৫৪৫।*
৯. *আবূদাঊদ হা/৪৮৩২; তিরমিযী হা/২৩৯৫।*
১০. *তিরমিযী হা/২৫৯৮; ছহীহুল জামে‘ হা/৮০৬২; ছহীহাহা হা/২৪৫০।*
১১. *বুখারী হা/৫৮২৭; মুসলিম হা/৯৪।*
১২. *মাজমূউল ফাতওয়া, (মদীনা, সঊদী আরব : বাদশাহ ফাহাদ কুরআন প্রিন্টিং কমপ্লেক্স; ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৫), ২৮/২০৯।*
১৩. *মুসলিম হা/২৫৬৭।*

www.at-tahreek.com

عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

'যে ব্যক্তি কোন মুমিনের দুনিয়াবী বিপদসমূহের কোন বিপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন তার (কঠিন) বিপদসমূহের কোন একটি বিপদ দূর করে দিবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবগ্রস্ত লোকের অভাব সহজ করে দিবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার অভাব সহজ করে দিবেন। আর যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন। আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে ততক্ষণ পর্যন্ত সহযোগিতা করেন যতক্ষণ সে তার অপর ভাইয়ের সাহায্যে রত থাকে'।[১৪]

(৫) আল্লাহ্র ভালবাসা লাভ : কোন মুমিনকে ঈমানের কারণে ভালোবাসলে আল্লাহ তাকে ভালোবাসবেন। বারা বিন আযিব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) আনছারদের সম্পর্কে বলেছেন, لاَ يُحِبُّهُمْ إِلاَّ مُؤْمِنٌ، وَلاَ يُبْغِضُهُمْ إِلاَّ مُنَافِقٌ، مَنْ أَحَبَّهُمْ أَحَبَّهُ اللهُ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ أَبْغَضَهُ اللهُ، 'তাদেরকে কেবল মুমিনই ভালোবাসে এবং তাদের প্রতি কেবল মুনাফিকরাই বিদ্বেষ রাখে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে, আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। আর যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ রাখবে, আল্লাহ তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবেন'।[১৫] আবু ইদ্রীস খাওলানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّينَ فِيَّ، وَالْمُتَجَالِسِينَ فِيَّ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيَّ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيَّ 'আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য যারা পরস্পরের মধ্যে মহব্বত রাখে, একে অপরের সঙ্গে বসে, একে অপরের সাথে সাক্ষাৎ এবং একে অপরের জন্য খরচ করে, তাদের জন্য আমার মহব্বত ও ভালোবাসা ওয়াজিব হয়ে যায়'।[১৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللهِ إِلَّا كَانَ أَحَبُّهُمَا إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ، 'দুই ব্যক্তি পরস্পরকে ভালোবাসলে, তাদের মধ্যে যে অপরজনকে অধিক ভালোবাসবে সে আল্লাহ্র নিকটে অপরজন থেকে অধিক ভালোবাসার পাত্র হবে'।[১৭]

(৬) একে অপররে ভালবাসা আল্লাহ্র বড় নে'মত : এই ভালোবাসা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে বড় নে'মত। আল্লাহ বলেন, وَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ– 'আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহ্র সেই নে'মতের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা পরস্পরে শত্রু ছিলে। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের অন্তর সমূহে মহব্বত পয়দা করে দিলেন। অতঃপর তোমরা তার অনুগ্রহে পরস্পরে ভাই ভাই হয়ে গেলে' *(আলে ইমরান ৩/১০৩)*। অন্যত্র আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوْبِهِمْ وَلَكِنَّ اللهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ، 'তিনি তাদের অন্তর সমূহে পরস্পরে ভালোবাসা সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ব্যয় করতে, তবুও তাদের অন্তর সমূহে ভালোবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে পরস্পরে মহব্বত পয়দা করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়' *(আনফাল ৮/৬৩)*।

রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, الأَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ، فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ، وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ 'সমস্ত রূহ সেনাবাহিনীর মত একত্রিত ছিল। সেখানে তাদের যে সমস্ত রূহের পরস্পর পরিচয় ছিল, এখানেও তাদের মধ্যে পরস্পর মতভেদ ও বিরোধ থাকবে'।[১৮]

(৭) ঈমানের পূর্ণতা লাভ : আবূ ইমামাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ لِلّٰهِ وَأَبْغَضَ لِلّٰهِ وَأَعْطَى لِلّٰهِ وَمَنَعَ لِلّٰهِ فَقَدِ اسْتَكْمَلَ الْإِيْمَانَ 'যে ব্যক্তি আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসে, আর আল্লাহ্র জন্য কারও সাথে বিদ্বেষ পোষণ করে এবং আল্লাহ্র জন্যই দান-খয়রাত করে আবার আল্লাহ্র জন্যই দান-খয়রাত থেকে বিরত থাকে সে যেন ঈমান পূর্ণ করল'।[১৯]

(৮) আল্লাহ্র জন্য একে অপরকে ভালোবাসা ছাহাবীদের বৈশিষ্ট্য : ছাহাবীদের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন, مُحَمَّدٌ رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ، 'মুহাম্মাদ আল্লাহ্রত্মাসূল এবং যরা তার সাথী তারা কাফেরদের ব্যাপারে অত্যন্ত কঠোর। কিন্তু নিজেদের মধ্যে পরস্পরে রহমদিল' *(ফাতাহ ৪৮/২৯)*। আনছার ছাহাবীদের প্রশংসা করে আল্লাহ বলেন, وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِيْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ– 'আর যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে এ নগরীতে বসবাস করত এবং ঈমান এনেছিল। যারা মুহাজিরদের ভালবাসে এবং তাদেরকে (ফাই থেকে) যা দেওয়া হয়েছে, তাতে তারা নিজেদের মনে কোনরূপ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে না। আর তারা নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়, যদিও তাদেরই

১৪. *মুসলিম হা/২৬৯৯; মিশকাত হা/২০৪।*
১৫. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৬২০৭।*
১৬. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫০১১।*
১৭. *মুস্তাদরাকে হাকেম হা/৭৩২৩; ছহীহাহ হা/৪৫০।*
১৮. *বুখারী হা/৩৩৩৬; মুসলিম হা/২৬৩৮; মিশকাত হা/৫০০৩।*
১৯. *আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৩০; ছহীহাহ হা/৩৮০।*

www.at-tahreek.com

রয়েছে অভাব। বস্তুতঃ যারা নিজেদেরকে হৃদয়ের কার্পণ্য হ'তে বাঁচাতে পেরেছে, তারাই হ'ল সফলকাম' *(হাশর ৫৯/৯)*।

(৯) আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সম্মান লাভ : আল্লাহ্র জন্য অন্য ভাইকে ভালোবাসলে আল্লাহ তাকে সম্মানিত করেন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, مَا أَحَبَّ عَبْدٌ عَبْدًا لِلَّهِ، إِلَّا أَكْرَمَ رَبَّهُ 'কোন বান্দা অন্যকে আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ভালোবাসলে, তার রব তাকে সম্মানিত করেন'।[২০]

(১০) ক্বিয়ামতের দিন আরশের নীচে স্থান লাভ : আল্লাহ বলেন, 'সেদিন মানুষ পালাবে তার ভাই থেকে, তার মা ও বাপ থেকে এবং তার স্ত্রী ও সন্তান থেকে। প্রত্যেক মানুষের সেদিন এমন অবস্থা হবে যে, সে নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকবে' *(আবাসা /৩৪-৩৭)*। যেদিন মানুষ নগ্ন দেহে দাঁড়াবে এবং নিজের ঘামের মধ্যে হাবুডুবু খাবে। সেদিন যারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য একে অপরকে ভালোবেসেছিল তারা আল্লাহ্র আরশের ছায়ার নীচে থাকবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, إِنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُوْلُ يَوْمَ القِيَامَةِ : أَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِيْ؟ اليَوْمَ أُظِلُّهُمْ فِيْ ظِلِّيْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ إِلاَّ ظِلِّيْ– 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা ক্বিয়ামতের দিন বলবেন, আমার মহিমা ও শ্রেষ্ঠত্বের জন্য পরস্পরকে যারা ভালোবেসেছিল তারা কোথায়? আজ আমি তাদেরকে ছায়া দিব আমার ছায়াতলে, যে দিন কোন ছায়া নেই আমার ছায়া ব্যতীত'।[২১]

আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণিত অন্য হাদীছে আছে, আল্লাহ সাত শ্রেণীর লোককে তাঁর সুশীতল ছায়াতলে স্থান দিবেন, যেদিন তাঁর ছায়া ব্যতীত আর কোন ছায়া থাকবে না। তাদের একশ্রেণী হ'ল ঐ দুই লোক যারা একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই একে অপরকে ভালবাসে এবং আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়'।[২২]

(১১) আখিরাতে উচ্চ মর্যাদা লাভ : রাসূল (ছাঃ) বলেন, মহা সম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন, لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِي، 'আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (পরকালে) থাকবে নূরের মিম্বর, যা দেখে নবী ও শহীদগণ তাদের ঈর্ষা করবেন'।[২৩] রাসূল (ছাঃ) বলেছেন,

إِنَّ مِن عِباد اللهِ لَأُناسًا ما هم بأنبياءَ، ولا شُهداءَ، يَغبِطُهمُ الأنبياءُ والشُّهداءُ يومَ القيامةِ لِمَكانِهم مِنَ اللهِ. قالوا: يا رَسولَ اللهِ تُخبِرُنا مَن هم. قال: هم قَومٌ تَحابُّوا بروحِ اللهِ على غيرِ أرحامٍ بَينَهم، ولا أموالٍ يَتعاطَوْنَها، فواللهِ إنَّ وُجوهَهم لَنورٌ، وإنَّهم لَعَلى نُورٍ: لا يَخافونَ إذا خافَ الناسُ، ولا يَحزَنونَ إذا حَزِنَ الناسُ. وقَرَأَ هذه الآيةَ أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ–

'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মাঝে এমন কিছু লোক আছে যারা নবী নন এবং শহীদও নন। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ্র দরবারে তাদের মর্যাদার কারণে নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হবেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের অবহিত করুন, তারা কারা? তিনি বললেন, তারা ঐসব লোক যারা আল্লাহ্র মহানুভবতায় পরস্পরকে ভালোবাসে, অথচ তারা পরস্পর আত্মীয়ও নয় এবং পরস্পরকে সম্পদও দেয়নি। আল্লাহ্র শপথ! তাদের মুখমণ্ডল যেন নূর এবং তারা নূরের আসনে উপবেশন করবে। তারা ভীত হবে না, যখন মানুষ ভীত থাকবে। তারা দুশ্চিন্তায় পড়বে না, যখন মানুষ দুশ্চিন্তায় থাকবে। তখন তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন, 'জেনে রাখো! আল্লাহ্র বন্ধুদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুশ্চিন্তাগ্রস্তও হবে না' *(ইউনুস ১০/৬২)*।[২৪]

(১২) ক্বিয়ামতের দিন ব্যক্তি ভালবাসার মানুষের সাথে থাকবে : ক্বিয়ামতের কঠিন দিন আল্লাহ্র জন্য যারা একে অপরকে ভালোবেসেছে তারা পরস্পর এক সাথে শান্তিতে অবস্থান করবে। আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يُطِعِ اللهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا 'বস্তুতঃ যে কেউ আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে, তারা নবী, ছিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের সাথী হবে, যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন। আর এরাই হ'লেন সর্বোত্তম সাথী' *(নিসা ৪/৬৯)*।[২৫]

আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবী করীম (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করল, ক্বিয়ামত কখন হবে? তিনি বললেন, তুমি ক্বিয়ামতের জন্য কি জোগাড় করেছ? সে বলল, কোন কিছু জোগাড় করতে পারিনি, তবে আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি। তখন তিনি বললেন, أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَمَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ فَرَحَنَا بِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ قَالَ أَنَسٌ فَأَنَا أُحِبُّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَأَرْجُوْ أَنْ أَكُوْنَ مَعَهُمْ بِحُبِّيْ إِيَّاهُمْ وَإِنْ لَمْ أَعْمَلْ بِمِثْلِ أَعْمَالِهِمْ 'তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে যাঁদেরকে তুমি ভালোবাস। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর কথার দ্বারা আমরা এত আনন্দিত হয়েছি যে অন্য কোন কথায় এত আনন্দিত হইনি। আনাস (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে ভালোবাসি এবং আবূ বকর, ওমর (রাঃ)-কেও। আশা করি তাঁদেরকে আমার ভালোবাসার কারণে তাদের সঙ্গে জান্নাতে বসবাস করতে

২০. *আহমাদ হা/২২২৮৩; মিশকাত হা/৫০২২, সনদ হাসান।*
২১. *মুসলিম হা/২৫৬৬; মিশকাত হা/৫০০৬।*
২২. *বুখারী হা/১৪২৩, ৬৮০৬; মিশকাত হা/৭০১।*
২৩. *তিরমিযী হা/২৩৯০; মিশকাত হা/৫০১১; ছহীহুল জামে' হা/৪৩১২।*
২৪. *আবূদাঊদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২; ছহীহ আত-তারগীব হা/৩০২৬।*
২৫. *আবূদাঊদ হা/৩৫২৭; মিশকাত হা/৫০১২, সনদ ছহীহ।*

পারব, যদিও তাঁদের আমলের মত আমল আমি করতে পরিনি'।[২৬]

আনাস ইবনু মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীদেরকে একটি ব্যাপারে এতটা আনন্দিত দেখতে পেলাম যে, অন্য কোন ব্যাপারেই এরূপ আনন্দিত হ'তে দেখিনি। তা হ'ল এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তার সৎকাজের জন্য ভালোবাসে, কিন্তু সে তার মতো সৎকাজ করতে পারে না। রাসূল (ছাঃ) বলেন, اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ 'প্রত্যেক ব্যক্তিই যাকে ভালোবাসে সে তার সাথী হবে'।[২৭]

(১৩) ভাল লোকদের সাথে থাকা বা থাকার আকাঙ্ক্ষা করা এবং আল্লাহ্র কাছে এজন্য দো'আ করা পূর্ববর্তী নবীদের শিক্ষা। যেমন-

(ক) ইবরাহীম (আঃ) আল্লাহ্র কাছে এই বলে দো'আ করেছেন, رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে প্রজ্ঞা দাও এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(শু'আরা ২৬/৮৩)*।

(খ) ইউসুফ (আঃ) এই বলে দো'আ করেছেন, رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ 'হে আমার পালনকর্তা! আপনি আমাকে রাষ্ট্রক্ষমতা দান করেছেন এবং আমাকে স্বপ্নসমূহের ব্যাখ্যাদানের শিক্ষা প্রদান করেছেন। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের হে সৃষ্টিকর্তা! আপনিই আমার কার্যনির্বাহী দুনিয়া ও আখেরাতে। আপনি আমাকে 'মুসলিম' হিসাবে মৃত্যু দান করুন এবং আমাকে সৎকর্মশীলদের সাথে মিলিত করুন' *(ইউসুফ ১২/১০১)*।

(গ) সুলায়মান (আঃ) দো'আ করতেন, رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ– 'হে আমার পালনকর্তা! তুমি আমাকে সামর্থ্য দাও, যাতে আমি তোমার নে'মতের শুকরিয়া আদায় করতে পারি, যা তুমি আমাকে ও আমার পিতা-মাতাকে দান করেছ। আর যাতে আমি এমন সৎকর্ম করতে পারি যা তুমি পসন্দ কর এবং আমাকে তোমার অনুগ্রহে তোমার সৎকর্মশীলবান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর' *(নমল ২৭/১৯)*।

(১৪) একে অপরের সাথে ভালোবাসা স্থাপনকারী ব্যক্তিদের চেহারা নূরানী হবে : ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ্র জন্য পরস্পর ভালোবাসা স্থাপনকারী ব্যক্তিদেরকে মর্যাদা স্বরূপ নূরানী চেহারা দান করা হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, لَيَبْعَثَنَّ اللهُ أَقْوَامًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيْ وُجُوْهِهِمُ النُّوْرُ، عَلَى مَنَابِرِ اللُّؤْلُؤِ، يَغْبِطُهُمُ النَّاسُ، لَيْسُوْا بِأَنْبِيَاءَ وَلَا شُهَدَاءَ. ... فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، حَلِّهِمْ لَنَا نَعْرِفْهُمْ. قَالَ: هُمُ الْمُتَحَابُّوْنَ فِي اللهِ، مِنْ قَبَائِلَ شَتَّى، وَبِلَادٍ شَتَّى، يَجْتَمِعُوْنَ عَلَى ذِكْرِ اللهِ يَذْكُرُوْنَهُ. 'আল্লাহ ক্বিয়ামতের দিন এমন একদল লোকদেরকে পুনরুত্থান করাবেন যাদের চেহারা হবে মণি-মুক্তার উপরে নূরানী, যাদেরকে দেখে লোকেরা ঈর্ষা করবে অথচ তারা নবীও নন শহীদও নন। ... অতঃপর সে (ছাহাবী) বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তাদের বৈশিষ্ট্য বলুন, যাতে আমরা তাদেরকে চিনতে পারি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, তারা বিভিন্ন গোত্রের যারা আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালোবাসতেন এবং তারা বিভিন্ন দেশের যারা আল্লাহকে স্মরণ করার জন্য একত্রিত হ'তেন'।[২৮]

(১৫) জান্নাত লাভের মাধ্যম : আল্লাহ্র জন্য কাউকে ভালবাসা, তাঁর সন্তুষ্টির জন্য কারো সাথে সাক্ষাৎ করা জান্নাত লাভের অন্যতম মাধ্যম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, أَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِرِجَالِكُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ؟ النَّبِيُّ فِي الْجَنَّةِ وَالشَّهِيدُ فِي الْجَنَّةِ وَالصِّدِّيقُ فِي الْجَنَّةِ وَالْمَوْلُودُ فِي الْجَنَّةِ وَالرَّجُلُ يَزُورُ أَخَاهُ فِي نَاحِيَةِ الْمِصْرِ فِي الْجَنَّةِ، 'আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে খবর দিব না? নবী জান্নাতী, শহীদ জান্নাতী, ছিদ্দীক্ব জান্নাতী, নবজাতক জান্নাতী, আর ঐ ব্যক্তিও জান্নাতী যে তার ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে'।[২৯] অন্যত্র রাসূল (ছাঃ) আরো বলেন, مَنْ عَادَ مَرِيْضًا أَوْ زَارَ أَخًا لَهُ فِي اللهِ نَادَاهُ مُنَادٍ أَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً، 'যে ব্যক্তি আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টির আশায় কোন অসুস্থ লোককে দেখতে যায় অথবা কোন ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ করতে যায়, একজন ঘোষক (ফেরেশতা) তাকে ডেকে বলতে থাকেন, কল্যাণময় তোমার জীবন, কল্যাণময় তোমার এই পথ চলাও। তুমি তো জান্নাতের মধ্যে একটি বাসস্থান নির্দিষ্ট করে নিলে'।[৩০]

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, এক মুসলমান অপর মুসলমানকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ও ক্বিয়ামতের দিন শান্তি পাওয়ার জন্য সর্বোপরি জান্নাত লাভের আশায় ভালোবাসবে। এই ভালোবাসা যেন দুনিয়াবী স্বার্থে ব্যাহত না হয়, সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। মুমিনের ভুল-ত্রুটির প্রতি লক্ষ্য না করে তার ভাল কাজগুলোর প্রতি খেয়াল করতে হবে, আর ভুলগুলো সংশোধনের জন্য সাধ্যানুযায়ী, মার্জিত ভাষায় শরী'আতের নির্দিষ্ট পন্থা অনুযায়ী চেষ্টা করতে হবে। সাথে সাথে আল্লাহ্র কাছে তার হেদায়াতের জন্য দো'আ করতে হবে।

[চলবে]

---

২৬. বুখারী হা/৩৬৮৮; মুসলিম হা/২৬৩৯।
২৭. বুখারী হা/৬১৬৯; মুসলিম হা/২৬৪০।
২৮. ছহীহ আত-তারগীব হা/১৫০৯, ৩০২৫, সনদ ছহীহ।
২৯. ছহীহাহ হা/২৮৭; ছহীহুল জামে' হা/২৬০৪।
৩০. তিরমিযী হা/২০০৮; ছহীহুল জামে' হা/২১৬৩; মিশকাত হা/৫০১৫।

www.at-tahreek.com

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত পরিচিতি

-ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব

(শেষ কিস্তি)

পূর্বোক্ত আলোচনায় আমরা দেখেছি যে, উদ্ধৃত ইমামগণ প্রত্যেকেই আহলুল হাদীছকে 'আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআত' তথা নাজী ফের্কা অর্থে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং আহলুল হাদীছ পরিভাষাটি সংকীর্ণ অর্থে কেবল মুহাদ্দিছদের জন্য নির্দিষ্ট করা অবান্তর এবং সত্যের অপলাপ।

এর আরও প্রমাণ এই যে, বিদ'আতীরা 'আহলুল হাদীছ' এবং 'আহলুস সুন্নাহ'কে সর্বাধিক গালি প্রদান করে থাকে। অথচ মুফাস্সির, ফক্বীহ, উছূলবিদ, ইতিহাসবিদ, বৈয়াকরণিক তথা শরী'আতের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখার বিশেষজ্ঞদেরকে কখনও গালি বা নিন্দাসূচক অভিধায় অভিহিত করা হয় না। যদি আহলুল হাদীছ বলতে কেবল মুহাদ্দিছই উদ্দেশ্য হ'ত, তবে গালি দেওয়ার কোন কারণ ছিল না। কেননা কোন বৈধ বিষয়ে বিশেষজ্ঞতা অর্জন বা জ্ঞানার্জন অপরাধ নয়। অথচ পূর্বযুগে আহলুল হাদীছকে মুজাস্সিমা, মুশাব্বিহাহ, হাশাভিয়াহ, জাবরিয়াহ, নাছেবাহ প্রভৃতি আখ্যা দিয়ে গালি দেয়া হ'ত। এগুলোর সবই ছিল আক্বীদাগত বিদ্বেষের কারণে।[১] আবার বর্তমান যুগেও তাদেরকে ওয়াহ্হাবী, জামী, মাদখালী, লা মাযহাবী প্রভৃতি লক্বব দেয়া হয়। এভাবে প্রত্যেক যুগেই বিদ'আতীরা আহলুল হাদীছদেরকে গালি দিয়ে এসেছে। আর এটা কেবল এজন্য নয় যে, তারা হাদীছ বিশেষজ্ঞ; বরং তারা সঠিক আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারী-এটাই তাদের বিদ্বেষের মূল কারণ।

আবূ উছমান আছ-ছাবূনী (মৃ. ৪৪৯হিঃ) এ বিষয়ে খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আবূ হাতিম আর-রাযী (১৯৫-২৭৭হিঃ)-এর একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করে বলেন, وكل ذلك عصبية، ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد وهو أصحاب الحديث، 'আহলে সুন্নাতকে) এ সকল (বিকৃত নামে ডাকা) কেবল গোঁড়ামিরই বহিঃপ্রকাশ। আহলে সুন্নাতের একটি নামই রয়েছে আর তা হ'ল আছহাবুল হাদীছ'। অতঃপর তিনি নিজের বক্তব্যে বলেন, قلت أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 'আমি বলি যে, বিদ'আতীরা আহলে সুন্নাতকে এ সকল নামে আখ্যা দিয়ে সে পথই অবলম্বন করেছে যে পথ অবলম্বন করেছিল মুশরিকরা রাসূল (ছাঃ)-এর ক্ষেত্রে (তাঁকে গালি দেয়ার মাধ্যমে)'।[২]

অতঃপর তিনি বলেন,

وأصحاب الحديث عصابة من هذه المعايب بريئة زكية نقية، وليسوا إلا أهل السنة المضية والسيرة المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القوية، قد وفقهم الله جل جلاله لاتباع كتابه ووحيه وخطابه، والاقتداء برسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل، وزجرهم فيها عن المنكر منهما، وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنته، وشرح صدورهم لمحبته، ومحبة أئمة شريعته، وعلماء أمته

'আছহাবুল হাদীছ এমন একটি দল, যারা (বিদ'আতীরা যেসব গালি দেয়) এসব দোষ-ত্রুটি থেকে মুক্ত ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। তারা আলোর পথের যাত্রী আহলে সুন্নাত ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। তারা তো সন্তোষভাজন পন্থার অনুসারী, সরল পথের দিশারী ও শক্তিশালী দলীলের ঝাণ্ডাবাহী। আল্লাহ তাদেরকে তাঁর কিতাব ও ওহীর বিধান অনুসরণের তাওফীক দিয়েছেন। আরও তাওফীক দিয়েছেন তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছসমূহ অনুসরণের, যাতে বর্ণিত হয়েছে উম্মাতের জন্য করণীয় ও বর্জনীয় হিসাবে যা কিছু তিনি বলেছেন ও করেছেন। তিনি আল্লাহই তাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-এর অনুসৃত পথ এবং তাঁর সুন্নাতকে পথনির্দেশিকা হিসাবে গ্রহণে সহায়তা করেছেন। আর তাদের অন্তরকে রাসূল (ছাঃ) এবং তাঁর শরী'আতের পাবন্দী উম্মতের ইমামগণ ও আলেম-ওলামাদের প্রতি ভালোবাসায় পরিপূর্ণ করে দিয়েছেন'।[৩]

প্রায় একই ভাষায় বর্ণনা করেছেন আব্দুল ক্বাদির জীলানী (৪৭০-৫৬১হিঃ)। তিনি বলেন,

كل ذلك عصبية وغياظ لأهل السنة، ولا اسم لهم إلا اسم واحد: وهو «أصحاب الحديث». ولا يلتصق بهم ما لقبهم به أهل البدع، كما لم يلتصق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- تسمية كفار مكة له ساحرًا وشاعرًا ومجنونًا ومفتونًا وكاهنًا

'এ সকল (বিকৃত নামে ডাকা) কেবল গোঁড়ামি ও অন্তর্জ্বালার বহিঃপ্রকাশ। কেননা আহলুস সুন্নাহ্র অন্য কোন নাম নেই একটি নাম ব্যতীত। আর সেটি হ'ল 'আছহাবুল হাদীছ'। বিদ'আতীদের এই সকল গালি প্রকৃতার্থে আহলেহাদীছদের জন্য প্রযোজ্য নয়। যেমন মক্কার কাফেরদের জাদুকর, কবি, পাগল, মাথা খারাপ, গায়েবজান্তা প্রভৃতি গালি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য প্রযোজ্য ছিল না'।[৪]

১. আবূ উছমান আছ-ছাবূনী, আক্বীদাতুস সালাফ আছহাবুল হাদীছ, পৃ. ৩৬।
২. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
৩. পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৭।
৪. আব্দুল কাদের আল-জীলানী, আল-গুনিয়াহ লি তালিবি ত্বরীকীল হাক্ব, ১/১৬৬ পৃ.।

এমনকি অমুসলিম গবেষকগণ পর্যন্ত এ বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেননি যে, আহলেহাদীছ বলতে তাদেরকে বুঝায় যারা আক্বীদা ও মানহাজগতভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নিঃশর্ত অনুসারী। যেমন Encyclopedia of Islam বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, AHL-i-HADITH, "the followers of the Prophetic tradition", is a designation used in India and Pakistan for the members of a Muslim sect, who profess to hold the same views as the early *ashab alhadith* or *ahl-al-hadith* (as opposed to *ahl-al-ra'y*). They do not hold themselves bound by *taklid* or obedience to any of the four recognized imams of the fikh-schools but consider themselves free to seek guidance in matters of religious faith and practice from the authentic traditions, which together with the Kur'an are in their view the only worthy guide for true Muslims. They disregard the opinions of the founders of the four schools when they find them unsupported by or at variance with traditions.

'আহলুল হাদীছ' তথা 'রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী', ভারত ও পাকিস্তানের মুসলমানদের একটি দলের উপাধি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যারা হুবহু পূর্বযুগের আছহাবুল হাদীছ বা আহলুল হাদীছদের (আহলুর রায়ের বিপরীতার্থক) মত একই চিন্তাধারা পোষণ করে। তারা স্বীকৃত চারজন ফিক্বহী মাযহাবের ইমামের তাক্বলীদ তথা অন্ধ অনুসরণকে তাদের জন্য বাধ্যতামূলক মনে করে না। বরং ধর্মীয় আক্বীদা ও আমলের ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে ছহীহ হাদীছের পথনির্দেশ গ্রহণ করে থাকে। তারা কুরআন ও হাদীছকে যুগপৎভাবে প্রকৃত মুসলিমদের জন্য একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথনির্দেশিকা মনে করে। তারা যদি চার মাযহাবের ইমামদের কোন মতামতের পিছনে হাদীছের সমর্থন না থাকে কিংবা তা হাদীছের বিপরীত হয়, তবে তা পরিত্যাগ করে।[৫]

সেখানে আরও বলা হয়েছে যে, The Ahl-i Hadith try to go back to first principles and to restore the original simplicity and purity of faith and practice. Emphasis is, accordingly, laid in particular on the reassertion of *tawhid* or the unity of Allah and the denial of occult powers and knowledge of the hidden things *(Ilm al-ghayb)* to any of his creatures. This involves a rejection of the miraculous powers of saints and of the exaggerated veneration paid to them. They also make every effort to eradicate customs that may be traced either to innovation *(bid'a)* or to Hindu or other non-Islamic systems

'আহলেহাদীছগণ ইসলামের প্রাথমিক যুগের মূলনীতিসমূহের দিকে ফিরে যেতে সচেষ্ট থাকে এবং তারা আক্বীদা ও আমলের মৌলিক অবিমিশ্রতা ও বিশুদ্ধতাকে পুনরুদ্ধার করতে চায়। ফলে বিশেষত তাওহীদ তথা আল্লাহ্র একত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য তারা গুরুত্বারোপ করে এবং সৃষ্টিজগতের কারো অলৌকিক শক্তি ও ইলমুল গায়েব বা অদৃশ্যের জ্ঞানের অধিকারী হওয়ার বিষয়টিকে তারা অস্বীকার করে। এজন্য তারা কোন ওলী বা সাধু ব্যক্তির অলৌকিক শক্তিকে অগ্রাহ্য করে এবং তাদের প্রতি অতিভক্তি প্রদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে। তারা সমাজে প্রচলিত বিদ'আতী, হিন্দুয়ানী এবং অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ ও রীতি-নীতিসমূহকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়ে থাকেন'।[৬]

The Oxford Dictionary of Islam বিশ্বকোষে বলা হয়েছে, Ahl al-Hadith : People of the traditions (of the Prophet). Also ashab al-hadith. The characterization refers to the adherents of the powerful movement of the late second and third centuries of Islam (late eighth and ninth centuries C.E.) that insisted on the authority of the traditions (hadith) attributed to the Prophet Muhammad, as against the informed "opinions" (ray) on which many contemporary juristic schools based their legal reasoning. This movement played a critical role in the emergence of Sunni Islam. 'আহলেহাদীছ অর্থ রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছের অনুসারী। তাদেরকে আছহাবুল হাদীছও বলা হয়। এটি হিজরী দ্বিতীয় শতকের শেষভাগে এবং তৃতীয় হিজরী শতকে আবির্ভূত একটি শক্তিশালী আন্দোলন, যেটি তৎকালীন যুগের বিভিন্ন যুক্তিভিত্তিক ফিক্বহী মাযহাবসমূহের ভিত্তি তথা রায় বা মতামতের বিপরীতে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাহ্র প্রতি সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছিল। এই আন্দোলনটি সুন্নী ইসলামের উত্থানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল'।[৭]

মোটকথা আহলেহাদীছ পরিভাষাটি সর্বসম্মতভাবে আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের সমার্থক পরিভাষা। এই পরিভাষা একাধারে যেমন মুহাদ্দিছদের উদ্দেশ্য করে, তেমনি বিদ'আতীদের বিপরীতে সঠিক আক্বীদা ও মানহাজের অনুসারীদেরকেও উদ্দেশ্য করে। উপরে বর্ণিত পূর্বযুগ ও আধুনিক যুগের বিদ্বানদের উদ্ধৃত মন্তব্যে তা অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়েছে। সুতরাং আধুনিক যুগে যারা আহলেহাদীছ বলতে কেবল মুহাদ্দিছদেরকেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে মনে করেন এবং এই ধারণা পোষণ করেন যে,

৫. *Editorial board, The Encyclopedia of Islam (Leiden : Brill, 1986), p. 1/259.*

৬. *Ibid, p. 1/259.*

৭. *Editorial board, The Oxford Dictionary of Islam, online edition.*

মুহাদ্দিছ ব্যতীত অন্য কেউ আহলেহাদীছ হ'তে পারে না, তারা নিঃসন্দেহে ভুলের মধ্যে নিমজ্জিত রয়েছেন। আশাকরি উপরোক্ত আলোচনায় তা পরিষ্কার হয়েছে।

আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বিভিন্ন নাম ও অভিধাগুলির মাঝে সমন্বয় :

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র উপরোক্ত নাম ও অভিধাগুলো থেকে অনেকের মনে প্রশ্নের উদয় হ'তে পারে যে, হক্বপন্থী এই দলটির এতগুলো নামের হেতু কি? এর উত্তর হ'ল, হক্ব ও বাতিলের পার্থক্য সৃষ্টি করার জন্য বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে নামগুলোর জন্ম হয়েছে। এর কিছু রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ দ্বারাই সাব্যস্ত, আবার কিছু বিদ'আতীদের বিপক্ষে ইসলামের সঠিক অবস্থান বর্ণনার জন্য বিদ্বানগণ কর্তৃক ব্যবহৃত। এগুলোর পরস্পরের মাঝে কোন বিরোধ নেই। বরং যদি এই নামগুলোর প্রতি আমরা লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে যে প্রতিটি নামই বিদ'আতীদের বিরুদ্ধে ইসলামের সঠিক অবস্থানের প্রতিনিধিত্ব করছে এবং প্রতিটি নাম একই উদ্দেশ্যের প্রতিফলন ঘটাচ্ছে। নামগুলি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি মৌলিক বিষয় প্রতিভাত হয়। যেমন :

এক. এই বিশেষণগুলো এমন অর্থ বহন করে যা মুসলিম উম্মাহ্র শুরুকাল থেকে ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মুসলমানকেই শামিল করে, যারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে ধারণ করতে চায় এবং দ্বীনের পথ অনুসরণে ও দাওয়াতের ময়দানে ছাহাবীদের অনুসৃত নীতিমালাকে অবলম্বন করতে চায়। কোন যুগের মুসলমানরাই এই দল থেকে বহির্ভূত নয়। কিন্তু অন্যান্য দলটি নির্দিষ্ট সময়ে, নির্দিষ্ট স্থানে আবির্ভূত হয়েছে, যা কেবল সংশ্লিষ্ট লোকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

দুই. বিশেষণগুলো কিতাব ও সুন্নাত তথা ইসলামের সব কিছু তথা কুরআন ও সুন্নাহ্র সবটুকু ধারণ করে। এমন কোন রসম বা রেওয়াজ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে না, যা স্বল্প বা বেশী হোক কিতাব ও সুন্নাতের বিপরীত।

তিন. বিশেষণগুলো রাসূল (ছাঃ) ব্যতীত অন্য কোন বিশেষ ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা ফের্কার প্রতি আহ্বান করে না। আহ্বান করে না কোন বিদ'আত বা পাপাচারের দিকে। যখন বলা হয় আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আত, তখন তা সমগ্র পৃথিবীর বিশেষ আক্বীদা ও মানহাজসম্পন্ন একদল মুসলমানকে বুঝায়। কিন্তু অন্য কোন নাম ও পরিচিতি নিয়ে যে সকল দল ইসলামের মূল জামা'আত থেকে বের হয়েছে তাদের মধ্যে এমন বৈশ্বিকতা দেখা যায় না। বরং তারা নির্দিষ্ট একজন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা অঞ্চলকেন্দ্রিক সীমাবদ্ধ।

চার. সর্বোপরি অন্যান্য কোন দলের নাম ও বিশেষণকে ছাহাবীদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যায় না। যেমন ক্বাদারিয়া, জাবরিয়া, খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা প্রভৃতি দলগুলোর নাম ছাহাবীদের সাথে যুক্ত করা সম্ভব নয়। যেহেতু তারা কেউই এই সকল দলের নাম ও চিন্তাধারার সাথে সাদৃশ্য রাখেন না। কিন্তু 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র নাম ও অভিধাগুলি সবই সালাফে ছালেহীন তথা ছাহাবীদের জন্য প্রযোজ্য। যেমন তারা ছিলেন **আহলুস সুন্নাহ**, কেননা তারা রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের অনুসারী ছিলেন। তারা ছিলেন **জামা'আত**, কেননা তারা ছিলেন হক্বের উপর ঐক্যবদ্ধ। তারা ছিলেন **আহলুল হাদীছ** কেননা তারা হাদীছের অনুসরণ করতেন এবং প্রকাশ্যে ও গোপনে তার উপর আমল করতেন। তারা ছিলেন **নাজী ফের্কা** এবং **বিজয়ী দল** যাদেরকে রাসূল (ছাঃ)-ধ্বংসপ্রাপ্ত জাহান্নামী দল থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। এই অভিধাটিও কেবল ছাহাবীদের জন্য এবং তাঁদের মানহাজের অনুসারীদের জন্যই প্রযোজ্য, অন্যদের জন্য নয়।[৮]

এজন্য ইবনু তায়মিয়া (মৃ. ৭২৮হিঃ) বলেন,

أهل السنة والجماعة وهم الجمهور الأكبر والسواد الأعظم. وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء ولا تبلغ الفرقة من هؤلاء قريبا من مبلغ الفرقة الناجية فضلا عن أن تكون بقدرها بل قد تكون الفرقة منها في غاية القلة. وشعار هذه الفرق مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمن قال بالكتاب والسنة والإجماع كان من أهل السنة والجماعة

'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হ'ল সবচেয়ে বড় দল এবং বৃহত্তর গোষ্ঠী। বাকী যে ফের্কাগুলো রয়েছে সেগুলো অর্বাচিন, বিচ্ছিন্নতাবাদী, বিদ'আতী এবং স্বেচ্ছাচারী দল। যদি তুলনা করা হয় তবে ফের্কা নাজিয়াহর অনুসারীর সংখ্যার তুলনায় উক্ত দলগুলির অনুসারীর সংখ্যা সমপরিমাণ তো নয়ই; কাছাকাছিও হবে। বরং তা নিতান্তই কম সংখ্যক হবে। এই সকল ফের্কার বৈশিষ্ট্য হ'ল কিতাব, সুন্নাত ও ইজমা থেকে তারা বিচ্ছিন্ন থাকবে। আর যে ব্যক্তি কিতাব, সুন্নাত এবং ইজমার কথা বলে, সে ব্যক্তি 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র অন্তর্ভুক্ত।[৯]

উপসংহার :

উপরোক্ত আলোচনায় আমরা বিদ্বানদের দৃষ্টিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের পরিচিতি, নামকরণের কারণ এবং এই দলটির বৈশিষ্ট্যসূচক বিভিন্ন নাম ও অভিধা সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে বর্ণনার প্রয়াস পেয়েছি। এতে সুস্পষ্ট হয় যে, ছাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকে চলে আসা ইসলামের অকৃত্রিম ও নির্ভেজাল বৈশিষ্ট্যধারী দলটির নাম হ'ল 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত'। রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যু পরবর্তী একশত বছরের মধ্যে মুসলিম সমাজে যখন নানা বিদ'আতী দলের উদ্ভব ঘটেছিল, তখন থেকে ইসলামের বিশুদ্ধ ধারা অক্ষুণ্ন

৮. *দ্র. ছালেহ আদ-দাখীল, খাছায়েছু আহলিস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহ, পৃ. ১৫২-১৫৩।*
৯. *ইবনু তায়মিয়া, মাজমূউল ফাতাওয়া, ৩/৩৪৫-৩৪৬ পৃ.।*

রাখতে এই সুন্নাতপন্থী দলের আবির্ভাব ঘটেছিল, যারা যুগে যুগে সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, দ্বীনের বুঝ গ্রহণে ছাহাবায়ে কেরামের মানহাজকে সুরক্ষা দান করেছে এবং যাবতীয় অনৈসলামী রসম-রেওয়াজ ও শিরক-বিদ'আতের বিরুদ্ধে কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী এই দলটিই ক্বিয়ামত পর্যন্ত বিজয়ী থাকবে এবং এই দলের অনুসারীগণই হবেন নাজী বা মুক্তিপ্রাপ্ত ফের্কার অন্তর্ভুক্ত। ছাহাবীদের যুগ থেকে শুরু করে বিভিন্ন সময় এই দলটি বিভিন্ন নামে পরিচিত হ'লেও দলটির মূল আদর্শ ও বৈশিষ্ট্যে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটেনি। পৃথিবীর প্রতিটি প্রান্তে কম সংখ্যক হ'লেও সুন্নাতের ধারক-বাহক হিসাবে এই দলটি সর্বদা বিরাজমান ছিল, রয়েছে এবং থাকবে। এই দলই হ'ল মুসলিম উম্মাহ্র মূল ধারা।

ভারত উপমহাদেশে কিছু নামধারী ফের্কা বা দল রয়েছে যারা সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণ করে না এবং শরী'আতের বুঝ গ্রহণে ছাহাবীদের নীতিও অনুসরণ করে না। বরং নানা শিরক ও বিদ'আতে তারা আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অথচ তারা নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বলে দাবী করে। নিঃসন্দেহে আহলে সুন্নাতের মূল আদর্শচ্যুত হয়ে নিজেদের আহলে সুন্নাত দাবী করার কোনই সুযোগ নেই। অতএব তাদের এই দাবী ভ্রান্ত।

আবার একদল মাযহাবী আলেম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র দ্বিতীয় কোন নাম বা অভিধাকে স্বীকার করেন না। যেমন সালাফ বিদ্বানদের বহুল ব্যবহৃত 'আহলেহাদীছ' পরিভাষাটি তারা কেবলমাত্র মুহাদ্দিছদের জন্য নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তারা ভারত উপমহাদেশে কোন আহলেহাদীছ ব্যক্তিকে দেখলে তাচ্ছিল্য করেন এই মর্মে যে, আহলেহাদীছ হ'তে গেলে অবশ্যই মুহাদ্দিছ হ'তে হবে। মুহাদ্দিছ ব্যতীত কেউ আহলেহাদীছ হ'তে পারে না। তাদের এই বক্তব্য যে স্রেফ বিদ্বেষপ্রসূত এবং সত্যকে আড়াল করার প্রচেষ্টা তা অস্পষ্ট নয়। কেননা তারা ভাল করেই জানেন যে, যখন কোন ব্যক্তি নিজেকে আহলেহাদীছ বলে, তখন সে নিজেকে মুহাদ্দিছ দাবী করে না, বরং সে নিজেকে হাদীছের যথার্থ অনুসারী তথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত হিসাবে দাবী করে। মূলতঃ মুহাদ্দিছ মাত্রই যেমন আহলেহাদীছ হওয়া শর্ত নয়; তেমনি আহলেহাদীছ হওয়ার জন্য মুহাদ্দিছ হওয়া আবশ্যক নয়। যা আমরা উপরোক্ত আলোচনায় বিশদভাবে বর্ণনা করেছি।

অন্যদিকে বর্তমানে আমাদের দেশসহ ভারত ও পাকিস্তানের কিছু উঠতি বয়সী নবীন দ্বীনদার যুবক ও সুধীবৃন্দ সঠিক আক্বীদা ও আমলধারী এবং শিরক-বিদ'আত বর্জনকারী হওয়া সত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে নিজেদেরকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' বা 'আহলেহাদীছ' বা 'সালাফী' নামকরণ করতে রাযী নন। এমনিভাবে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বিদ্বানদের মধ্যকার অনেকেই নিজেকে সর্বমহলে গ্রহণযোগ্য হিসাবে উপস্থাপনের জন্য আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন নামে নিজেকে পরিচিত না করে স্রেফ 'মুসলিম' হিসাবে উপস্থাপন করাকেই যথেষ্ট মনে করছেন এবং এ পথেই মানুষকে আহ্বান করছেন। এমনকি ঐ সকল পরিচয়ে পরিচিত হওয়াকে তারা সংকীর্ণতা বা ইসলামের মধ্যে দলাদলি সৃষ্টির নামান্তর মনে করছেন। আমরা বলব, নিঃসন্দেহে এমন ধ্যান-ধারণা পোষণ করা অজ্ঞতার পরিচায়ক। কেননা ইসলামের ধর্মীয় বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান থাকলে এমন বক্তব্য প্রদানের সুযোগ নেই। ইসলাম যে ৭৩ ভাগে বিভক্ত হবে এটি রাসূল (ছাঃ)-এরই ভবিষ্যদ্বাণী। মুসলিম সমাজে অসংখ্য দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছে এবং তাদের আক্বীদা-আমল কুরআন, হাদীছ ও সালাফে ছালেহীনের অনুসৃত মূলনীতি থেকে যোজন যোজন দূরে অবস্থিত- এ এক জ্বলন্ত বাস্তবতা। শিরক-বিদ'আতে মুখরিত সমাজে বিশুদ্ধ ইসলামের অনুসারী একদল মানুষ চিরদিন থাকবে এটাও রাসূল (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী। হক্বপন্থীদেরকে বাতিলপন্থীদের থেকে পৃথক করার জন্য সালাফ ওলামায়ে কেরাম 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আত' কিংবা 'আহলুল হাদীছ' বা 'সালাফী' প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যগত নামে চিহ্নিত করেছেন, তাও কোন অজানা বিষয় নয়। অথচ এই বাস্তবতাকে সামনে রেখেও যারা নিজেদেরকে স্রেফ 'মুসলিম' হিসাবে পরিচয় দেওয়াকে কর্তব্যজ্ঞান করেন এবং বৈশিষ্ট্যগত পরিচয়সমূহকে ফের্কাবন্দী মনে করেন তারা হয় অজ্ঞতার পরিচয় দিচ্ছেন, নতুবা হঠকারিতা প্রকাশ করছেন। এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

এদের মধ্যে আবার এমন অনেকেই আছেন যারা নিজেকে 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের'ই অন্তর্ভুক্ত মনে করেন, কিন্তু এর সমার্থক পরিভাষা 'আহলেহাদীছ' বা 'সালাফী' পরিচয় দানে তাদের যত আপত্তি। অথচ বিদ্বানগণ একই অর্থে এসব পরিভাষা ব্যবহার করেছেন, যা আমরা উপরের আলোচনায় সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করেছি। সুতরাং তাদের এই আপত্তির কোন ভিত্তি নেই। হক্ব গ্রহণ করার পরও যারা অদ্যাবধি এই গোলকধাঁধাঁ থেকে বেরিয়ে আসতে পারেননি, তাদের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন! আমরা ইতিহাস সচেতন হই। অর্থহীন আবেগকে ত্যাগ করে নিজেকে জ্ঞানসমৃদ্ধ করি। আমাদেরকে অবশ্যই আত্মপরিচয়ের সংকট (Identity Crisis) থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। নতুবা আমরা হক্বপন্থী হওয়ার পরও নিজেদেরকে চিনতে ব্যর্থ হয়ে যে কোন মুহূর্তে দিশা হারিয়ে ফেলতে বাধ্য। আত্মপরিচয় এবং আত্মমর্যাদা সম্পর্কে অসচেতন ব্যক্তি কখনই আদর্শিকভাবে মজবুত থাকতে পারে না। পারে না সত্য ও ন্যায়ের পথে দৃঢ়তার সাথে অটল থাকতে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে ইসলামে বিশুদ্ধ আদর্শের উপর অটল ও অবিচল রাখুন এবং 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতে'র আক্বীদা ও মানহাজকে চেনা, বোঝা এবং এর উপর সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন!

মুহাসাবা

মূল : মুহাম্মাদ ছালিহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

(৩য় কিস্তি)

[মুহাসাবার ফল]

২. হেদায়াত লাভে সমর্থ হওয়া এবং তার উপর অটল থাকা :

মুহাসাবার ফলে মানুষ যেমন আল্লাহ্র দেওয়া সরল পথ লাভ করতে পারে, তেমনি তার উপর অটল থাকতে পারে। কাযী বায়যাভী (রহঃ) বলেন, 'হেদায়াত লাভ এবং তাতে অটল থাকার মত যোগ্যতা তখনই লাভ করা সম্ভব হবে যখন এজন্য চিন্তাশক্তি ব্যয় করা হবে। যেসব দলীল-প্রমাণ এক্ষেত্রে রয়েছে সেগুলো নিয়ে সদাই চিন্তা-গবেষণা করা হবে এবং কী আমল করা হচ্ছে বা না হচ্ছে লাগাতারভাবে মন থেকে তার হিসাব নেওয়া হবে।[১]

৩. কলবের রোগের চিকিৎসা :

মানুষের মনে নানা রোগ বাসা বাঁধে। যেমন, লোভ, হিংসা, অহংকার, আত্মতুষ্টি, অহমিকা, নিজেকে বড় দ্বীনদার ভাবা, কাপুরুষতা, কৃপণতা, কর্মবিমুখতা, অমিতব্যয়িতা ইত্যাদি। মনের থেকে নিজের কথা ও কাজের হিসাব না নেওয়ার ফলে নিজের অজান্তে এসব রোগ হয়। তাই মন থেকে নিজ আমলের হিসাব নিলে এবং মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করলে তখনই কেবল কলবের রোগ প্রতিরোধ ও তার চিকিৎসা করা সম্ভব। মনের হিসাব না নিয়ে বরং যদি মানুষ নিজের মনের ইচ্ছার সাথে একাত্মতা প্রকাশ করে এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করে তাহ'লে কলব ধ্বংস হয়ে যায়। সুতরাং যে মূর্খ কেবল সেই তার মনকে কুপ্রবৃত্তির অনুসারী করে এবং আল্লাহ্র কাছে অলীক আশা পোষণ করে। তার মন যেদিকে ঝোঁকে সেও সেদিকে ঝোঁকে। মন যেদিকে চায় সে সেদিকেই যায়। এতে করে তার কলব বরবাদ হয়ে যায়। পক্ষান্তরে মনের ইচ্ছার বিরোধিতা করে কুরআন-সুন্নাহ্র আলোকে কিসে নিজের কল্যাণ ও অকল্যাণ হয় তা ভেবে কাজ করলে কলব সুস্থ থাকে এবং তার রোগ-ব্যাধিরও চিকিৎসা হয়।

৪. মনের দোষ-ত্রুটি খুঁজে বের করা এবং নিজের আমল-আখলাকে ধোঁকার শিকার না হওয়া :

নিজের কাজের ভালো-মন্দ যাচাই ও পরখ করে না দেখলে নিজের কাছে নিজেকে ভালো মনে হয়। আমল-আখলাকে কোন সমস্যা আছে বলেও মনে হয় না। নিজেকে বরং আল্লাহ্র পিয়ারা বান্দা ভাবতেই ইচ্ছা করে। কিন্তু মনের হিসাব-কিতাব করলে তখন তার নানান দোষ বেরিয়ে আসবে। আর যখনই নিজের সামনে মনের দোষ প্রকাশ হয়ে পড়বে, তখন আর নিজের আমলকে ফ্রেশ ও যথেষ্ট গ্রহণযোগ্য ভেবে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তোলার ইচ্ছা জাগবে না। তার বরং মনে হবে, তার রব যেন এই টুটা-ফাটা কলুষিত আমল দয়া করে কবুল করে নেন। আব্দুল আযীয বিন রাওয়াদ (রহঃ) বলেন, 'যখনই আমি কোন পুণ্য কাজ শুরু করে তা শেষ করেছি তখনই আমি আমার মন থেকে হিসাব করে দেখেছি যে, তাতে আল্লাহ তা'আলার ভাগের থেকে শয়তানের ভাগ বেশী।[২]

৫. মুহাসাবা বিদ্বেষহীন অহংকারমুক্ত জীবনের পথে নিয়ে যায় :

মানুষ যদি নিয়মিত নিজের মনে নিজের আমলের হিসাব নেয় আর কুরআন, সুন্নাহ, রাসূল (ছাঃ)-এর জীবনী ও ছাহাবীদের আমলের সঙ্গে তা মিলিয়ে দেখে তবে নিজের আমলের স্বল্পতা ও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখে তার মনে অহংকার ও বিদ্বেষ দানা বাঁধবে না ইনশা'আল্লাহ। আবু দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, কোন লোক ফক্বীহ বা সমঝদার হ'তে পারবে না, যে পর্যন্ত না সে আল্লাহ্র ইবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে অন্য মানুষকে যতটুকু তুচ্ছ মনে করবে তার থেকেও নিজেকে বেশী তুচ্ছ মনে করবে'।[৩]

আমাদের অতীতের পূর্বসূরীগণ যখন নিজেদের নফস বা মনের হিসাব নিতেন তখন তারা মনের অবস্থা বুঝে আল্লাহ্র হুযূরে তাকে তুচ্ছ ও নগণ্য ঠাওরাতেন। আরাফার ময়দানে জনৈক পূর্বসূরী তাঁর চারপাশের জনগণের মাঝে এই বলে দো'আ করছিলেন যে, 'হে আল্লাহ, আমার কারণে তুমি এদের (দো'আ) ফিরিয়ে দিও না।[৪]

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি' (রহঃ) বলতেন, (হায়! আমি এতই পাপী যে,) পাপের যদি গন্ধ থাকত তাহলে তার দুর্গন্ধে আমার কাছে কেউ টিকতে পারত না।[৫] অথচ তিনি ছিলেন এই উম্মতের একজন বড় আবেদ।

ইউনুস বিন উবায়েদ (রহঃ) বলেন, 'আমি অবশ্যই একশত সদভ্যাসের কথা জানি, যার একটাও আমার মধ্যে আছে বলে আমার মনে হয় না।[৬]

হাম্মাদ বিন সালামা (রহঃ)-কে দেখুন, সুফিয়ান ছাওরী যখন মরণাপন্ন তখন তিনি তাকে দেখতে যান এবং বলেন, ওহে আবু আব্দুল্লাহ, আপনি যে জিনিসের (জাহান্নামের) ভয় করতেন তার থেকে কি নিজেকে নিরাপদ ভাবতে পারছেন না? আর যিনি সবচেয়ে দয়ালু, যার দয়ার আশায় আপনি থাকতেন তার নিকট যেতে সাহস পাচ্ছেন না? উত্তরে তিনি বললেন, হে আবু সালামা, আমার মত মানুষের জাহান্নাম থেকে মুক্তির আশা তুমি কর কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহ্র কসম, আমি অবশ্যই তা করি।[৭]

ভেবে দেখুন! হাদীছ, ফিক্বহ ও সংসারবিমুখ ইবাদতগুযারদের এই সমস্ত দিকপাল যদি জাহান্নাম থেকে মুক্তি না পান তাহ'লে আর কে মুক্তি পাবে?

** ঝিনাইদহ।*

১. তাফসীরুল বায়যাভী, পৃ. ১২৯।

২. ইবনু আদী, আল-কামিল, ৫/২৯১।

৩. মুহাসাবাতুন্নাফস, পৃ.২৩।

৪. ইমাম আহমাদ, আয-যুহ্দ পৃ. ২৪৪।

৫. মুহাসাবাতুন্নাফস, পৃ. ৩৭।

৬. ঐ, পৃ. ৩৪।

৭. ইবনুল ক্বাইয়িম, ইগাছাতুল লাহফান ১/৮৫।

জা'ফর বিন যায়েদ (রহঃ) বলেন, আমরা কাবুল অভিযানের সেনাদলে অংশ নিয়েছিলাম। ঐ সেনাদলে ছিলাহ বিন আশইয়াম নামে একজন আল্লাহওয়ালা লোক ছিলেন। রাতের বেলায় সৈনিকরা এক জায়গায় ডেরা ফেলে এশার ছালাত আদায় করে শুয়ে পড়ল। আমি মনে মনে স্থির করলাম যে, দীর্ঘ সময় ধরে আমি ছিলাহর আমল দেখব। তিনি লোকেদের অমনোযোগের সুযোগ খুঁজছিলেন। সুযোগ পাওয়া মাত্রই তিনি চুপিসারে বেরিয়ে পড়লেন এবং আমাদের কাছাকাছি কিছু ঘন গাছপালার বনে ঢুকে পড়লেন। আমিও তার পিছনে পিছনে গেলাম। তিনি ওযূ করে ছালাতে দাঁড়ালেন। এমন সময় একটা সিংহ এল এবং একেবারে তাঁর কাছাকাছি এসে দাঁড়াল। এ দৃশ্য দেখে আমি একটা গাছে উঠে পড়লাম। যখন তিনি সিজদায় গেলেন তখন আমি মনে মনে ভাবলাম, এই বুঝি সিংহটা তাঁকে ফেড়ে খাবে। কিন্তু তিনি ছালাত চালিয়ে গেলেন। তারপর বসে দো'আ-দরূদ শেষে সালাম ফিরালেন। এবার সিংহটাকে লক্ষ্য করে বললেন, হে শ্বাপদ, তুই অন্য কোথাও তোর খাবার তালাশ কর। এখানে তোর খাবার নেই। তখন সিংহটা গজরাতে গজরাতে ফিরে গেল। আর তিনি ভোর হওয়া পর্যন্ত একইভাবে ছালাত আদায় করতে থাকলেন। ভোর হ'লে তিনি বসে বসে আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং এই বলে দো'আ করলেন যে, ইয়া আল্লাহ, আমার মত হতভাগার তোমার কাছে জান্নাতের আবেদন করতে শরম লাগে; তাই তোমার কাছে আমার নিবেদন যে, তুমি আমাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিও। তারপর তিনি তাঁর তাঁবুতে ফিরে এলেন। সকালবেলায় মনে হচ্ছিল তিনি তাঁর তোশকে শুয়ে রাত কাটিয়েছেন। এদিকে কী ভয়ঙ্কর দৃশ্য দেখে আমার ভোর হয়েছে একমাত্র আল্লাহই তা জানেন।[৮]

৬. সময়কে সুন্দরভাবে কাজে লাগানো :

মনের হিসাব নিলে মানুষ নিজের সময়কে সর্বোত্তম পন্থায় কাজে লাগাতে পারে। ইবনু আসাকির (রহঃ) বলেন, আবুল ফাতাহ নছর বিন ইবরাহীম আল-মাক্বদিসী প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে মনের হিসাব নিতেন। একটা মুহূর্তও যেন বেকার না যায় সেজন্য তিনি চেষ্টা করতেন। হয় কিছু লিখতেন, নয় পড়াতেন, কিংবা নিজে পড়তেন।[৯] সুতরাং যে মুহাসাবার এসব ফলাফল জানতে পেরেছে তার কর্তব্য হবে, নিজ মনের হিসাব গ্রহণ থেকে কখনও উদাসীন না থাকা। মনের অস্থিরতা, স্থিরতা, ভাবনা-চিন্তা, পা তোলা, পা ফেলা ইত্যাকার প্রতি পদক্ষেপে কড়াকড়ি আরোপ করা। আসলে মানব জীবনের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস মূল্যবান মণিমুক্তাবিশেষ। সুতরাং এই শ্বাস-প্রশ্বাসকে বেকার নষ্ট করা অথবা তার বিনিময়ে নিজের ধ্বংস ডেকে আনার মত কিছু করা মহাক্ষতি বৈ আর কিছু নয়। চরম অজ্ঞ, মূর্খ ও অবিবেচক ছাড়া আর কারও পক্ষে এমন ধরনের কাজ করা সমীচীন নয়। এ ক্ষতির স্বরূপ ক্বিয়ামতের দিন সে স্বচক্ষে দেখতে পাবে।

কে নিজের মনের হিসাব করবে?

মুহাসাবা এমন নয় যে একদল মানুষ করবে তো অন্য দল করবে না। বরং ছোট-বড়, নারী-পুরুষ, নেককার-বদকার, আলেম-জাহেল ইত্যাদি সকল মুমিন আমভাবে তার অন্তর্ভুক্ত। যিনি জাহেল-অজ্ঞ তিনি এভাবে নিজের হিসাব করবেন যে, অজ্ঞতার অবস্থায় কীভাবে তিনি আল্লাহ্র ইবাদত করছেন? কখন তার এ অজ্ঞতা দূর হবে? কীভাবে দূর হবে? কীভাবে সে শিখবে? কী দিয়ে শুরু করবে?

এভাবে আলেম বা বিদ্বান ব্যক্তিও নিজের হিসাব করবে। কথিত আছে যে, শুরুতে করা মুহাসাবা থেকে শেষে করা মুহাসাবা হবে আরও নিবিড়। অর্থাৎ জীবনের প্রথম বেলায় লোকেরা যখন আল্লাহ্র পথ সম্পর্কে অজ্ঞ ও গাফেল থাকে তখন নিজেদের মনের যেভাবে হিসাব নেয়, সেই অজ্ঞতা ও গাফলতি কেটে গিয়ে তাদের জীবন যখন উঁচু পর্যায়ে উন্নীত হয় এবং তারা বিদ্যাচর্চা, সৎকাজ সম্পাদন, ন্যায়ের আদেশ, অন্যায়ের নিষেধ ইত্যাদি আমল করতে থাকে তখন তাদের মনের হিসাব আরও কঠোরভাবে করতে হবে। আমরা কত তালেবুল ইলম বা দ্বীনী বিদ্যা শিক্ষার্থীকে দেখেছি যারা মনের হিসাব রাখে না এবং আল্লাহ ও রাসূলের বিরোধী পথ থেকে আত্মরক্ষা করে না। ফলে নানান জায়গায় তাদের পদস্খলন ঘটেছে এবং মানবতা বিনষ্টকারী আচরণ থেকে তারা নিজেদের হেফাযত করতে পারেনি। মাকরূহ বা অপসন্দনীয় কাজ পরহেয করাতো দূরের কথা, সময়বিশেষে তারা বরং হারামের সাথেও জড়িয়ে পড়ে।

এ ধরনের দ্বীনী বিদ্যা শিক্ষার্থীরা নিজেদের বিদ্যার উপর নির্ভর করে মনের হিসাব রাখে না। তারা তাদের বিদ্যার বড়াই করে এবং অহংকার বশত কাউকে গ্রাহ্য করে না। হিংসা-বিদ্বেষ, গীবত ও পরনিন্দা তাদের স্বভাবে পরিণত হয়। তারা কুৎসিত কথা ছড়িয়ে বেড়ায় এবং গোপনীয় বিষয় ফাঁস করে দেয়। তারা নিজেদের জন্য এমন এমন মর্যাদার কথা ভাবে যা তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য তারা ভাবতেই পারে না। হয়তো এক পর্যায়ে তাদের ভাবনা সঠিক হ'তেও পারে, কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তো সকল শ্রেণীর মানুষেরই পাপ-পঙ্কিলতার হিসাব নিবেন। সেক্ষেত্রে বরং তাদের হিসাব হবে আরও কঠোর। তাদের মতো শিক্ষার্থীদের বিদ্যা তাদের কোন উপকারে আসে না। কেননা মুজাহিদের জন্য যেমন তলোয়ার, আমলের জন্য তেমনি বিদ্যা। তলোয়ার ব্যবহার না করলে তা দ্বারা মুজাহিদ কীভাবে উপকৃত হবে? আবার ক্ষুধার্তকে দেখুন, সে ক্ষুধা থেকে বাঁচার জন্য খাদ্য জমা করে। কিন্তু ক্ষুধায় যদি সে নাই খেল, তবে আর খাদ্য জমিয়ে কি লাভ! কবি বলেন,

يُحَاوِلُ نَيْلَ الْمَجْدِ وَالسَّيْفُ مُغْمَدٌ * وَيَأْمَلُ إِدْرَاكَ الْعُلاَ وَهُوَ نَائِمُ

'সে মুজাহিদের সম্মান লাভে প্রয়াসী, অথচ তার তলোয়ার কোষবদ্ধ, সে উচ্চমার্গের নাগাল পেতে আশাবাদী, অথচ ঘুমিয়ে আছে বিছানায়'।[১০]

৮. শু'আবুল ঈমান, হা/৩২১১।
৯. তাবয়ীনু কিযবিল মুফতারী, পৃ. ২৬৩।
১০. ইবনুল জাওযী, আল-মুদহিশ, পৃ. ৪৭০।

www.at-tahreek.com

জাহিল-মূর্খদের হাল-হকীকতও অনেক সময় এ ধরনের শিক্ষার্থীদের থেকে ভাল হয়ে থাকে। কেননা কিছু কিছু জাহিল-মূর্খ নিজেদের মনের হিসাব করে মন্দ আমলগুলো বের করে ফেলে এবং খেয়াল-খুশীর মৌতাতে মজে সর্বনাশ ডেকে আনার আগে নিজেদের সংশোধনে সচেষ্ট হয়। অনেক শিক্ষার্থী তাদের শেখা বিদ্যার প্রচার-প্রসার করে না এবং পঠন-পাঠনেও অংশ নেয় না। এটি তাদের একটা বড় ভুল। অথচ এ ভুল যাতে না হয়, সেজন্য তাদের নিজেদের দায়িত্বের হিসাব রাখা আবশ্যক ছিল। আর যারা বিদ্বান বা আলেম তারা নিজেদের মনের হিসাব রাখতে অন্যান্যদের তুলনায় বেশী সমর্থ। আজকাল আমরা ইন্টারনেট, ইউটিউব, টিভি ইত্যাদি মিডিয়াতে প্রচারিত যেসব ভুলে ভরা দ্বীন বিনষ্টকারী ফৎওয়া দেখতে পাই তার কারণ আলেমদের মুহাসাবা বিমুখতা। তারা যদি নিজেদের মনে একবারের জন্যও ভেবে দেখতেন তাহ'লে ফৎওয়া জিজ্ঞাসাকারীদের খেয়াল-খুশী অনুযায়ী তাদের মর্যি মাফিক ঐসব বাজে ফৎওয়া দিতেন না। কাজেই আলেম ও তালেবুল এলেম বা দ্বীন শিক্ষার্থীদের জন্য অন্য যে কারও তুলনায় নিজেদের মনের হিসাব কঠিনভাবে রাখা উচিত। কেননা তারা যদি নিজেদের মনের হিসাব রাখে তবে নিজেরা উপকৃত হবে এবং জনগণেরও উপকার করতে পারবে। আর যদি নিজেদের মনের হিসাব রাখা ছেড়ে দেয় তবে নিজেরা পথহারা হবে এবং অন্যদেরও পথহারা করবে।

সৎকাজে মনের মুহাসাবার প্রকারভেদ : মনের হিসাব শুধু পাপকাজেই নয়, বরং সৎকাজেও আবশ্যক। সৎকাজে মনের হিসাব গ্রহণের দু'টি ধারা রয়েছে। এক- সৎকাজ করার আগে। দুই- সৎকাজ করার পরে।

১. সৎকাজ করার আগে মনের হিসাব :

ব্যক্তি কাজ শুরুর আগে নিজের মনের অবস্থা যাচাই করবে। তার চিন্তা-ভাবনা কোন দিকে, মনের ইচ্ছা, ঝোঁক ও সঙ্কল্পইবা কী তা লক্ষ্য করবে। কাজটা নির্ভেজালভাবে আল্লাহ্র জন্য করা হচ্ছে কি-না তা ভেবে দেখবে। যদি তার নিয়ত আল্লাহ্র জন্য হয় তাহ'লে কাজে নেমে পড়বে, তা না হ'লে তা পরিত্যাগ করবে।

হাসান বছরী (রহঃ) বলেন, আল্লাহ তার ঐ বান্দার উপর রহম করুন, যে সৎকাজের শুরুতে একটু থেমে নিজের নিয়ত যাচাই করে দেখে। যদি কাজটা আল্লাহকে রাযী-খুশী করার জন্য হয় তবে তা করে, আর যদি না হয় তবে তা বাদ দিয়ে দেয়।[১১]

অবশ্য রিয়া বা লোক দেখানোর আশঙ্কা মনে জাগার কারণে কেউ যেন তার সকল আমল ছেড়ে না দেয়। এখানে ঐ সকল আমলের কথা বলা হচ্ছে যার প্রথম শুরুতেই সে লৌকিকতার ভয় করছে। কিন্তু যে সকল সৎকাজ ফরয কিংবা নফল, যাতে সে অভ্যস্ত, তা লৌকিকতার ভয়ে ছেড়ে দেবে না। বরং নিয়তের সঙ্গে যুদ্ধ করে তা সংশোধনের চেষ্টা করবে।

১১. *শু'আবুল ঈমান, হা/৭২৭৯।*

আমল যাতে ইখলাছ অনুযায়ী হয় সেজন্য এই প্রকারের মুহাসাবা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিনা মুহাসাবায় আমল করলে তা লোক দেখানোর ধারায় হয়ে যাবে এবং আমলকারী নিজের ধ্বংস ডেকে আনবে। তখন তার অবস্থা দাঁড়াবে, যেমনটা আল্লাহ বলেছেন, عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ، تَصْلَى نَارًا حَامِيَةً 'ক্লিষ্ট, ক্লান্ত। তারা জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করবে' *(গাশিয়া ৮৮/৩-৪)*। সুতরাং সে তার আমল থেকে মোটেও উপকৃত হ'তে পারবে না, যদিও বাহ্যত তা সৎ আমল বলে মনে হবে।

নিয়ত খালেছ বা আল্লাহ্র জন্য নির্ভেজাল করার পর খেয়াল করবে এই আমল বাস্তবায়ন তার সামর্থ্যের ভিতরে, না বাইরে? যদি সামর্থ্যের বাইরে হয় তাহ'লে তা বাদ দেবে। যা করতে পারবে না তার পেছনে খামাখা সময় ব্যয় করবে না। আর যদি সামর্থ্যের ভিতরে হয় তাহ'লে আরেকবার থামবে এবং ভাববে কাজটা না করার চেয়ে করা উত্তম, নাকি করার চেয়ে না করা উত্তম?

যদি না করার চেয়ে করা উত্তম হয় তাহ'লে তা করবে। আর যদি করার চেয়ে না করা উত্তম হয় তাহ'লে করবে না। এ মুহাসাবা মনকে বড় শিরক, ছোট শিরক ও গোপন শিরক তথা রিয়া থেকে বাঁচানোর জন্য খুবই যরূরী।

২. আমলের পর মুহাসাবা :

এটি আবার তিন প্রকার। প্রথমত: এমন সৎ কাজে মুহাসাবা যা আল্লাহ্র হক বা অধিকারভুক্ত:

সৎ কাজ করার পর তা যাচাই করে দেখাই এ মুহাসাবা। কিভাবে সে ইবাদাতটা করল? যেভাবে কাজটা করা উচিত সেভাবে করেছে কি-না? তা কি সুন্নাত মাফিক হয়েছে, নাকি তাতে কোন ত্রুটি হয়েছে? যেমন ছালাতের মধ্যে খুশূ-খুযূ বা আল্লাহ্র প্রতি ধ্যান-খেয়াল টুটে যাওয়া, কোন প্রকার পাপ-প্রমাদ ঘটিয়ে ছিয়ামের মূল্য হ্রাস করা কিংবা হজ্জ পালনকালে নাফরমানিমূলক কাজ কিংবা ঝগড়াঝাটি করা।

সৎকাজে আল্লাহ তা'আলার হক ছয়টি। যথা :

১. আমলের মধ্যে ইখলাছ বজায় রাখা।
২. শিরক মুক্তভাবে খালেছ ঈমান সহকারে আমল সম্পন্ন হওয়া।
৩. আমলটি রাসূলুল্লাহ (ছঃ)-এর অনুসরণ করে করা।
৪. সুন্দর-সুচারুরূপে ও মযবুতভাবে আমলটি করা।
৫. আমলটি সম্পন্ন করার পিছনে তার প্রতি আল্লাহ্র যে অনুগ্রহ ও সাহায্য-সহযোগিতা রয়েছে অকুণ্ঠচিত্তে তার সাক্ষ্য দেওয়া।
৬. কাজ শেষে নিজের অপূর্ণতার স্বীকারোক্তি করা।

দ্বিতীয়ত : যে ধরনের আমল করার চেয়ে না করা উত্তম সে ধরনের আমলে মুহাসাবা :

একজন মুসলিমের সামনে উত্তম আমল থাকা অবস্থায় তার থেকে অনুত্তম আমলে মশগূল হওয়া কখনই সমীচীন নয়। যেমন ক্বিয়ামুল লাইল বা তাহাজ্জুদের ছালাতে মশগূল হওয়ার দরুন ফজর ছালাত কাযা হয়ে যাওয়া অথবা এমন কোন যিকিরে মশগূল হওয়া যেখানে তার থেকে উত্তম অনেক

যিকির রয়েছে। এ বিষয়ে উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) বর্ণিত নিম্নের হাদীছটি প্রণিধানযোগ্য-

عَنْ جُوَيْرِيَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى وَهِيَ جَالِسَةٌ فَقَالَ مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا. قَالَتْ نَعَمْ. قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ-

'উম্মুল মুমিনীন জুওয়াইরিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, একদিন ফজর ছালাত শেষে ভোর বেলায় নবী করীম (ছাঃ) ঘর হ'তে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তিনি তখন তাঁর জায়নামাযে বসা অবস্থায় ছিলেন। পূর্বাহ্ন হওয়ার পর নবী করীম (ছাঃ) যখন ফিরে আসলেন তখনও তিনি বসা অবস্থায় ছিলেন। এ দৃশ্য দেখে নবী করীম (ছাঃ) বললেন, আমি যে অবস্থায় তোমাকে ছেড়ে গেছি তুমি সে অবস্থায়ই আছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, তুমি যদি ফজর ছলাতের পরে চারটি বাক্য তিনবার বলতে তবে তা তোমার আজকের সারা দিনের বলা সকল কথার সমতুল্য হ'ত। সেই বাক্য চারটি হল : *সুবহা-নাল্লা-হি ওয়া বিহামদিহী 'আদাদা খালক্বিহী, ওয়া রিযা নাফসিহী, ওয়া যিনাতা আরশিহী, ওয়া মিদা-দা কালিমা-তিহী*। অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্র প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করছি তার সৃষ্টির সংখ্যার সমপরিমাণে; তার নিজের সন্তুষ্টির সমপরিমাণে; তার আরশের ওযন পরিমাণে এবং তার বাক্যসমূহের সংখ্যার সমপরিমাণে'।[১২]

তৃতীয়ত : নিত্যকার অভ্যাসমূলক মুবাহ কাজকর্মে নিয়ত ছুটে যাওয়ার উপর মনের হিসাব নেওয়া :

মানুষ তার অভ্যাসমূলক মুবাহ কাজগুলোকে খুব কমই আমলে ছালেহ বা সৎ কাজে রূপান্তর করতে চেষ্টা করে। অথচ অভ্যস্ত মুবাহ কাজে সৎ নিয়ত করলে এবং আল্লাহ্র কাছে তার আমলের প্রতিদান লাভের সদিচ্ছা রাখলে ওই মুবাহ কাজগুলোই তখন ছওয়াবের কাজে পরিণত হয়।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللهِ إِلاَّ أُجِرْتَ عَلَيْهَا، حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ-

সা'দ বিন আবু ওয়াক্কাছ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, '(হে সা'দ,) তুমি যা কিছুই ব্যয় কর না কেন, তাতে যদি তুমি আল্লাহ্র সন্তোষ অর্জনের চেষ্টা কর তাহ'লে তুমি সেজন্য ছওয়াব পাবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যে খাদ্যগ্রাস তুলে দাও সেজন্যও'।[১৩] সুতরাং মুসলমানের মুবাহ ও অভ্যাসমূলক কাজেও মনের হিসাব নেওয়া কর্তব্য। সে খেয়াল করবে তার ওই ধরনের কাজে নেক নিয়ত আছে কি-না যেজন্য সে ছওয়াব পাবে? আর যদি নেক নিয়ত না করে থাকে তাহ'লে বিনা ছওয়াবেই কাজটা হয়ে গেল কি-না?

মুহাসাবার সহায়ক বিষয় সমূহ

১. আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলাকে জানা :

মনের হিসাব গ্রহণের অন্যতম সহায়ক আল্লাহকে জানা। মনের মধ্যে যদি এ অনুভূতি জাগরুক থাকে যে, বান্দা আল্লাহ তা'আলার নিয়ন্ত্রণাধীন, তিনি তার লুকোনো বা গোপনীয় সকল বিষয় জানেন, কোন কিছুই তার নিকট অবিদিত নয়, তাহ'লে হিসাব করে আমল করা সহজ হয়ে দাঁড়ায়। আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ 'নিশ্চয়ই আমরা মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং আমরা জানি তার অন্তর তাকে যেসব কুমন্ত্রণা দেয়। বস্তুতঃ আমরা গর্দানের রগের চাইতেও তার নিকটবর্তী' *(ক্বাফ ৫০/১৬)*। তিনি আরও বলেন, وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ 'জেনে রেখ যে, আল্লাহ তোমাদের অন্তরের খবর রাখেন। অতএব তাঁকে ভয় কর' *(বাক্বারাহ ২/২৩৫)*। এ আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ছা'আলিবী (রহঃ) বলেন, বান্দার নিজের দোষ-ত্রুটির পরিমাণ কতটুকু, তার রবের মহত্ত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও অমুখাপেক্ষিতার সীমা-পরিসীমাই বা কতদূর এবং তার রব কোন কিছুর জন্য জিজ্ঞাসিত নন, অথচ তাকে প্রতি পদে পদে জিজ্ঞাসিত হ'তে হবে, বান্দার মধ্যে এই অনুভূতি জাগ্রত থাকলে আল্লাহ্র প্রতি তার ভয় জোরালো হবে। ফলে সে তখন তার রবকে সবচে বেশী ভয়কারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং নিজেকে ও নিজের রবকে সবচেয়ে বেশী জাননেওয়ালাদের শ্রেণীভুক্ত হবে।

অতঃপর যখন আল্লাহ্র মা'রেফাত (জ্ঞান) পূর্ণতা লাভ করবে তখন তা আল্লাহভীতি ও অন্তরে জ্বলুনি-পুড়ুনি সৃষ্টি করবে। তারপর অন্তর থেকে সেই জ্বলুনির প্রভাব সারা দেহে ছড়িয়ে পড়বে। ফলশ্রুতিতে মনের কামনা-বাসনা বিদূরীত হবে এবং আল্লাহ্র ভয়ে তা জ্বলে-পুড়ে যাবে। মনে দেখা দেবে ভয়-ভাবনা ও অপমানিত হওয়ার চিন্তা। আল্লাহ্র ভয়ে বান্দা তখন পুরো পেরেশান থাকবে এবং নিজের পরকালীন পরিণাম কী দাঁড়াবে তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করবে। তখন তার কাজ হবে শুধুই মুহাসাবা ও মুজাহাদা।

শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে এবং চোখের পলক নড়াতেও তার তখন ইতস্তবোধ হবে। প্রতি পদক্ষেপ ও কথায় সে মনকে পাকড়াও করবে, কেন এটা করলে বা বললে, কিংবা কেন এটা করলে না বা বললে না?[১৪]

১২. *মুসলিম হা/২৭২৬; মিশকাত হা/২০৩১।*

১৩. *বুখারী হা/৫৬; ছহীহুল জামে হা/৩০৮২।*

১৪. *তাফসীরে ছা'আলিবী ৪/৪১২।*

২. কাল ক্বিয়ামতে শান্তি লাভের অনুভূতি :

ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, ব্যক্তি যখন এ অনুভূতি নিজের অন্তরে তাজা রাখবে যে, আজ এ দুনিয়াতে সে যত মেহনত করবে কাল ক্বিয়ামতে অন্যের হাতে হিসাব-কিতাব চলে যাওয়ার কালে সে বহু শান্তিতে থাকবে; কিন্তু আজ যদি সে তার জীবনের মূল্যবান সময় অযথা নষ্ট করে তাহ'লে আগামী দিন তার জন্য হিসাব দেওয়া বড়ই কঠিন হয়ে পড়বে, তখন এ অনুভূতি তার মনের হিসাব গ্রহণে এবং মনকে নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করবে।[১৫]

৩. ক্বিয়ামত দিবসে তার সামনে উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে চিন্তা :

ক্বিয়ামতের দিন বান্দা কী কী প্রশ্নের মুখোমুখি হ'তে পারে তৎসম্পর্কিত চিন্তা তার মনের হিসাব গ্রহণে তাকে তৎপর করতে পারে। তাতে করে সে আল্লাহ্র প্রতি মনোনিবেশ করবে, সত্যের অনুসরণ করবে, বাজে কাজে সময় ব্যয় ও খেয়াল-খুশীর অনুসরণ ত্যাগ করবে এবং ফরয পালন, হারাম ত্যাগ, নফল-মুস্তাহাব বেশী বেশী আদায় আর মাকরূহ ও সন্দেহ থেকে নিজেকে দূরে রাখতে বদ্ধপরিকর হবে। বান্দাকে তো ক্বিয়ামত দিবসে তার সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের হিসাব দিতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا 'নিশ্চয়ই তোমার কর্ণ, চক্ষু ও বিবেক প্রতিটিই জিজ্ঞাসিত হবে' *(বনী ইসরাঈল ১৭/৩৬)*।

বান্দাকে আল্লাহ যত নে'মত এ দুনিয়াতে দিয়েছেন তার শুকরিয়া সে যথাযথভাবে আদায় করেছে কি-না সে সম্পর্কে সে জিজ্ঞাসিত হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ 'অতঃপর তোমরা অবশ্যই সেদিন তোমাদেরকে দেওয়া নে'মতরাজি সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবে' *(তাকাছুর ১০২/৮)*।

প্রশ্ন শুধু কাফের-ফাসেকদেরই করা হবে না, বরং সৎলোক ও রাসূলদেরও করা হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ 'যাতে সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদিতা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা যায়' *(আহযাব ৩৩/৮)*। মুজাহিদ (রহঃ) সত্যবাদীদের পরিচয় সম্পর্কে বলেন, সত্যবাদী হ'ল তারা, যারা রাসূলগণের পক্ষ থেকে প্রচারকারী ও পৌঁছানেওয়ালা।[১৬] আল্লামা সা'দী (রহঃ) বলেন, অচিরেই আল্লাহ তা'আলা নবীদের এবং তাদের অনুসারীদের তাবলীগ বা প্রচার সংক্রান্ত এই কঠিন প্রতিজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন যে, তারা প্রতিজ্ঞা পূরণ করেছে এবং সত্য বলেছে, বিধায় তাদের তিনি জান্নাতুন নাঈম প্রদান করবেন, নাকি তারা কুফুরী করেছে বিধায় তাদের জ্বালাময় শাস্তি দিবেন?[১৭] আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ 'অতঃপর আমরা যাদের কাছে রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে এবং রাসূলগণকে অবশ্যই (ক্বিয়ামতের দিন) জিজ্ঞাসাবাদ করব' *(আ'রাফ ৭/৬)*।

ভেবে দেখুন! যেখানে রাসূল ও সত্যবাদীরা ক্বিয়ামতের দিন প্রশ্নের মুখোমুখি হচ্ছেন সেখানে অন্যদের অবস্থা কী দাঁড়াবে!

৪. প্রতিফল বা পুরস্কারের কথা জানা থাকা :

যেসব আমল করলে জাহান্নাম থেকে বাঁচা যাবে এবং জান্নাতে যাওয়া যাবে সেসব আমলকে সূরা ছফফে 'তিজারত' বা ব্যবসা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লামা ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন জানবে যে, এই তিজারতের লাভ, জান্নাতুল ফিরদাউসে বসবাস ও রব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ এবং এই তিজারতের লোকসান, জাহান্নামে প্রবেশ ও রব্বুল আলামীনের দর্শন লাভ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং এ কথার ইয়াক্বীন তার অন্তরে বদ্ধমূল হবে তখন তার জন্য আজকের জীবনের হিসাব রাখা সহজ হয়ে যাবে।

৫. ক্বিয়ামত দিবসের স্মরণ :

আমীরুল মুমিনীন ওমর বিন আব্দুল আযীয (রহঃ) আদী বিন আরতাতকে এক পত্রে লিখেছিলেন, হে আদী, আল্লাহকে ভয় করো এবং ক্বিয়ামত দিবসে হিসাব দেওয়ার আগে নিজে নিজের হিসাব নাও। আর স্মরণ রাখো সেই রাতকে, যে রাতের পেট চিড়ে ক্বিয়ামতের ভয়াবহ সকাল দেখা দেবে। যেদিন ক্বিয়ামত আসবে সেদিন সূর্য নিষ্প্রভ (আলোহীন) হয়ে যাবে, আকাশ থেকে নক্ষত্রগুলো খসে পড়বে এবং মানুষ দলে দলে ভাগ হয়ে যাবে- এক দল যাবে জান্নাতে, আর এক দল যাবে জাহান্নামে'।[১৮]

৬. মৃত্যুকে স্মরণ :

মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর মজলিসে এক লোক হাযির ছিল। তিনি তাকে বললেন, 'আমাদের সাথে যোহর ছালাত আদায় করুন'। লোকটি বলল, 'আমি আপনাদের সাথে যোহর ছালাত আদায় করতে পারব, কিন্তু আছর ছালাত আদায় করতে পারব না'। তখন মা'রূফ (রহঃ) বললেন, 'মনে হয় যেন আপনি আছর ছালাত পর্যন্ত বেঁচে থাকার আশা করেন'! আমি লম্বা আশা পোষণ থেকে আল্লাহ্র আশ্রয় কামনা করছি।[১৯]

এক ব্যক্তি মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর সামনে গীবতমূলক কথা বলল। তা শুনতে পেয়ে তিনি তাকে বললেন, 'তুমি সেই তুলার কথা স্মরণ কর, (মৃত্যুকালে) যা তোমার দু'চোখের উপর রাখা হবে'।[২০]

অনন্তর মানুষ যখন তার মৃত্যুর কথা স্মরণ করবে তখন তার যাবতীয় আমলের হিসাব নিজ মন থেকে নিতে পারবে এবং মনকে তার সীমার মধ্যে স্থির রাখতে পারবে।

[চলবে]

---

১৫. *ইগাছাতুল লাহফান ১/৮০।*
১৬. *তাফসীর ইবনু কাছীর ৩/৫৬৮।*
১৭. *তায়সীরুল কারীমির রাহমান, ৬৫৯ পৃ.।*
১৮. *তারীখু দিমাশক ৪০/৬২।*
১৯. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/১৬৩।*
২০. *ঐ, ৮/১৬৪।*

www.at-tahreek.com

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি: ইসলামী দৃষ্টিকোণ

*ড. নূরুল ইসলাম**

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

[দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির কারণ] :

৯. পণ্যের স্বল্পতা : অনেক সময় পণ্যের স্বল্পতা বা কতিপয় নাগরিকের পণ্য মজুদের প্রবণতার কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। সম্পদশালী ব্যক্তিরা বাজারে আসে এবং পণ্য ক্রয় করে জমা করে রাখে। এদিকে বাজারে পণ্যের স্বল্পতার দরুন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়। চাই সে ব্যক্তি নিজের জন্য পণ্য সংগ্রহ করুক বা পরবর্তীতে চড়া দামে বিক্রির লক্ষ্যে মজুদদারির উদ্দেশ্যে সংগ্রহ করুক। মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর শায়খ আতিইয়া সালিম বলেন, فَهَذَا هُوَ مُوْجِبُ غَلاَءِ السِّعْرِ– 'এটাই হল দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কারণ'।[১]

১০. বিলাসিতা : বিলাসিতা দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির অন্যতম কারণ। বিলাসী ব্যক্তিরা তাদের চাহিদা পূরণের জন্য যেকোন মূল্যে পণ্য কিনতে তৎপর ও উৎসাহী থাকে। এজন্য ইসলাম আমাদেরকে বিলাসিতা থেকে কঠোরভাবে সতর্ক করেছে। কারণ বিলাসিতার কারণে পূর্ববর্তী বহু জাতি ধ্বংস হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَلَوْلَا كَانَ مِنَ الْقُرُونِ مِنْ قَبْلِكُمْ أُولُو بَقِيَّةٍ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّنْ أَنْجَيْنَا مِنْهُمْ وَاتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَا أُتْرِفُوا فِيهِ وَكَانُوا مُجْرِمِينَ، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَى بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ–

'অতএব তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতগুলির মধ্যে এমন দূরদর্শী লোক কেন হ'ল না, যারা জনপদে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিত? তবে অল্প কিছু লোক ব্যতীত, যাদেরকে আমরা তাদের মধ্য হ'তে (আযাব থেকে) রক্ষা করেছিলাম। অথচ যালেমরা তো ভোগ-বিলাসের পিছনে পড়ে ছিল। আর তারা ছিল মহা পাপী। আর তোমার প্রতিপালক এমন নন যে, সেখানকার অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া সত্ত্বেও জনপদ সমূহকে অন্যায়ভাবে ধ্বংস করে দিবেন' *(হূদ ১১/১১৬-১১৭)*।

মু'আয বিন জাবাল (রাঃ)-কে ইয়েমেনে প্রেরণের সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, إِيَّاكَ وَالتَّنَعُّمَ فَإِنَّ عِبَادَ اللهِ لَيْسُوْا بِالْمُتَنَعِّمِيْنَ 'তুমি বিলাসিতা থেকে বেঁচে থাকবে। কারণ আল্লাহ্র বান্দারা বিলাসী নন'।[২]

১১. যাকাত প্রদান না করা : সম্পদের যাকাত প্রদান না করা বালা-মুছীবত ও মূল্যবৃদ্ধির একটি কারণ। যাকাত প্রদান করলে সম্পদে বরকত বৃদ্ধি পায় এবং ধনী-গরীব নির্বিশেষে সমাজের মানুষের মধ্যে ভালবাসা ও ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকে।

১২. দালালী : ক্রেতা ও বিক্রেতার মাঝে দালালের অনুপ্রবেশ ঘটলে দ্রব্যমূল্য বেড়ে যায়। এজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ 'কোন শহুরে যেন গ্রাম্য লোকের পণ্য বিক্রি না করে। তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক প্রদান করবেন'।[৩]

উক্ত হাদীছের প্রকৃত তাৎপর্য সম্পর্কে তাউস (রহঃ) ইবনু আব্বাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করেন, مَا قَوْلُهُ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لاَ يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا 'কোন শহুরে গ্রাম্য লোকের পক্ষে পণ্য বিক্রি করবে না, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একথার অর্থ কি? তিনি বললেন, 'সে যেন তার জন্য দালালের ভূমিকা পালন না করে'।[৪]

ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ، أَنَّهُ مَتَى تُرِكَ الْبَدَوِيُّ يَبِيْعُ سِلْعَتَهُ، اشْتَرَاهَا النَّاسُ بِرُخْصٍ، وَيُوَسِّعُ عَلَيْهِمِ السِّعْرَ، فَإِذَا تَوَلَّى الْحَاضِرُ بَيْعَهَا، وَامْتَنَعَ مِنْ بَيْعِهَا، إِلَّا بِسِعْرِ الْبَلَدِ ضَاقَ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدِ– 'হাদীছের মর্মার্থ হ'ল, গ্রাম্যলোককে যখন তার পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হবে, তখন মানুষ তা সস্তা দামে ক্রয় করতে পারবে এবং বিক্রেতাও তাদের কাছে কম দামে বিক্রি করতে পারবে। কিন্তু শহুরে (দালাল) যখন সেই পণ্য বিক্রি করার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং শহরের প্রচলিত দামে ছাড়া পণ্য বিক্রি করতে অসম্মত হবে, তখন নগরবাসীর জন্য তা কষ্টসাধ্য হবে'।[৫]

ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ প্রণেতা বলেন,

وهذا من البيوع المحرمة للنهى عنه، والنهى يقتضى الفساد وكذلك للإضرار بالمسلمين فالبادى يقدم على البلد ويبيع سلعته بما يعود عليه بالكسب الحلال ويقضى الناس حوائجهم، لكن إذا تولى التسعير له سمسار يعرف حاجة الناس وفاقتهم زاد فى السعر بربح قد يصل أضعافًا مضاعفة– وهذا مخالف لسماحة الإسلام ويسر الشارع الكريم، ولهذا جاء فى الحديث : دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ– 'এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয় নিষেধ হওয়ার কারণে এটি হারাম ক্রয়-বিক্রয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর নিষেধ ক্রয়-বিক্রয় বাতিলের

---

* ভাইস প্রিন্সিপাল, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

১. শায়খ আতিইয়া মুহাম্মাদ সালিম, শারহু বুলূগিল মারাম, মাকতাবা শামেলাহ.দ্র.।
২. আহমাদ হা/২২১১৮; ছহীহ তারগীব হা/২১৪৬; মিশকাত হা/৫২৬২।
৩. মুসলিম হা/১৫২২; আবূদাঊদ হা/৩৪৪২; নাসাঈ হা/৪৪৯৫; মিশকাত হা/২৮৫২।
৪. বুখারী হা/২১৫৮; মুসলিম হা/১৫২১।
৫. আল-মুগনী ৬/৩০৯।

www.at-tahreek.com

দাবী করে। অনুরূপভাবে মুসলমানদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করার কারণেও এটি নিষিদ্ধ। কারণ গ্রাম্য ব্যক্তি শহরে এসে তার পণ্য বিক্রি করতে পারলে হালাল কামাই করতে পারবে এবং মানুষেরাও তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারবে। কিন্তু দালাল যদি তার জন্য পণ্যমূল্য নির্ধারণের দায়িত্ব পালন করে, যে মানুষের প্রয়োজন ও তাদের দরিদ্রতা সম্পর্কে সম্যক অবগত, তখন সে লাভ সহ এমনভাবে মূল্য বৃদ্ধি করে দিবে যে, কখনো তা দ্বিগুণ-বহুগুণে গিয়ে ঠেকতে পারে। এটি ইসলামের উদারতা ও শরী'আত প্রণেতার সহজতার বিরোধী। এজন্যই হাদীছে এসেছে, 'তোমরা লোকদের ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের কারো দ্বারা কাউকে রিযিক দিবেন'।[৬]

আনাস (রাঃ) বলেছেন, نُهِيْنَا أَنْ يَبِيْعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ أَوْ أَبَاهُ 'কোন শহরবাসী (দালাল) যেন গ্রামবাসীর পণ্য বিক্রি না করে- এ বিষয়ে আমাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। যদিও সে ব্যক্তি তার নিজের ভাই বা পিতা হয়'।[৭]

১৩. নাজাশ : 'Najash means to offer a high price for something without having the intention to buy it but just to cheat somebody else who really wants to buy it'. 'কোন পণ্য ক্রয়ের ইচ্ছায় নয়; বরং প্রকৃত ক্রেতাকে ঠকানোর উদ্দেশ্যে পণ্যের উচ্চদাম হাঁকা হল নাজাশ'।[৮]

এটা এক ধরনের প্রতারণা। এ ধরনের কর্মকাণ্ডের ফলেও জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ ধরনের ক্রয়-বিক্রয়কে নিষেধ করে বলেন, وَلاَ تَنَاجَشُوْا 'তোমরা প্রতারণামূলক দালালী করো না'।[৯] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, وَقَالَ ابْنُ أَبِى أَوْفَى النَّاجِشُ آكِلُ رِبًا خَائِنٌ وَهْوَ خِدَاعٌ بَاطِلٌ، لاَ يَحِلُّ– 'ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) বলেন, দালাল হল সূদখোর, খিয়ানতকারী। এটি প্রতারণা, যা বাতিল ও অবৈধ'।[১০]

ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, وَأطلق بنُ أَبِي أَوْفَى عَلَى مَنْ أَخْبَرَ بِأَكْثَرَ مِمَّا اشْتَرَى بِهِ أَنَّهُ نَاجِشٌ لِمُشَارَكَتِهِ لِمَنْ يَزِيْدُ فِي السِّلْعَةِ وَهُوَ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَشْتَرِيَهَا فِيْ غُرُوْرِ الْغَيْرِ فَاشْتَرَكَا فِي الْحُكْمِ لِذَلِكَ وَكَوْنُهُ آكِلَ رِبًا بِهَذَا التَّفْسِيْرِ– 'যে ব্যক্তি ক্রয়কৃত মূল্যের চেয়ে বেশী দামে ক্রয় করেছি বলবে ইবনু আবূ আওফা (রাঃ) তাকে নাজিশ বলেছেন। এক্ষেত্রে সে ঐ ব্যক্তির সাথে সাদৃশ্য রাখে যে অন্যকে ধোঁকা দেয়ার জন্য পণ্যের বেশী দাম হাঁকে, অথচ তা কেনার ইচ্ছা তার নেই। এজন্য হুকুমের ক্ষেত্রে তারা উভয়েই সমান। এই ব্যাখ্যা অনুযায়ী নাজিশ (দালাল) সূদখোর'।[১১]

শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন (রহঃ) বলেন,

والنجش محرم؛ لأن النبي صلّى الله عليه وسلّم نهى عنه فقال: لا تناجشوا ولأنه يورث العداوة والبغضاء بين المسلمين؛ لأنه إذا علم أن هذا ينجش من أجل الإضرار بالمشترين كرهوه وأبغضوه، ثم عند الفسخ في الغبن ربما لا يرضى البائع بالفسخ، فيحصل بينه وبين المشتري عداوة أيضاً–

'নাজাশ হারাম। কেননা নবী করীম (ছাঃ) এ থেকে নিষেধ করে বলেছেন, 'তোমরা দালালী করো না'। এটি নিষিদ্ধ হওয়ার আরেকটি কারণ হ'ল, তা মুসলমানদের মাঝে ঘৃণা ও শত্রুতার বীজ বপন করে। কারণ যখন জানা যাবে যে, ক্রেতাদের ক্ষতি সাধন করার জন্য এই ব্যক্তি দালালী করে তখন তারা তাকে অপসন্দ ও ঘৃণা করবে। অতঃপর ধোঁকা দেয়ার ক্ষেত্রে বিক্রয় ভঙ্গ করার সময় হয়ত বিক্রেতা তাতে সম্মত হবে না। তখন বিক্রেতা ও ক্রেতার মাঝেও শত্রুতার সৃষ্টি হবে'।[১২]

১৪. তালাক্কী : গ্রামের কৃষকরা পণ্য নিয়ে শহরের বাজারে প্রবেশ করার পূর্বেই তাদের কাছ থেকে পাইকারীভাবে তা ক্রয় করে নেয়াকে তালাক্কী বলে। আব্দুল্লাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَنَشْتَرِى مِنْهُمُ الطَّعَامَ، فَنَهَانَا النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ نَبِيْعَهُ حَتَّى يُبْلَغَ بِهِ سُوْقُ الطَّعَامِ– 'আমরা ব্যবসায়ী দলের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের নিকট থেকে খাদ্য ক্রয় করতাম। নবী করীম (ছাঃ) খাদ্যের বাজারে পৌঁছানোর পূর্বে আমাদের তা ক্রয় করতে নিষেধ করলেন'।[১৩] ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَلاَ تَلَقَّوُا السِّلَعَ حَتَّى يُهْبَطَ بِهَا إِلَى السُّوقِ 'তোমরা পণ্য ক্রয় করো না তা বাজারে হাযির না করা পর্যন্ত'।[১৪] ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّى الرُّكْبَانِ، وَأَنَّ بَيْعَهُ مَرْدُوْدٌ، لِأَنَّ صَاحِبَهُ عَاصٍ آثِمٌ إِذَا كَانَ بِهِ عَالِمًا، وَهُوَ خِدَاعٌ فِى الْبَيْعِ، وَالْخِدَاعُ لاَ يَجُوْزُ– 'অনুচ্ছেদ : সস্তায় পণ্য ক্রয় করার মানসে অগ্রসর হয়ে কাফেলার সঙ্গে মিলিত হয়ে কিছু ক্রয় করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা। এ ধরনের ক্রয়

৬. *আবূ মালেক কামাল বিন সাইয়িদ সালিম, ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো : আল-মাকতাবাতুত তাওফীকিয়্যাহ, ১৫তম সংস্করণ, ২০১৬), ৪/৩৯৩।*
৭. *বুখারী হা/২১৬১.; মুসলিম হা/১৫২৩.; নাসাঈ হা/৪৪৯৩।*
৮. *A. B. M. Hossain, Commercial Laws in Islam (Dhaka: Islamic Foundation Bangladesh, 1983), P. 25.*
৯. *বুখারী হা/২১৪০; আবূদাঊদ হা/৩৪৩৮; নাসাঈ হা/৩২৩৯।*
১০. *বুখারী হা/২১৪২-এর পূর্বে।*
১১. *ইবনু হাজার আসক্বালানী, ফাতহুল বারী (রিয়াদ : দারুস সালাম, ১৪২১/২০০০), ৪/৪৪৯-৪৫০।*
১২. *শায়খ মুহাম্মাদ বিন ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-শারহুল মুমতে' (কায়রো : দারু ইবনিল জাওযী, ৩য় সংস্করণ, ১৪৩৩ হিঃ), ৮/৩০০।*
১৩. *বুখারী হা/২১৬৬।*
১৪. *বুখারী হা/২১৬৫; মুসলিম হা/১৫১৭।*

www.at-tahreek.com

প্রত্যাখ্যাত। কেননা জেনেশুনে এমন ক্রয় সম্পাদনকারী ব্যক্তি অবাধ্য ও পাপী। এটা ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধোঁকা প্রদান করা। আর ধোঁকা দেয়া জায়েয নয়'।[১৫]

এভাবে পাইকাররা কৃষকদের কাছ থেকে পণ্যসামগ্রী ক্রয় করে বাজারে একচেটিয়া প্রভাব সৃষ্টি করে দ্রব্যমূল্য বাড়িয়ে দিতে পারে। সেজন্য রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরূপ ক্রয়-বিক্রয়কে নিষিদ্ধ করে বলেন, لاَ تَلَقَّوُا الرُّكْبَانَ 'তোমরা (পণ্যবাহী) কাফেলার সাথে (শহরে প্রবেশের পূর্বে) সাক্ষাৎ করবে না'।[১৬]

১৫. একজন ক্রেতা যখন কোন দ্রব্য কেনার জন্য বিক্রেতার সাথে দর-দাম করে, তখন অন্য কেউ যদি তার দামের উপর দাম বলে তাহ'লে বিক্রেতা দ্রব্যের চাহিদা দেখে অনেক সময় দাম বাড়িয়ে দেয়।

১৬. পণ্যদ্রব্য বিদেশে পাচার : আমাদের দেশের একশ্রেণীর মুনাফালোভী অসাধু ব্যবসায়ী অধিক মুনাফা অর্জনের আশায় সীমান্ত দিয়ে প্রতিবেশী দেশে তেল, চামড়াসহ অন্যান্য দ্রব্য পাচার করে। ফলে দেশে সেসব পণ্যের ঘাটতি পড়ে এবং মূল্য বেড়ে যায়।

১৭. বিভিন্ন পণ্যের উপর আরোপিত আমদানী শুল্ক বৃদ্ধির কারণেও অনেক সময় দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পায়।

দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি প্রতিরোধে করণীয় :

১. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মজুদ কিংবা যোগান বন্ধ করে মূল্য বৃদ্ধির সাথে জড়িত ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটকে গোয়েন্দা সংস্থা ও জনগণের সহযোগিতায় শনাক্ত করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। যাতে কেউ পরবর্তীতে এ ধরনের অপকর্ম করার দুঃসাহস না দেখায়।

২. বন্যা, জলোচ্ছ্বাস, ঘূর্ণিঝড়, খরা প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জনগণের কষ্ট লাঘবের জন্য যথাযথ কর্মসূচী হাতে নেয়া।

৩. সূদভিত্তিক অর্থনীতির কবর রচনা করে ন্যায় ও ইনছাফপূর্ণ ইসলামী অর্থনীতি চালু করা।

৪. মধ্যস্বত্বভোগীরা যাতে অত্যধিক মুনাফা লাভের মানসে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করতে না পারে সেজন্য কার্যকর নিয়ম-নীতি প্রণয়ন ও দণ্ডবিধির ব্যবস্থা করা।

৫. হালাল উপায়ে উপার্জনের বন্দোবস্ত করা। অন্যদিকে অবৈধ উপায়ে অর্জিত সম্পদ বাজেয়াপ্ত করা এবং সরকার কর্তৃক জনগণের সম্পদের হিসাব গ্রহণ করা।

৬. সকল প্রকারের চাঁদাবাজি বন্ধ করা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করা, যাতে পণ্য আমদানী ও পরিবহনের খরচ কমে যায়।

৭. নাজাশ ও তালাক্কী জাতীয় প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় যাতে না চলে সেজন্য বাজার তদারকির ব্যবস্থা করা।

৮. একজন ক্রেতা কোন জিনিসের দাম করলে তার উপর দাম না বলা। কারণ রাসূল (ছাঃ) এরূপ করতে নিষেধ করেছেন।[১৭] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ وَلاَ يَسُوْمُ عَلَى سَوْمِ أَخِيْهِ– 'কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করবে না এবং তার ভাইয়ের দামের উপর দাম বলবে না'।[১৮] তিনি আরো বলেন, لاَ يَبِعِ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلاَ يَخْطُبْ عَلَى خِطْبَةِ أَخِيهِ إِلاَّ أَنْ يَأْذَنَ لَهُ 'কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং কেউ যেন তার ভাইয়ের বিবাহের প্রস্তাবের উপর প্রস্তাব না দেয়। তবে তাকে অনুমতি দিলে ভিন্ন কথা'।[১৯] ইবনু ওমর (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لاَ يَبِيْعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيْهِ حَتَّى يَبْتَاعَ أَوْ يَذَرَ 'কোন ব্যক্তি তার মুসলমান ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রস্তাবের উপর বেচাকেনার প্রস্তাব দেবে না, যতক্ষণ না সে ক্রয় করে বা ছেড়ে যায়'।[২০]

উল্লেখ্য যে, পণ্যের মালিক ও ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ঐক্যমত পোষণ করল, কিন্তু তা সম্পাদিত হ'ল না। এমন সময় অন্য আরেকজন এসে বিক্রেতাকে বলল, আমি এটি ক্রয় করব। মূল্য নির্ধারণের পর এটি হারাম। পক্ষান্তরে বিক্রিত পণ্যের দাম যে বেশী বলবে তার কাছে পণ্য বিক্রি করা হারাম নয়।[২১]

৯. কোন দ্রব্যের উৎপাদন-সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে বা ঘাটতির আশংকা দেখা দিলে আমদানী উৎসাহিত করতে সরকার কর্তৃক শুল্ক কমিয়ে দেয়া এবং জনগণের মৌলিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বেশী বেশী আমদানী করা।

১০. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির আশংকা দেখা দিলে সরকার কর্তৃক পণ্যদ্রব্যের মূল্য নির্ধারণ করা। এ লক্ষ্যে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি জাতীয় দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ কমিটি গঠন করা যেতে পারে। জাতীয় কমিটির অধীনে প্রতিটি মহানগরে বিভাগীয় কমিশনারকে এবং যেলায় যেলা প্রশাসককে প্রধান করে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ ও নির্ধারণ কমিটি গঠিত হবে।

১১. দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য যেলায় যেলায় যে টাস্কফোর্স আছে তাকে সক্রিয় করতে হবে এবং পণ্য সরবরাহ মনিটরিং সেল গঠন করতে হবে।

১২. দেশে কৃষিপণ্যের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বিশাল মার্কেট গড়ে তুলতে হবে।

১৩. রাষ্ট্রীয় তত্ত্বাবধানে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ফসলাদি সংগ্রহ করা। যাতে উৎপাদনকারীরা ন্যায্যমূল্য পায় এবং বাজারের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে। যেমন এবার ধানের দাম

---

১৫. বুখারী 'ক্রয়-বিক্রয়' অধ্যায়, অনুচ্ছেদ-৭১, হা/২১৬২-এর পূর্বে।
১৬. বুখারী হা/২১৫০।
১৭. বুখারী হা/২৭২৭;মুসলিম হা/১৫১৫।
১৮. ইবনু মাজাহ হা/২১৭২, হাদীছ ছহীহ।
১৯. বুখারী হা/৫১৪২; মুসলিম হা/১৪১২।
২০. নাসাঈ হা/৪৫০৪, হাদীছ ছহীহ।
২১. ছহীহ ফিক্বহুস সুন্নাহ ৪/৩৯০।

পড়ে গেলে কৃষকরা ধানের ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছিল। এ সময় জাতীয় ক্রিকেট দলের অধিনায়ক ও এমপি মাশরাফি বিন মুর্তজা নড়াইলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য ডিসিকে নির্দেশ দেন।[২২] তাঁর নির্দেশমত নড়াইলে সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান কেনা হয়। এতে ফড়িয়া ও মধ্যস্বত্বভোগীদের দৌরাত্ম্য কমে যায়। কৃষকও লাভবান হয়। এ দৃষ্টান্ত অন্যরাও অনুসরণ করতে পারে।

১৪. ব্যাংকগুলোতে এলসি (Letter of credit) বা ঋণপত্রের অর্থ পরিশোধের সময়সীমা কমিয়ে এক মাসের মধ্যে নিয়ে আসতে হবে। তাহ'লে আমদানীকারকরা মজুদের সময় পাবে না এবং আমদানীর সাথে সাথে আমদানীকৃত পণ্যদ্রব্য বাজারে চলে যাবে এবং সরবরাহ স্বাভাবিক থাকবে।

১৫. সীমান্ত এলাকায় গোয়েন্দা নযরদারী জোরদার করে চামড়া, তেলসহ অন্যান্য পণ্যসামগ্রী ভারতে পাচার রোধ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সীমান্ত এলাকায় অবৈধভাবে গড়ে ওঠা ফিলিং স্টেশনগুলো বন্ধ করতে হবে, যাতে সেগুলো থেকে ভারতে তেল পাচার না হয়।

১৬. উৎপাদনকারীরা যাতে অধিক পরিমাণে পণ্য উৎপন্ন করে সেজন্য রাষ্ট্রীয়ভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করা এবং উৎসাহ দেয়া দরকার।

১৭. খাদ্যশস্য ও অন্যান্য আবশ্যকীয় ভোগ্যপণ্য ভর্তুকী সহকারে রেশনিং পদ্ধতিতে বিতরণ করা।

১৮. রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার আওতায় ব্যাপকভাবে ভোগ্যপণ্য উৎপাদন ও বণ্টনের সুব্যবস্থা গ্রহণ করা।

১৯. অসৎ ব্যবসায়ী সিণ্ডিকেটের কারণে বাজারে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে সরকারীভাবে খোলা বাজারে ন্যায্যমূল্যে পণ্যসামগ্রী বিক্রি করার ব্যবস্থা করতে হবে। এ লক্ষ্যে পূর্ব থেকেই নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সরকার মজুদ করে রাখবেন।

মূল্যবৃদ্ধির সময় শারঈ দৃষ্টিতে কিছু করণীয় :

১. দো'আ ও তওবা-ইস্তিগফার : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি নিঃসন্দেহে সমাজের মানুষের উপর আপতিত একটি বিপদ। এথেকে মুক্তি লাভের জন্য অবশ্যই আল্লাহ্র দরবারে কাকুতি-মিনতিসহ দো'আ করতে হবে এবং বেশী বেশী তওবা-ইস্তেগফার করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا-

'আমি তাদের বলেছি, তোমরা তোমাদের প্রভুর নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই তিনি অতীব ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে প্রচুর বারি বর্ষণ করবেন। তিনি তোমাদের মাল-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন এবং তোমাদের জন্য বাগিচাসমূহ সৃষ্টি করবেন ও নদীসমূহ প্রবাহিত করবেন' *(নূহ ৭১/১০-১২)*। ইবনু ছাবীহ বলেন, এক ব্যক্তি হাসান বাছরী (রহঃ)-এর নিকটে এসে অনুর্বরতার অভিযোগ করল। তখন তিনি তাকে বললেন, اِسْتَغْفِرِ اللهَ 'তুমি আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। অন্য আরেকজন এসে দরিদ্রতার অভিযোগ করলে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। আরেকজন এসে বলল, আল্লাহ্র কাছে দো'আ করুন, তিনি যেন আমাকে একটি সন্তান দান করেন। তিনি তাকে বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। অপর এক ব্যক্তি তার বাগান শুকিয়ে যাওয়ার অভিযাগ করলে তিনি তাকেও বললেন, 'আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাও'। আমরা এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, আমি নিজের পক্ষ থেকে কিছুই বলিনি। আল্লাহ তা'আলা সূরা নূহে একথাগুলিই বলেছেন। এরপর তিনি উক্ত আয়াতগুলো পাঠ করলেন।[২৩]

মহান আল্লাহ আরো বলেন, 'আমরা তোমার পূর্বেকার সম্প্রদায় সমূহের নিকট রাসূল পাঠিয়েছিলাম। অতঃপর (তাদের অবিশ্বাসের কারণে) আমরা তাদেরকে অভাব-অনটন ও রোগ-ব্যাধি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম। যাতে তারা কাকুতি-মিনতিসহ আল্লাহ্র প্রতি বিনীত হয়। যখন তাদের কাছে আমাদের শাস্তি এসে গেল, তখন কেন তারা বিনীত হ'ল না? বরং তাদের অন্তরসমূহ শক্ত হয়ে গেল এবং শয়তান তাদের কাজগুলিকে তাদের নিকটে সুশোভিত করে দেখালো' *(আন'আম ৬/৪২-৪৩)*। হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) لَعَلَّهُمْ أَيْ: يَدْعُوْنَ اللهَ وَيَتَضَرَّعُوْنَ এর ব্যাখ্যায় বলেন, يَتَضَرَّعُوْنَ إِلَيْهِ وَيَخْشَعُوْنَ 'অর্থাৎ আল্লাহ্র নিকটে দো'আ করে, তাঁর নিকটে কাকুতি-মিনতি করে এবং বিনীত হয়'।[২৪]

জনৈক পূর্বসূরী বিদ্বানকে বলা হ'ল, দ্রব্যমূল্য বেড়ে গেছে। তখন তিনি বললেন, أَنْزِلُوْهَا بِالْاِسْتِغْفَارِ 'তোমরা ইস্তিগফারের মাধ্যমে এর মূল্য হ্রাস করে দাও'। এর প্রমাণে তিনি সূরা নূহের ১০-১২ আয়াত তেলাওয়াত করলেন।[২৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে একজন ব্যক্তি এসে তাঁকে মূল্য নির্ধারণের আবেদন জানালেন। তখন তিনি বললেন, بَلْ أَدْعُوْ 'বরং আমি আল্লাহ্র কাছে দো'আ করব'।[২৬]

এ হাদীছ থেকেও ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেলে আল্লাহ্র নিকট মূল্য হ্রাসের জন্য বেশী বেশী দো'আ করতে হবে। এ সময় নিম্নোক্ত দো'আগুলি পড়া যায়।-

১. لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ '(হে আল্লাহ!) তুমি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তুমি পবিত্র। আমি সীমালংঘনকারীদের অন্তর্ভুক্ত' *(আম্বিয়া ২১/৮৭)*।

---

২২. *দৈনিক যুগান্তর, ২১শে মে'১৯।*

২৩. *তাফসীরে কুরতুবী ১৮/৩০২।*
২৪. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৩/২৯০।*
২৫. *https://www.saaid.net/Doat/mehran/87.htm*
২৬. *আবুদাঊদ হা/৩৪৫০, হাদীছ ছহীহ।*

২. اَللّٰهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُوْ فَلاَ تَكِلْنِيْ إِلَى نَفْسِيْ طَرْفَةَ عَيْنٍ، وَأَصْلِحْ لِيْ شَأْنِيْ كُلَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ– ‘হে আল্লাহ! আমি তোমার রহমত কামনা করি। তুমি আমাকে এক মুহূর্তের জন্যও আমার নিজের হাতে ছেড়ে দিও না। বরং তুমি স্বয়ং আমার সমস্ত ব্যাপার ঠিক করে দাও। তুমি ব্যতীত কোন মা‘বূদ নেই’।[২৭]

৩. لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ، لَا إِلٰهَ إِلاَّ اللهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ– ‘সহনশীল মহান আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি মহান আরশের অধিপতি। আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য নেই, যিনি আসমান সমূহ ও যমীনের রব এবং মহান আরশের রব’।[২৮]

২. অপচয় পরিহার : অপচয় যেকোন সময় পরিত্যাজ্য। বিশেষতঃ দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় এটি আরো বেশী পরিত্যাজ্য। মহান আল্লাহ বলেন, وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ‘তোমরা খাও ও পান কর। কিন্তু অপচয় করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের ভালবাসেন না’ *(আ‘রাফ ৭/৩১)*। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, كُلُوا وَاشْرَبُوا وَالْبَسُوا وَتَصَدَّقُوا فِى غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ مَخِيلَةٍ ‘তোমরা খাও, পান করো, পরিধান করো এবং অপচয় ও অহংকার ছাড়াই দান করো’।[২৯]

৩. অল্পে তুষ্টি : অল্পে তুষ্টি মুমিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ ‘ তোমার ভাগ্যে আল্লাহ যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতে খুশী থাকলে তুমি সবচেয়ে সুখী মানুষ বলে গণ্য হবে’।[৩০] তিনি আরো বলেন, قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ وَرُزِقَ كَفَافًا وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ ‘যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে প্রয়োজন পরিমাণ রিযিক দেয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যে সম্পদ দিয়েছেন তাতে পরিতৃপ্ত হওয়ার শক্তি দিয়েছেন, সেই সফলতা লাভ করেছে’।[৩১]

৪. বর্ধিত মূল্যের জিনিস পরিহার : ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-এর যুগে লোকেরা তাঁর নিকটে এসে বলল, আমরা আপনার নিকটে গোশতের মূল্য বৃদ্ধির অভিযোগ করছি। অতএব আপনি আমাদের জন্য এর মূল্য নির্ধারণ করে দিন। তখন তিনি বললেন, তোমরাই এর মূল্য হ্রাস করে দাও (أَرْخِصُوْهُ أَنْتُمْ)। তখন তারা বলল, আমরা মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ করছি। গোশত কসাইদের নিকটে আছে এবং আমরা এর প্রয়োজন অনুভব করছি। আর আপনি কি-না বলছেন, তোমরা নিজেরাই এর মূল্য হ্রাস করে দাও? আমরা কি গোশতের মালিক যে, এর মূল্য কমিয়ে দিব? যে জিনিস আমাদের হাতে নেই, তার মূল্য আমরা কিভাবে হ্রাস করব? তখন তিনি তার সেই মূল্যবান উক্তিটি করলেন, أُتْرُكُوْهُ لَهُمْ ‘তাদের নিকট থেকে গোশত কেনা ছেড়ে দাও’।

আলে আব্বাস-এর মুক্তদাস রাযীন বিন আল-আ‘রাজ বলেন, মক্কায় কিশমিশের দাম বৃদ্ধি পেলে আমরা বিষয়টি লিখিতভাবে আলী (রাঃ)-কে জানালাম। তখন তিনি জবাবে লিখলেন, তোমরা খেজুর দ্বারা এর মূল্য হ্রাস করে দাও। অর্থাৎ তোমরা কিশমিশের পরিবর্তে খেজুর ক্রয় করো। যেটি হিজাযে পর্যাপ্ত ছিল এবং তার মূল্যও কম ছিল। এতে কিশমিশের চাহিদা কমে যাবে এবং তা সস্তা হয়ে যাবে।[৩২]

আব্বাসীয় কবি মাহমূদ আল-অর্রাক (মৃঃ ৮৪৪ খৃ.) বলেন,

وَإِذَا غَلَا شَيْءٌ عَلَيَّ تَرَكْتُهُ * فَيَكُوْنُ أَرْخَصَ مَا يَكُوْنُ إِذَا غَلَا

‘যখন আমার উপর কোন জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি পায়, তখন আমি তা ক্রয় করা পরিহার করি। তখন মূল্যবৃদ্ধির সময় তা সস্তায় পরিণত হয়’।[৩৩]

৫. আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করা : যেকোন বিপদ-আপদ আল্লাহ্র নিকট সোপর্দ করলে এবং তাঁর সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করলে আল্লাহ তা আমাদের জন্য সহজ করে দেন। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ‘যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন’ *(তালাক ৬৫/২-৩)*।

দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সময় আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণের ক্ষেত্রে ৪টি বিষয় লক্ষ্যণীয় :

(ক) আল্লাহ্র প্রতি কেউ সুধারণা পোষণ করলে আল্লাহ তাকে সেই জিনিসটি দান করেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, يَقُولُ اللهُ تَعَالَى أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِيْ بِيْ ‘আল্লাহ বলেন, আমি সে রকমই, যে রকম আমার প্রতি বান্দা ধারণা রাখে’।[৩৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) বলেন,

وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، مَا أُعْطِيَ عَبْدٌ مُؤْمِنٌ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ حُسْنِ الظَّنِّ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ– وَالَّذِي لَا إِلٰهَ غَيْرُهُ، لَا يُحْسِنُ عَبْدٌ بِاللهِ

---

২৭. *আবূদাঊদ হা/৫০৯০, সনদ হাসান; মিশকাত হা/২৪৪৭।*
২৮. *বুখারী হা/৬৩৪৬; মুসলিম হা/২৭৩০; মিশকাত হা/২৪১৭।*
২৯. *নাসাঈ হা/২৫৫৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬০৫; মিশকাত হা/৪৩৮১, হাদীছ হাসান।*
৩০. *তিরমিযী হা/২৩০৫, হাদীছ হাসান।*
৩১. *মুসলিম হা/১০৫৪; মিশকাত হা/৫১৬৫।*
৩২. *https://www.saaid.net/Doat/hamesabadr/133.htm।*
৩৩. *দীওয়ানু মাহমূদ আল-অর্রাক, সংকলনে : ড. ওয়ালীদ কাছ্ছাব, ১ম প্রকাশ, ১৪১২/১৯৯১, পৃঃ ১৬৫।*
৩৪. *বুখারী হা/৭৪০৫; মুসলিম হা/২৬৭৫।*

www.at-tahreek.com

عَزَّ وَجَلَّ الظَّنَّ إِلَّا أَعْطَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ظَنَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّ الْخَيْرَ فِيْ يَدِهِ–

'যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই সেই সত্তার কসম করে বলছি, মহান আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণের চেয়ে উত্তম কোন জিনিস মুমিন বান্দাকে প্রদান করা হয়নি। যিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই তার কসম করে বলছি, কোন বান্দা যদি আল্লাহ্র প্রতি সুধারণা পোষণ করে তাহ'লে আল্লাহ তাকে তার ধারণাকৃত জিনিসটি প্রদান করেন। এ কারণে যে, যাবতীয় কল্যাণ আল্লাহ্র হাতে রয়েছে'।[৩৫]

(খ) আল্লাহ কষ্টের পর সহজতার ওয়াদা করেছেন। মহান আল্লাহ বলেন, فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا 'অতঃপর নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে। নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে' *(শরহ ৫-৬)*।

(গ) আল্লাহ্র চেয়ে বান্দার প্রতি অধিক দয়ালু আর কেউ নেই। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَمَّا قَضَى اللهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِى كِتَابِهِ، فَهُوَ عِنْدَهُ فَوْقَ الْعَرْشِ إِنَّ رَحْمَتِى غَلَبَتْ غَضَبِى 'আল্লাহ যখন সৃষ্টির কাজ শেষ করলেন, তখন তিনি তাঁর কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিখেন, যা আরশের ওপর তাঁর নিকট আছে। 'নিশ্চয়ই আমার রহমত আমার ক্রোধের উপর প্রবল'।[৩৬]

(ঘ) আল্লাহ প্রত্যেকের জন্য রিযিক লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি বা অন্য কিছু আপনার ও রিযিকের মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِيْنٍ 'আর ভূপৃষ্ঠে বিচরণকারী এমন কোন প্রাণী নেই যার রিযিক আল্লাহ্র যিম্মায় নেই। আর তিনি জানেন তার অবস্থানস্থল ও সমর্পণস্থল। সবকিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে (লওহে মাহফূযে) লিপিবদ্ধ রয়েছে' *(হূদ ১১/৬)*। তিনি আরো বলেন, وَكَأَيِّنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 'এমন কত প্রাণী আছে যারা (আগামীকালের জন্য) তাদের খাদ্য সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাদের রিযিক দেন এবং তোমাদেরকেও দেন। তিনি সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(আনকাবূত ২৯/৬০)*। আল্লাহ আরো বলেন, وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ 'আর আকাশে রয়েছে তোমাদের রিযিক এবং তোমাদের প্রতিশ্রুত বিষয়সমূহ' *(যারিয়াত ৫১/২২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, لَوْ أَنَّ ابْنَ آدَمَ هَرَبَ مِنْ رِزْقِهِ كَمَا يَهْرُبُ مِنَ الْمَوْتِ لَأَدْرَكَهُ رِزْقُهُ كَمَا يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ 'আদম সন্তান যদি তার রিযিক থেকে পলায়ন করত, যেমন সে মৃত্যু থেকে পলায়ন করে, তবুও তার রিযিক তার নাগাল পেয়ে যেত, যেভাবে মৃত্যু তার নাগাল পায়'।[৩৭]

৬. রিযিকে বরকত বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণ : দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য রিযিক বৃদ্ধি হয় এমন কর্ম সমূহ সম্পাদনে মনোযোগী হ'তে হবে। কারণ সম্পদ বেশী হওয়াটা মুখ্য নয়; বরং মুখ্য হ'ল তাতে বরকত লাভ। রিযিকে বরকত বৃদ্ধির মৌলিক কয়েকটি উপায় হ'ল :

(ক) আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখা। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِى رِزْقِهِ، وَيُنْسَأَ لَهُ فِى أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، 'যে ব্যক্তি চায় যে, তার রিযিক প্রশস্ত হোক এবং আয়ু বর্ধিত হোক, সে যেন তার আত্মীয়তার বন্ধন অক্ষুণ্ন রাখে'।[৩৮]

(খ) বরকতের দো'আ করা। নবী করীম (ছাঃ) দো'আ করতেন, اَللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى مُدِّنَا اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى مَدِينَتِنَا اللَّهُمَّ اجْعَلْ مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكَتَيْنِ 'হে আল্লাহ! আমাদের ছা-য়ে বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের মুদে বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! আমাদের মদীনায় বরকত দান করুন! হে আল্লাহ! বরকতের সাথে আরো দু'টি বরকত দান করুন'।[৩৯]

(গ) আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা। প্রত্যেক দিন সকালে দানশীল ব্যক্তির জন্য ফেরেশতা দো'আ করেন, اَللَّهُمَّ أَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا 'হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দিন'।[৪০]

(ঘ) ঋণ পরিশোধ করা। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, مَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ يَنْوِيْ أَدَاءَهُ كَانَ مَعَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ وَسَبَّبَ اللهُ لَهُ رِزْقًا 'যে তার ঋণ পরিশোধের নিয়ত করে, সে আল্লাহ্র পক্ষ থেকে সাহায্য লাভ করে এবং আল্লাহ তার জন্য রিযিকের ব্যবস্থা করে দেন'।[৪১]

৭. দুর্বল ও অসহায়দের পাশে দাঁড়ানো : দুর্বল, অসহায় ও গরীব-দুঃখীদের সাহায্য-সহযোগিতা করা এবং বিপদে তাদের পাশে দাঁড়ানো দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি ও অন্যান্য বালা-মুছীবত

---

৩৫. ইবনু আবিদ দুনয়া, হুসনুয যন্ন বিল্লাহি, রাসাইলু ইবনু আবিদ দুনয়া (সংযুক্ত আরব আমিরাত : আল-মারকাযুল আরাবী লিল-কিতাব, ১ম প্রকাশ, ১৪২১/২০০০), ১ম খণ্ড, পৃঃ ১২২, হা/৮৩।

৩৬. বুখারী হা ৩১৯৪/; মুসলিম হা/২৭৫১।

৩৭. সিলসিলা ছহীহা হা/৯৫২; ছহীহুল জামে' হা/৫২৪০, হাদীছ হাসান।

৩৮. বুখারী হা/৫৯৮৬; মুসলিম হা/২৫৫৭।

৩৯. বুখারী হা/২৮৮৯; মুসলিম হা/১৩৭৪।

৪০. বুখারী হা/১৪৪২; মুসলিম হা/১০১০।

৪১. তাবারানী আওসাত হা/৭৬০৮; সিলসিলা ছহীহা হা/২৮২২।

www.at-tahreek.com

থেকে মুক্তির উপায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, وَاللهُ فِى عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِى عَوْنِ أَخِيهِ 'আল্লাহ বান্দার সাহায্যে অতক্ষণ থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভাইয়ের সাহায্যে থাকে'।[৪২] আবু দারদা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, ابْغُونِي الضُّعَفَاءَ فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ 'তোমরা দুর্বলদের মধ্যে আমাকে অনুসন্ধান করো। কারণ তোমরা তোমাদের মধ্যকার দুর্বলদের কারণেই রিযিক এবং সাহায্য প্রাপ্ত হয়ে থাক'।[৪৩]

৮. ইবাদতে মনোযোগী হওয়া : দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সময় রিযিকের চিন্তায় বিভোর হয়ে আল্লাহ্র ইবাদত থেকে গাফেল থাকা যাবে না। বরং ছবর ও ছালাতের মাধ্যমে আল্লাহ্র সাহায্য প্রার্থনা করতঃ *(বাক্বারাহ ২/৪৩, ১৫৩)* রিযিকের অনুসন্ধানে ব্যাপৃত থাকতে হবে। জনৈক পূর্বসূরী বিদ্বানের যুগে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি পেল। তাকে এ খবর জানানো হলে তিনি বললেন, والله لا أبالي ولو أصبحت حبة الشعير بدينار! عليَّ أن أعبده كما أمرني، وعليه أن يرزقني كما وعدني– 'আল্লাহ্র কসম! যবের দানার মূল্য যদি এক দীনারও হয় তাতে কুছ পরোয়া নেই। আমার কর্তব্য হ'ল আল্লাহ আমাকে যেভাবে নির্দেশ দিয়েছেন সেভাবে তাঁর ইবাদত করা আর আল্লাহ্র কর্তব্য হ'ল তাঁর ওয়াদা মোতাবেক আমাকে রিযিক দেওয়া'।[৪৪]

৯. লেনদেনে সহজতা অবলম্বন : সহজতা ইসলামী শরী'আতের অনন্য বৈশিষ্ট্য। দৈনন্দিন লেনদেনের ক্ষেত্রে মানুষেরা সহজতার প্রয়োজন বেশী অনুভব করে। বিশেষত মুসলিম উম্মাহ্র উপর আপতিত সংকটের সময়। এজন্য সৎ ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য হ'ল তার সাথে যারা লেনদেন করে তাদের সাথে সহজতা অবলম্বন করা। উক্ববা বিন আমের (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ সম্পদ দান করেছিলেন তাঁর এমন এক বান্দাকে ক্বিয়ামতের দিন উপস্থিত করে বলবেন, তুমি দুনিয়ায় কি আমল করেছ? সে বলবে, مَا عَمِلْتُ مِنْ شَيْءٍ يَا رَبِّ إِلاَّ أَنَّكَ آتَيْتَنِي مَالًا، فَكُنْتُ أُبَايِعُ النَّاسَ، وَكَانَ مِنْ خُلُقِي أَنْ أُيَسِّرَ عَلَى الْمُوْسِرِ وَأُنْظِرَ الْمُعْسِرَ قَالَ اللهُ تَعَالَى : أَنَا أَحَقُّ بِذَلِكَ مِنْكَ تَجاوَزُوْا عَنْ عَبْدِيْ– 'প্রভু হে! আমি কোন আমল করিনি। তবে আপনি আমাকে সম্পদ দান করেছিলেন। আমি মানুষের নিকট কেনাবেচা করতাম। আমার বৈশিষ্ট্য ছিল, আমি স্বচ্ছল ব্যক্তির জন্য সহজতা অবলম্বন করতাম এবং গরীব ব্যক্তিদের অবকাশ দিতাম। আল্লাহ বলেন, তোমার চেয়ে আমিই এর অধিক হকদার। তোমরা আমার বান্দার দোষ-ত্রুটি এড়িয়ে যাও'।[৪৫]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَدْخَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ الْجَنَّةَ رَجُلاً كَانَ سَهْلاً مُشْتَرِيًا وَبَائِعًا وَقَاضِيًا وَمُقْتَضِيًا 'মহান আল্লাহ এমন একজন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যে ক্রেতা, বিক্রেতা, বিচারক ও বিচারপ্রার্থী অবস্থায় সহজতা অবলম্বনকারী ছিল'।[৪৬] আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, إِنَ اللهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَضَاءِ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্রয়, বিক্রয় ও বিচারের ক্ষেত্রে উদারতাকে পসন্দ করেন'।[৪৭]

১০. তাক্বওয়া অবলম্বন করা : সর্বোপরি তাক্বওয়া অবলম্বন করা একান্ত কর্তব্য। কারণ তাক্বওয়াই রিযিকে বরকত ও প্রশস্ততা আনয়ন করে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ 'জনপদের অধিবাসীরা যদি বিশ্বাস স্থাপন করত ও আল্লাহভীরু হ'ত, তাহ'লে আমরা তাদের উপর আকাশ ও পৃথিবীর বরকতের দুয়ারসমূহ খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যারোপ করল। ফলে তাদের কৃতকর্মের দরুণ আমরা তাদেরকে পাকড়াও করলাম' *(আ'রাফ ৭/৯৬)*। তিনি আরো বলেন, 'যে আল্লাহকে ভয় করে, তিনি তার জন্যে উত্তরণের পথ তৈরী করে দেন। আর তাকে তার ধারণাতীত উৎস থেকে রিযিক দান করবেন' *(ত্বালাক ৬৫/২-৩)*।

উপসংহার :

দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বিভিন্ন দেশের জনগণ এতে নাকানি-চুবানি খাচ্ছে। এটি আমাদের উপর মুছীবত হিসাবে আপতিত হয়েছে। এ সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য ব্যবসায়ীদের মধ্যে নৈতিকতাবোধের উজ্জীবন ঘটাতে হবে। এর দুনিয়াবী প্রতিকারের সাথে সাথে শারঈ যেসব করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলি পরিপালন করতে হবে। বেশী বেশী দো'আ ও তওবা-ইস্তিগফার পাঠ করতে হবে। সর্বোপরি মৃত্যুকে স্মরণ করতে হবে। তাহ'লে সব চিন্তা, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূর হয়ে যাবে। বিশর ইবনুল হারিছ যথার্থই বলেছেন, إذا اهتممت لغلاء السعر فاذكر الموت فانه يذهب عنك هم الغلاء 'তুমি যখন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য উদ্বিগ্ন হবে তখন মৃত্যুকে স্মরণ করবে। কারণ মৃত্যুকে স্মরণ তোমার মন থেকে মূল্যবৃদ্ধির দুঃশ্চিন্তা দূরীভূত করে দিবে'।[৪৮]

---

৪২. মুসলিম হা/২৬৯৯।
৪৩. আবুদাঊদ হা/২৫৯৪, হাদীছ ছহীহ; সিলসিলা ছহীহা হা/৭৭৯।
৪৪. https://www.saaid.net/Doat/mehran/87.htm
৪৫. হাকেম হা/৩১৯৭; ছহীহুল জামে' হা/১২৫।
৪৬. নাসাঈ হা/৪৬৯৬; ইবনু মাজাহ হা/২২০২; আহমাদ হা/৪১০; সিলসিলা ছহীহা হা/১১৮১।
৪৭. তিরমিযী হা/১৩১৯; হাকেম হা/২৩৩৮; সিলসিলা ছহীহা হা/৮৯৯।
৪৮. হিলয়াতুল আওলিয়া ৮/৩৪৭।

www.at-tahreek.com

কবিতা

মিথ্যা ও তার পরিণাম

মুহাম্মাদ সাজেদুর রহমান
কোনাবাড়িয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

মিথ্যা হ'ল পাপের মূল মুনাফিকের আলামত
মিথ্যাবাদী পায় না তাই আল্লাহ পাকের রহমত।
এ সমাজে ফাসেক ফাজের মিথ্যাবাদী যারা
সবার কাছে ঘৃণার পাত্র পায় না সম্মান তারা।
কর্মক্ষেত্রে যদি থাকে মিথ্যা বলার স্বভাব
দেখা দিবে আয়-রোযগারে বরকতের অভাব।
গান-সিনেমা, নভেল-নাটক মিথ্যার কারখানা
যার কারণে সমাজ নষ্ট আছে সবার জানা।
অধিক কথা মিথ্যার কারণ বেশী কথা বলতে বারণ
হাদীছের এ বাণী সদা রাখিও স্মরণ।
মিথ্যার দ্বারা বদল হয় ইহকালের গতি
মিথ্যা কথায় বেশী হয় পরকালীন ক্ষতি।
শিরক-বিদ'আত, জাল-যঈফ সুস্পষ্ট মিথ্যা
যাচাই ছাড়া করলে আমল সব হয়ে যায় বৃথা।
জান্নাতের পথ হ'ল সত্যের নিশানা
মিথ্যার ফল হয় জাহান্নামে ঠিকানা।
ধ্বংস যদি হ'তে না চাও শয়তানের ধোঁকাতে
মিথ্যা ছেড়ে থাকো তবে সত্যবাদীদের সাথে।
তওবা করে চলো সবাই সত্যের দিকে ছুটি
নইলে সেদিন ফেরেশতারা ধরবে চেপে টুটি।
সত্যের উৎস কুরআন-হাদীছ মেনে চল তাই
পরকালে মিলবে মুক্তি জানিও নিশ্চয়ই।

অহি-র আলোয় জীবন গড়

সরদার আশরাফ হোসাইন
পালপাড়া, বাসাবাটি, বাগেরহাট।

বিশ্ব যবে ডুবেছিল নিকস কালো আঁধারে
রাসূল এসে জ্বালেন আলো অন্ধকার ধরাতে।
সে আলো এক সোনার খনি শক্তি সিমাহীন
মনের আঁধার দূর করতে ডাকছে বিরামহীন।
আসছো যখন যেতে হবে ভেবে দেখ না
পুঁজি ছাড়া আখেরাতে নাজাত মিলবে না।
ফরমা ছাড়া ইটের সাইজ কভু গড়ে না
রাসূল ছাড়া জীবন মান সঠিক হবে না।
মানুষ রূপে জন্ম মোদের আল্লাহ্র গোলাম হই
রাসূল যাদের পথ দেখালেন তেমন মানুষ কই!
হক বাতিলের বন্ধুত্ব ভাই কেমন করে হয়?
যার বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরতে মহান মালিক কয়।
চোর যখন ঘরে ঢোকে আলো টর্চ দূরে রাখে
টের পেলে মালিক যাতে আলো না জ্বালে।
ছালাত-ছিয়াম আদায় কর বেশী করে কুরআন পড়
পীর-মুরীদী ছেড়ে দিয়ে অহি-র আলোয় জীবন গড়।
পরকালে মুক্তির জন্য সঠিক দ্বীন আঁকড়ে ধর
জান্নাত পেতে ইহকালে সৎ আমল অধিক কর।

প্রার্থনা কণিকা

মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন
ইবরাহীমপুর, কাফরুল, ঢাকা।

দাও, দাও, দাও মোরে, কর্মের স্থিরতা
সঠিক পথে দাও দিশা, দাও অবিচলতা।
দাও, দাও মোরে যত নেক নে'মত,
করি শোকর তব, সুন্দর ইবাদত।
দাও, দাও মোরে প্রশান্ত হৃদয়,
সৎ কথা বলবা, শক্তি সমুদয়।
দাও, দাও মোরে, যা কিছু কল্যাণকর,
দিও না মন্দ কিছু, অসত্য অসুন্দর।
হে আল্লাহ! তুমি এক, অক্ষয়, অমর,
ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, যত ত্রুটি মোর।
হে আল্লাহ! তুমি মোরে করেছ সৃজন,
সরল সঠিক পথ কর প্রদর্শন।
ক্ষুধা পেলে দাও আহার, বাঁচাও প্রাণ,
পিপাসায় দাও পানি, নিত্য করি পান।
সুন্দর শরীর মোর করেছ গঠন
যখন ইচ্ছা, তুমি তা করিবে হরণ।
হে আল্লাহ! মানুষের অধিপতি,
দূর কর তুমি দুঃসহ দুর্গতি।
রোগ-শোক মানুষের দুঃখ ব্যাধি
নির্মল কর প্রাণ, দাও সম্প্রীতি।
'স্বাস্থ্য সুখের মূল' তোমারই দান,
করি উপভোগ তব অমূল্য অবদান॥

প্রার্থনা

মীযান নাকীব, মিরপুর, ঢাকা।

প্রভু তোমার তরে
যাচি সদা এই শক্তি!
ধন্য করোগো রহমে তোমার
পূর্ণ করো এ আকুতি
যাচি সদা এই শক্তি!
সঞ্চার করো প্রাণেতে শক্তি
গাফলতি হ'তে চাহিগো মুক্তি,
কখনো যেন নাহি মানি হার
করি সদা প্রভু মিনতি।
যাচি সদা এই শক্তি!
শত্রু-মিত্র গরীব-ধনী
রাজা-প্রজা আর মুর্খ-জ্ঞানী,
সকলেই যেন হয়গো আপন
নিভাও মনের হিংসা তপন
তোমার তরে এ মিনতি।
যাচি সদা এই শক্তি!

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. দু'বার। একবার শিশুকালে চার/পাঁচ বছর বয়সে এবং দ্বিতীয়বার মি'রাজে গমনকালে।
২. ইবরাহীম (আঃ)-এর দ্বীন অনুসারে ইবাদত করতেন।
৩. নূর পাহাড়ের হেরা গুহায়। ৪. ৪০ বছর ৬ মাস ১২ দিন।
৫. ২১শে রামাযান সোমবার রাতে। ১০ই আগস্ট ৬১০ খৃষ্টাব্দ।
৬. ওরাকা বিন নওফলের নিকট। তিনি বলেন, যেদিন তোমার কওম তোমাকে বের করে দিবে সেদিন আমি বেঁচে থাকলে তোমাকে সাহায্য করতাম।
৭. গোপনে। ৮. আরকাম বিন আবুল আরকামের গৃহে।
৯. ৩ বছর।
১০. ৩টি পর্যায়ে। ক. গোপন দাওয়াত প্রথম তিন বছর। খ. মক্কাবাসীদের মাঝে প্রকাশ্যে দাওয়াত নবুওতের ৪র্থ বছর থেকে ১০ম বছর পর্যন্ত। গ. মক্কার বাইরে দাওয়াত। নবুওতের ১০ম বছরের শেষ সময় থেকে হিজরতের পূর্ব পর্যন্ত।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. ৩৬.৯ ডিগ্রি। ২. ১৫ পাউন্ড।
৩. হৃৎপিণ্ডের সংকোচন চাপ। ৪. হৃৎপিণ্ডের প্রসারণ।
৫. লোহিত কণিকায়। ৬. অস্থিমজ্জায়।
৭. ৩৩টি। ৮. ২০টি। ৯. ৩ প্রকার।
১০. অক্সিজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইড বহন করা।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (সীরাত বিষয়ক)

১. সর্বপ্রথম কারা ইসলাম গ্রহণ করেন?
২. কাফের হওয়া সত্ত্বেও দাওয়াতী কাজে কে নবীজীকে সহযোগিতা করেন?
৩. সর্বপ্রথম মুসলমানগণ কোথায় হিজরত করেন ও কখন?
৪. আবিসিনিয়া বা হাবশার দ্বিতীয় হিজরতে কতজন পুরুষ ও কতজন নারী ছিলেন?
৫. কেন সে দেশে হিজরত করার জন্য নবী করীম (ছাঃ) ছাহাবীদেরকে পরামর্শ দেন?
৬. কোথায় কতদিন নবী করীম (ছাঃ)-কে বয়কট করে রাখা হয়েছিল?
৭. নবী করীম (ছাঃ)-এর নবুওতী জীবনের কোন সময়কে আমুল হুযন বা দুশ্চিন্তার বছর বলা হয়?
৮. কোন কোন কাফের রাসূল (ছাঃ)-কে সবচেয়ে বেশী কষ্ট দিয়েছিল?
৯. একজন কাফের রাসূল (ছাঃ)-কে খুবই কষ্ট দিত। তার ধ্বংসের জন্য তার নামে কুরআনে একটি সূরা নাযিল হয়। ঐ কাফের ও সূরাটির নাম কি?
১০. নবীজী কখন মি'রাজে গমন করেন?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (মানব দেহ বিষয়ক)

১. পালমোনারি (ফুসফুসীয়) শিরা কী বহন করে?
২. মানব দেহের হৃৎপিণ্ড কত প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট?
৩. লোহিত কণিকার আয়ুষ্কাল কত দিন?
৪. অণুচক্রিকার গড় আয়ু কত দিন?
৫. রক্তশূন্যতা বলতে কী বোঝায়?
৬. রক্তের গ্রুপ আবিষ্কার করেন কে?
৭. বিলিরুবিন কোথায় তৈরি হয়?
৮. বক্ষ গহ্বর ও উদর পৃথক রাখে কে?
৯. কিডনির কার্যকরী একক কী?
১০. প্রস্রাবের ঝাঁঝালো গন্ধের জন্য দায়ী পদার্থের নাম কী?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
বখশী বাজার, ঢাকা।

সোনামণি সংবাদ

মহব্বতপুর, বাগমারা রাজশাহী ১৬ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলার বাগমারা উপযেলাধীন মহব্বতপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আব্দুর রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'সোনামণি' রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালক খায়রুল ইসলাম।

ধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ১৮ই আগস্ট রবিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আত্রাই থানাধীন ধনেশ্বর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আশেকুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি তাসনীম খাতুন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ তাহমীদুল ইসলাম।

বাজেধনেশ্বর, আত্রাই, নওগাঁ ১৯শে আগস্ট সোমবার : অদ্য সকাল ৭-টায় যেলার আত্রাই থানাধীন বাজেধনেশ্বর নূরানী মাদরাসায় এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি সুমাইয়া খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ মা'রূফ।

সাইধাড়া, বাগমারা রাজশাহী ২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার বাগমারা উপযেলাধীন সাইধাড়া পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের ইমাম মুহাম্মাদ আযহার আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'সোনামণি' রাজশাহী পূর্ব সাংগঠনিক যেলা পরিচালক খায়রুল ইসলাম, সহ-পরিচালক হাফেয শহীদুল ইসলাম ও হাট গাঙ্গোপাড়া এলাকা পরিচালক মুহাম্মাদ ইসমাঈল আলম। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মুহাম্মাদ যাকারিয়া। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন অত্র শাখা 'সোনামণি'র পরিচালক মুহাম্মাদ ওমর ফারূক।

বড় কালিকাপুর, আত্রাই, নওগাঁ ২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ আছর যেলার আত্রাই থানাধীন বড় কালিকাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ রশীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি মারিয়াম খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান।

খিরশিনটিকর, শাহমখদুম, রাজশাহী ২৫শে আগস্ট রবিবার : অদ্য মাগরিব মহানগরীর শাহমখদুম থানাধীন খিরশিনটিকর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সোনামণি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ ভিত্তিক মক্তবের শিক্ষক মুহাম্মাদ বাদশাহর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ ও মারকায এলাকার ছিরাতে মুস্তাক্বীম শাখা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মতীন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি ফাতিমা খাতূন ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে মুজাহিদুল ইসলাম।

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৮শে আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ আছর সোনামণি মারকায এলাকার উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। 'সোনামণি' মারকায এলাকার পরিচালক আবু রায়হানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম ও কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে সোনামণি আব্দুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করে আব্দুল্লাহ আল-ফাহাদ। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন মারকায এলাকা 'সোনামণি'র সহ-পরিচালক ইমরুল কায়েস।

স্বদেশ

দেশে ১২% সংখ্যালঘু, অথচ সরকারী চাকুরীতে ২৫%

বাংলাদেশে হিন্দু, খ্রিষ্টান ও বৌদ্ধসহ মোট ধর্মীয় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা ১২ শতাংশ। কিন্তু সরকারী চাকুরীতে তাদের অংশগ্রহণ মোট ২৫ শতাংশ। বাংলাদেশ হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান ঐক্য পরিষদের নেত্রী প্রিয়া সাহা সম্প্রতি মার্কিন প্রেসিডেন্টের কাছে বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের যে মিথ্যা অভিযোগ পেশ করেছেন তার প্রতিবাদে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেন একথা জানিয়েছেন। গত ২১শে জুলাই যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী পম্পেওর উদ্যোগে তিন দিনব্যাপী 'ধর্মীয় স্বাধীনতায় অগ্রগতি' শীর্ষক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, 'প্রিয়া সাহা প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের কাছে যে অভিযোগ করেছেন তা একেবারেই মিথ্যা এবং বিশেষ মতলবে এমন উদ্ভট কথা বলেছেন। আমি তার এমন আচরণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছি'।

পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ!

স্বাধীনতার প্রায় সাত দশক পর ত্রিপুরায় বসবাসরত চাকমা জনগোষ্ঠীর নেতারা বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবী করেছে। চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়া ও চাকমা স্টুডেন্ট এসোসিয়েশনের নেতারা গত ১৭ই আগস্ট ত্রিপুরায় আয়োজিত এক সমাবেশ থেকে এই দাবী করার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক বিচার আদালতের কাছে জাতিগত নিপীড়নের বিচার চেয়েছে।

২০১৬ সাল থেকে ১৭ই আগস্টকে কালো দিবস হিসাবে উদযাপন করে আসছে সংগঠন দু'টি। সংগঠনের ত্রিপুরা শাখার মহাসচিব উদয় জ্যোতি চাকমা বলেন, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের কাছে পার্বত্য চট্টগ্রামকে হস্তান্তরের ঐতিহাসিক অন্যায়ের প্রতিবাদে এই কালো দিবস উদযাপন করা হয়।

চাকমা ন্যাশনাল কাউন্সিল অব ইন্ডিয়ার ত্রিপুরা শাখার ভাইস প্রেসিডেন্ট অনিরুদ্ধ চাকমা বলেন, 'আমরা মনে করি, পার্বত্য চট্টগ্রাম ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এ ব্যাপারে আন্তর্জাতিক আদালত ইন্টারন্যাশন্যাল কোর্ট অব জাস্টিসের কাছে ন্যায়বিচার এবং সহানুভূতি কামনা করছি। ঐতিহ্যগতভাবে পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা, মারমা, তিপেরাস, চাক, মুরং, খুমি, লুসাই, বোম, পাঙ্খ এবং মগসহ কমপক্ষে ১১টি জাতিগত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় বসবাস করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের আয়তন প্রায় ৫ হাযার ১৩৮ বর্গকিলোমিটার। যার উত্তরে ভারতের ত্রিপুরা, দক্ষিণে মিয়ানমারের আরাকান পর্বত, পূর্বে মিজোরামের লুসাই ও মিয়ানমারের আরাকান পর্বত এবং পশ্চিমে বাংলাদেশের চট্টগ্রাম যেলার অবস্থান।

চাকমা ঐ নেতা বলেন, ভারতের স্বাধীনতার সময় পার্বত্য চট্টগ্রামের ৯৮ দশমিক ৫ শতাংশ অধিবাসী ছিল বৌদ্ধ এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের। কিন্তু স্যার সিরিল র‍্যাডক্লিফ নেতৃত্বাধীন সীমান্ত কমিশন পার্বত্য চট্টগ্রামকে পাকিস্তানের ভূখণ্ড হিসাবে ঘোষণা দিয়েছিল।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট পার্বত্য চট্টগ্রামের যেলা সদর দফতর রাঙ্গামাটিতে ভারতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন চাকমা নেতা শ্রেয়া কুমার চাকমা। এর দু'দিন পর রেডিওতে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা দেয়া হয়, পার্বত্য চট্টগ্রাম হবে পাকিস্তানের অংশ। এ ঘোষণার পর ২১শে আগস্ট রাঙ্গামাটি থেকে ভারতীয় পতাকা নামিয়ে ফেলে তৎকালীন পাক সামরিক বাহিনী। তখন থেকে চাকমা নেতাদের ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল হিসাবে চিহ্নিত করা হয়।

ত্রিপুরার এই চাকমাদের দাবী, বাংলাদেশের পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাস করলেও সেখানকার চাকমা এবং জাতিগত অন্যান্য গোষ্ঠী এখনো ভারতকে তাদের 'কল্পিত মাতৃভূমি' হিসাবে মনে করে।

[১৮ই আগষ্ট ঢাকা সফরে আসেন ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জয়শংকর রায়। তার আগের দিন এই রূপ দাবী উঠার পেছনে কেন্দ্রীয় সমর্থন আছে বলে ধরে নেওয়া যায়। বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকায় তাদের এ দাবী প্রকাশিত হওয়ার পরেও বিষয়টি ঢাকার আলোচনায় কেন আসল না সেটাও চিন্তার বিষয়। বাংলাদেশকে ভীত করার জন্য ভারত ইতিপূর্বে বঙ্গভূমি আন্দোলন, জুমল্যাণ্ড আন্দোলন করেছে। এখন আবার পার্বত্য চট্টগ্রাম তাদের বলে দাবী করল। আমাদের সরকার কি জবাব দিবেন সবাই সেদিকে তাকিয়ে থাকবে। আল্লাহ তুমি দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে অক্ষুণ্ন রাখ! (স.স.)]

গাছ বিক্রি করে হজ্জের স্বপ্ন পূরণ

মুমিন হৃদয়ে অন্যতম আকাঙ্ক্ষার ইবাদত হ'ল হজ্জ। অনেকের হয়ত আর্থিক সামর্থ্য থাকে না। কিন্তু থাকে অদম্য আশা। সে আশাকে বাস্তবে পরিণত করার প্রচেষ্টায় সফল হয়েছেন গাইবান্ধা যেলার সাদুল্লাপুরের এক দরিদ্র কৃষক। ১৮ বছর পূর্বে বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন শুধুমাত্র হজ্জের খরচ যোগানোর জন্য। অবশেষে দীর্ঘ অপেক্ষা শেষে হজ্জে গেলেন মধ্যবয়সী এই কৃষক। নিজের অভিব্যক্তি পেশ করে তিনি বলেন, ১৮ বছর আগে হজ্জের ইচ্ছা করি। এ উদ্দেশ্যে নিজের জমির আইলে কিছু গাছ রোপণ করি। বুকভরা আশা নিয়ে গাছের পরিচর্যা করতে থাকি।

তিনি বলেন, গাছগুলো বড় হওয়ার পর প্রায়ই যখন রাত হ'ত, মানুষ ঘুমিয়ে পড়ত, তখন আমি গাছগুলোর কাছে যেতাম। গাছ ধরে ধরে কাঁদতাম, দো'আ করতাম। আল্লাহ যেন আমাকে হজ্জের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেন। দীর্ঘ ১৮ বছর অপেক্ষার পর আল্লাহ আমার সে দো'আ কবুল করেছেন।

[আল্লাহ তার হজ্জকে কবুল করুন এবং ফরয পালনে তার এই অদম্য আগ্রহ থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণের তাওফীক দান করুন (স.স.)]।

৪০ দিনে কুরআনের হাফেয হ'ল কিশোর ছাদিক নূর আলম

মাত্র ৪০ দিনেই বগুড়া শহরের গোদারপাড়া মাদরাসাতুল উলূমিশ শার'ঈয়াহ হ'তে পবিত্র কুরআনের হাফেয হয়েছে মুহাম্মাদ ছাদিক নূর আলম। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে উৎসুক লোকজন মাদরাসায় উপস্থিত হন বালকটিকে দেখার জন্য।

হাফেয ছাদিকের শিক্ষক হাফেয রঈসুল হাসান শিহারী বলেন, ছেলেটি অত্যন্ত মেধাবী। আমার জীবনে এমন মেধাবী ছাত্র দেখিনি। ১ দিনে ১ পারা কুরআন মুখস্থ করে আমাকে শুনিয়েছে। প্রতিষ্ঠানের মুহতামিম মুফতী মাহমূদুল হাসান জানান, আল্লাহ্র অশেষ মেহেরবানীতেই এটা সম্ভব হয়েছে।

গরু মোটাতাজা করা খামারীরা এবছর ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন

সাধারণ মানুষের মাঝে কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজাকৃত গরুর ব্যাপারে সচেতনতা সৃষ্টির ফলে ক্ষতিকর পদ্ধতি অবলম্বনে মোটাতাজাকারী একশ্রেণীর খামারী এবছর ব্যাপক লোকসানের মুখে পড়েছেন। কারণ এসব গরুর অধিকাংশই বিক্রি হয়নি। রংপুরের বদরগঞ্জ ও তারাগঞ্জ উপযেলায় এমনই কয়েকজন খামারী বলেন, তারা তিন-চার মাস আগে বিভিন্ন হাটবাজার থেকে রোগা-পাতলা এঁড়ে গরু কিনে এনে মোটাতাজা করেন। এজন্য গরুকে তাঁরা বিভিন্ন বড়ি সেবন করান এবং স্টেরয়েড জাতীয় ইনজেকশন পুশ করেন। তাছাড়া কৃত্রিম খাদ্য খাওয়ান। এতে তিন মাসেই গরু ফুলেফেঁপে ওঠে। কোরবানীর ঈদে সাধারণত ক্রেতাদের সব সময় দৃষ্টি থাকে মোটাতাজা গরুর দিকে। কিন্তু এবার এর ব্যতিক্রম ঘটেছে। মোটাতাজা গরু কেনার প্রতি ক্রেতাদের তেমন আগ্রহ ছিল না।

বদরগঞ্জের গরু ব্যবসায়ী হায়দার আলী বলেন, এবারের ক্রেতাদের ধারণা, মোটাতাজা করা গরু মানেই ক্ষতিকর ইনজেকশন দেওয়া।

ফলে লাভের আশায় আমি মোটাতাজা শতাধিক এঁড়ে গরু কিনে ধরা খেয়েছি। ১০টি গরুও বিক্রি করতে পারিনি।

অপর দুই খামারী বলেন, তারা মাস তিনেক আগে ১৪০টি এঁড়ে গরু প্রায় ৩০ লাখ টাকায় ক্রয় করে। এসব গরু মোটাতাজা করার পেছনে ইনজেকশন পুশ করাসহ বড়ি ও কৃত্রিম খাদ্য খাওয়াতে খরচ হয়েছে আরও অন্তত তিন লাখ টাকা। কিন্তু এখন পর্যন্ত বিক্রি করতে পেরেছি মাত্র ২০টি গরু। বাকী ১২০টি মোটাতাজা করা গরু শেষ পর্যন্ত বিক্রি করতে পারিনি। তাঁদের মতে, কৃত্রিম উপায়ে মোটাতাজা করা গরু বেশী দিন টেকে না। তিন-চার মাসের মাথায় হঠাৎ মরে যায়। তারা এখন এসব গরু নিয়ে কী করবে, ভেবে পাচ্ছে না।

প্রাণীসম্পদ কর্মকর্তা সিরাজুল ইসলাম বলেন, 'একশ্রেণীর অধিক মুনাফালোভী অসাধু খামারী স্টেরয়েড জাতীয় ক্ষতিকর ইনজেকশন দিয়ে কৃত্রিম উপায়ে গরু মোটাতাজা করেন। এসব গরুর গোশত মানবদেহের জন্য ক্ষতিকর। তবে মোটাতাজা গরু মানেই যে ইনজেকশন দেওয়া, এমন ধারণাও সঠিক নয়।

এখন আইনের রক্ষকরাই আইনের ভক্ষক

-ইফতেখারুযযামান

দুর্নীতিবিরোধী আন্তর্জাতিক সংস্থা ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ (টিআইবি)-এর নির্বাহী পরিচালক ইফতেখারুযযামান বলেছেন, এমন কোন অপরাধ নেই, যার সঙ্গে কোন না কোনভাবে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার যুক্ত হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে না। সব ধরনের অপরাধের সঙ্গেই তাদের একাংশের যোগসাজশ পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার দৃষ্টান্ত অহরহ সংবাদ মাধ্যম এবং বিভিন্নভাবে উঠে আসছে। এমন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি, যেখানে আইনের রক্ষকই আইনের ভক্ষক। এভাবে চলতে থাকলে এমন একটা সময় দাঁড়াবে, যখন আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নাম বদলে আইন লঙ্ঘনকারী সংস্থা রাখতে হবে। আমরা এই পরিস্থিতি দেখতে চাই না। গত ২২শে আগস্ট হিউম্যান রাইটস ফোরাম বাংলাদেশ আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিরুদ্ধে যে অপরাধগুলোর অভিযোগ উত্থাপিত হয়, সেগুলোর বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ তদন্ত করা প্রয়োজন। তিনি আরো বলেন, আমরা দেখি বিভাগীয় তদন্ত হয়, বিভাগীয় তদন্তের নামে বদলি করা হয়, সর্বোচ্চ অবসরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। অথচ এটি তো পুরস্কৃত করার নামান্তর। অবসরে গেলে তিনি সব ধরনের সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন। আর বদলি হ'লে এক জায়গা থেকে অপরাধ করে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছেন। এসব নিরসনে বিচার বিভাগীয় তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।

আপনার স্বর্ণালংকারটি ২২/২১ বা ১৮ ক্যারেট আছে কি..?
পরীক্ষার রিপোর্ট সহ খরিদ করে সমাজকে অপরাধ মুক্ত করুন।

আমরা আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু সাতক্ষীরাতে সর্ব প্রথম স্বর্ণের ক্যারেট মাপা মেশিন এনেছি। আধুনিক প্রযুক্তিসমৃদ্ধ মেশিনে অলঙ্কারের সঠিক ক্যারেট জেনে খরিদ করুন।

সম্পূর্ণ হালাল ব্যবসা নীতি অনুসরণে আমরা সেবা দিয়ে থাকি

AL-BARAKA JEWELLERS-2
আল-বারাকা জুয়েলার্স- টু

এখানে সকল প্রকার অলঙ্কার এক্স-রে করে রিপোর্ট প্রদান করা হয়।

২/৫ নিউ মার্কেট, সাতক্ষীরা (প্রথম গেটের বাম হাতে ৫ নং দোকান) ফোন : ০৪৭১-৬২৫৪৪
মোবাইল : ০১৭১১-০১৮৫২৯, ০১৭১৬-১৮১৩৪৫
E-Mail: albarakajewellers2@gmail.com

বিদেশ

বাংলাদেশকে ১৪-১৫ লাখ লোক ফেরত নিতে বলব

-আসামের অর্থমন্ত্রী

ভারতের আসামের জাতীয় নাগরিকত্ব নিবন্ধনের চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ পড়া ১৯ লাখের মধ্যে ১৪ থেকে ১৫ লাখ অবৈধ অভিবাসীকে বাংলাদেশে ফেরত নিতে বলবেন বলে জানিয়েছেন রাজ্যটির অর্থমন্ত্রী হেমন্ত বিশ্বশর্মা।

গত ১লা সেপ্টেম্বর এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, উক্ত তালিকার কারণে ১৯৭১ সালের পরে যারা শরণার্থী হিসাবে এসেছেন, তারা সমস্যার সম্মুখীন হবেন। আমরা তাদের প্রতি সহমর্মী। তাই তালিকায় বাদ পড়াদের ক্ষেত্রে কোন মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটবে না বা কাউকে আটকও করা হবে না। তবে আমরা বাংলাদেশকে বলব, তাদের লোকদের ফেরত নিতে।

তিনি আরও বলেন, ভারতের বন্ধু বাংলাদেশ সব সময় আমাদের সহযোগিতা করে আসছে। অবৈধ অভিবাসনের ক্ষেত্রে তারা তাদের নাগরিকদের বরাবরই ফেরত নেয়।

তিনি আরও বলেন, তবে তালিকায় কারও নাম না থাকলেই যে তাকে বিদেশী বলে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো হবে, তা নয়। এর জন্য আইনি প্রক্রিয়া আছে। সেটা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত তারা ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবে না।

[অথচ সেখানকার বাদ পড়াদের ৬০% হিন্দু। ফলে শাসকদল বিজেপি এই গণনাকে অস্বীকার করেছে। এছাড়া বাংলাদেশ সরকার বলেছে, তাদের মধ্যে একজনও বাংলাদেশী নেই। কেননা ভারতের অবস্থা এমন উন্নত নয় যে, তারা বাংলাদেশ ছেড়ে ভারতে যাবে। আমরা মনে করি, হিন্দু নেতাদের নিকৃষ্ট হিন্দুত্ববাদী হিংস্রতা ১৯৪৭ সালে ভারতকে দু'ভাগ করেছিল। সেই একই রোগ তাদের নেতাদের মধ্যে আবার মাথা চাড়া দিয়েছে। ফলে এইসব অপদার্থ নেতাদের কারণেই ভারত পুনরায় টুকরা টুকরা হবে। আমরা তাদেরকে প্রকৃত মানুষ হবার আহ্বান জানাবো (স.স.)]

১০ বছরের গবেষণায় কৃত্রিম হাড় তৈরি করল ইরান

১০ বছর যাবৎ নিরবচ্ছিন্ন গবেষণার পর কৃত্রিম হাড় তৈরী করেছে ইরান। দেশটির শহীদ বেহেশতী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকগণ পলিমার-সিরামিক মিশ্রণের উপাদানের মাধ্যমে থ্রিডি প্রিন্টিং প্রযুক্তি ব্যবহার করে হাড় তৈরী করতে সফল হয়েছেন। ইতিমধ্যে তৈরী কৃত হাড় পাঁচজন রোগীর ওপর সফলভাবে পরীক্ষাও চালানো হয়েছে।

হাড় ভাঙ্গা বা হাড়ে ত্রুটি বিভিন্ন কারণে হ'তে পারে। যেমন জন্মগত কারণ, টিউমার, ক্যান্সার, দুর্ঘটনা ইত্যাদি। এছাড়াও সড়ক দুর্ঘটনার কারণে হাড় ভাঙ্গা রোগীদের সংখ্যা অনেক বেশী। এক্ষেত্রে এ গবেষণার সফলতা হাড়ের রোগীদের জন্য একটি সুখবর বলে মনে করছেন তারা।

বিশ্বের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর মানব হত্যাকারী প্রাণী মশা

এ মুহূর্তে বিশ্বে ১১০ ট্রিলিয়ন মশা ঘুরে বেড়াচ্ছে। গত বছর মশার কারণে সাড়ে ৮ লাখ মানুষ মারা গেছে। মশাবাহিত ম্যালেরিয়া থামিয়ে দিয়েছিল চেঙ্গিস খানের পশ্চিমমুখী লুণ্ঠন। পশ্চিমা গবেষক ও ইতিহাসবিদ অধ্যাপক টিমোথি সি.ওয়াইনগার্ড লিখিত ও সম্প্রতি প্রকাশিত 'দি মসকুইটো : এ হিউম্যান হিস্টরি অব আওয়ার ডেডলিয়েস্ট প্রিডেটর' বইয়ে এসব তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে তিনি এই উড়ন্ত পতঙ্গকে 'মানব বিনাশকারী', 'ভয়ঙ্কর মৃত্যুদূত', 'বিশ্বের মারাত্মক প্রাণ সংহারক' বলে বর্ণনা করেছেন। ওয়াইনগার্ড বলেন, মানব ইতিহাসে অন্য যে কোন ঘটনার চেয়ে

মশা সবচেয়ে বেশী সংখ্যক মানুষ হত্যা করেছে। এ পর্যন্ত বিশ্বে যত লোকের মৃত্যু হয়েছে তার অর্ধেকেরই হয়েছে মশার দ্বারা।

ওয়াইনগার্ড বলেন, মশা ইতিহাসের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কিছু মুহূর্তে অদৃশ্য খেলোয়াড়ের মত হানা দিয়েছে। মশা অনেক সাম্রাজ্যের উত্থান ও পতনও ঘটিয়েছে। বহু স্মরণীয় যুদ্ধে ভূমিকা পালন করেছে।

তিনি বলেন, মশা আলেকজান্ডার দি গ্রেটের পতন ঘটাতে সাহায্য করেছিল। পূর্ব ও পশ্চিমকে একত্রিত করতে সক্ষম হওয়ার আগেই ম্যালেরিয়াবাহী মশার কারণে তার জীবনাবসান ঘটেছিল। অন্যথায় ইতিহাস ও মানব সভ্যতার গতিপথ ভিন্ন হ'তে পারত।

ওয়াইনগার্ডের ভাষায়, মশা চেঙ্গিস খান ও তার মোঙ্গল সেনাবাহিনীর অগ্রাভিযান থেকে পাশ্চাত্যকে রক্ষা করে। তাদের মধ্যে ম্যালেরিয়া ছড়ানোর মাধ্যমে তাদের বিজয়যাত্রা থামিয়ে দিয়ে ইউরোপ থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

আমেরিকার বিপ্লব ও গৃহযুদ্ধেও মশার ভূমিকা ছিল। ম্যালেরিয়া ওয়াশিংটনের সেনাবাহিনীকে ব্রিটিশ বাহিনীর বিরুদ্ধে সুবিধাজনক অবস্থানে নিয়ে আসে। কারণ আমেরিকানরা ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক নিলেও অধিকাংশ ব্রিটিশ সৈন্য ম্যালেরিয়ার প্রতিষেধক গ্রহণের বাইরে ছিল। ফলে তা আমেরিকানদের জন্য বিরাট সুবিধা বয়ে আনে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সময় যুদ্ধে যত ব্রিটিশ সৈন্য মারা যায় তার পাঁচগুণ মারা যায় ম্যালেরিয়ায়। দেশের দক্ষিণে কয়েকটি অঞ্চলে ম্যালেরিয়ার ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল। এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান ম্যালেরিয়া বিশেষজ্ঞরা মিত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে জীবাণু যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য ইতালীতে নাজী সৈন্যদের পরিখা খনন ও জলাভূমিগুলো লোনা পানিতে ভরে তুলতে বাধ্য করে। যাতে সেসব স্থানে মারাত্মক প্রজাতির এনোফিলিস ল্যাবরানসিয়া মশার বিস্তার ঘটানো যায়।

ওয়াইনগার্ড আরো বলেন, মশার হাত থেকে মানুষকে রক্ষার জন্য বিশ্বে প্রতি বছর ব্যয় হচ্ছে ১১ বিলিয়ন ডলার, যার অধিকাংশই কাজে আসছে না।

১৯৩০-এর দশকে হলুদ জ্বর বা ইয়েলো ফিভার প্রতিরোধে সফল ভ্যাকসিন আবিষ্কৃত হয়। এখনো প্রতি বছর ৩০ হাযার লোক ইয়েলো ফিভারে মারা যায়। জিকা ভাইরাস, যাতে গর্ভবতী মা আক্রান্ত হ'লে তা মাইক্রোসেফালির (শিশুর ত্রুটিপূর্ণ মাথা) মত জন্মত্রুটির কারণ হ'তে পারে। ২০১৬ সালে আমেরিকায় জিকা বিস্তার লাভ করলে বিশ্বব্যাপী যরূরী অবস্থা জারী করা হয়।

ওয়াইনগার্ড বলেন, মশা নিয়ন্ত্রণহীন মানব জন্মহারের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে কাজ করে। তিনি মনে করেন, মশাজনিত মৃত্যু বাড়তেই থাকবে। আধুনিক বিজ্ঞান ও ঔষধ সত্ত্বেও মশা মানব সমাজের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর পতঙ্গ হিসাবে থাকবে।

পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রতি বছর মশার কারণে গড়ে ২০ লাখ, মানুষের হাতে পৌনে পাঁচ লাখ, সাপের কামড়ে ৫০ হাযার, স্যান্ড ফ্লাই-এর কামড়ে ২৫ হাযার, সেৎসি মাছির কামড়ে ১০ হাযার, কুমিরের আক্রমণে এক হাযার, জলহস্তির আক্রমণে ৫০০, হাতির আক্রমণে ১০০, সিংহের আক্রমণে ১০০, হাঙরের আক্রমণে ১০ ও নেকড়ের আক্রমণে ১০ জন মারা যায়।

[আল্লাহ বলেন, তোমার প্রতিপালকের সেনাবাহিনীর সংখ্যা তিনি ব্যতীত কেউ জানে না (মুদ্দাছছির ৭৪/৩১)। তাঁর হুকুমে এগুলি সীমালংঘণকারী বান্দাদের শাস্তি দিয়ে থাকেন। অতএব অবাধ্য নেতারা সাবধান হও (স.স.)]

জনসংখ্যা স্বল্পতা বিশ্বের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ হবে

ই-কমার্স জায়ান্ট আলিবাবার প্রতিষ্ঠাতা জ্যাক মা ও টেসলার প্রতিষ্ঠাতা ইলন মাস্ক বলেন, মানুষের জন্য আগামী দুই দশকে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে জনসংখ্যার স্বল্পতা। বিশ্বব্যাপী জনসংখ্যা হ্রাসের ফলে এ অবস্থার সৃষ্টি হবে। গত ২৯শে আগস্ট সাংহাইয়ে বিশ্ব কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা সম্মেলনে তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন। মা বলেন, এখন চীনে প্রতি বছর এক কোটি ৮০ লাখ শিশু জন্ম গ্রহণ করে। কিন্তু এ সংখ্যা যথেষ্ট নয়। আমাদের এর চেয়ে আরো বেশী শিশু প্রয়োজন। তিনি বলেন, আমি মনে করি মানুষের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ বা পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা সম্পদ কয়লা, তেল, বিদ্যুৎ নয়। সেরা সম্পদ হচ্ছে মানুষের মস্তিষ্ক।

মাস্ক বলেন, তিনি মনে করেন আগামী দিনে জনসংখ্যা হ্রাস অথবা যাকে তিনি মানব সমাজের ভেঙে পড়া বলে আখ্যায়িত করেন, তা মানুষের জন্য সবচেয়ে বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে। তিনি বলেন, অধিকাংশ লোক মনে করে যে বিশ্বে আমাদের মানুষের সংখ্যা অনেক বেশী। আমি মনে করি, আগামী ২০ বছরে জনসংখ্যা স্বল্পতাই হবে বিশ্বের বৃহত্তম সমস্যা, জনসংখ্যা বিস্ফোরণ নয়।

[এতদিন জনসংখ্যাকে বড় সমস্যা বলে গণ্যকারী লোকেরা এখন কি বলবেন অথচ ইসলাম বহু পূর্বেই এ বিষয়ে মানব জাতিকে সাবধান করেছে। অতএব ধন্যবাদ দুই সেরা চিন্তাবিদকে (স.স.)]

পুড়ছে পৃথিবীর ফুসফুস খ্যাত আমাজন

'পৃথিবীর ফুসফুস'খ্যাত আমাজনের চিরহরিৎ বনাঞ্চলের ব্রাজিল অংশে ভয়াবহ দাবানলের সৃষ্টি হয়েছে। বলিভিয়া ও প্যারাগুয়ে অঞ্চলেও আগুন ছড়িয়ে পড়েছে। মাইলের পর মাইল বন পুড়ে ছারখার হচ্ছে। ব্রাজিলের মহাকাশ পর্যবেক্ষণ সংস্থা আইএনপিইর তথ্য অনুযায়ী, আগস্টের প্রথম ২৬ দিনে ১,১১৪ বর্গকিলোমিটার এলাকা পুড়ে গেছে। বন পোড়ার ধোঁয়া আমাজনের আকাশ ছাড়িয়ে আড়াই হাযার মাইল দূরে দক্ষিণ আমেরিকার সবচেয়ে বড় শহর সাও পাওলোকেও অন্ধকারে ঢেকে দিয়েছে। ২০১৯ সালে আমাজন জঙ্গলের ব্রাজিল অংশে এপর্যন্ত ৭৪,১৫৫টি আগুনের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু এবারের মত ভয়াবহ অবস্থা কখনোই সৃষ্টি হয়নি। বর্তমানে সেখানে ২,৫০০-এরও বেশী স্থানে আগুন জ্বলেছে।

পরিবেশ বিজ্ঞানীরা আগুন লাগার কয়েকটি কারণ চিহ্নিত করেছেন। প্রথম কারণ বন উজাড়। ঘরবাড়ি নির্মাণ, কৃষি কাজের সম্প্রসারণ, খনিজ পদার্থ অনুসন্ধানসহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যে গাছপালা কেটে বন উজাড় করছে মানুষ। দ্বিতীয় কারণ হ'ল- কৃষি উৎপাদন ও কৃষিভূমি সম্প্রসারণ। কৃষিভূমি ও গবাদিপশুর চারণভূমি তৈরি করতে জঙ্গলে সরাসরি আগুন ধরিয়ে দিচ্ছে মানুষ। তৃতীয় কারণ- খরা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ। পানি স্বল্পতায় জঙ্গলের গাছ শুকিয়ে যাচ্ছে। শুষ্ক গাছে আগুন লেগে দাবানল সৃষ্টি হয়ে আরও বৃক্ষনিধন ঘটছে। ফলে বাড়ছে খরার তীব্রতাও।

ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট জাইর বলসোনারো এবছরের জানুয়ারী মাসে ক্ষমতায় আসার পর থেকে আমাজনে আগুনের ঘটনা বেড়ে গেছে। ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের ব্যবধানে আগুনের ঘটনা ৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এনজিওগুলো বলছে, ব্রাজিলের বর্তমান সরকার অর্থনৈতিক মন্দাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে জঙ্গল উজাড়ে উৎসাহ দিচ্ছে। অন্যদিকে ব্রাজিলের প্রেসিডেন্ট বলসোনারো উল্টো এনজিওগুলোকেই বনে আগুনের জন্য দায়ী করছেন।

ফায়ার সার্ভিস ও ব্রাজিলীয় সেনাবাহিনীর অর্ধ লক্ষাধিক সদস্যের তৎপরতায় আগুনের ভয়াবহতা কিছুটা কমানো গেলেও ভারী বৃষ্টিপাতের আগ পর্যন্ত আগুন পুরোপুরি নিভবে না বলে জানিয়েছেন ব্রাজিলের প্রকৃতি বিশেষজ্ঞরা।

উল্লেখ্য যে, আমাজন পৃথিবীর মোট অক্সিজেনের ২০ শতাংশ সরবরাহ করে এবং এক-চতুর্থাংশ কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে। আমাজন জঙ্গলের প্রয়োজনীয়তা শুধু ব্রাজিল বা দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলোর জন্য নয়। আমাজন জঙ্গল বিনাশ হ'লে বৈশ্বিক উষ্ণতা চিরতরে নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবে।

আমাজনের মূল বৈশিষ্ট্য হ'ল এর জীববৈচিত্র্য। ৩০ লাখ প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং তিন শতাধিক ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ১০ লাখ মানুষের বসবাস এই বনে। যার প্রত্যেকটি জাতিগোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা রয়েছে। এছাড়া ৪০ হাযার প্রজাতির প্রায় ৩ হাযার ৯০০ কোটি গাছ রয়েছে। আমাজন নদীই আমাজন বনের জীবনীশক্তি, যা বিশ্বের সবচেয়ে প্রশস্ত নদী।

৯টি দেশের প্রায় ৫৫ লাখ বর্গকিলোমিটার জায়গা জুড়ে বিস্তৃত এই বনাঞ্চল। আয়তনে বাংলাদেশের তুলনায় ৩৮ গুণ বড়। এ বনের ৬০ শতাংশ ব্রাজিল, ১৩ শতাংশ পেরু, ১০ শতাংশ কলম্বিয়া এবং বাকী ১৭ শতাংশ অন্যান্য ৬টি দেশে (বলিভিয়া, ইকুয়েডর, ভেনেজুয়েলা, গায়ানা, সুরিনাম ও ফরাসী গায়ানা) অবস্থিত। সমগ্র পৃথিবীতে যে পরিমাণ চিরহরিৎ বন বা রেইন ফরেস্ট আছে, তার অর্ধেকই হ'ল আমাজন। ধারণা করা হয়, আমাজনে এখনো এমন ৫০টির বেশী স্থানীয় উপজাতির বাস আছে, যাদের সঙ্গে আধুনিক পৃথিবীর কোন যোগাযোগ নেই।

পশ্চিমা বিশ্বে প্রস্তুতকৃত মোট ওষুধের ২৫ শতাংশ উৎপাদিত হয় চিরহরিৎ এই বন থেকে সংগৃহীত উপাদান দিয়ে। যদিও এপর্যন্ত এই বনের ১ শতাংশের কম গাছগাছড়া বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করতে সক্ষম হয়েছেন। আমাজনে ৩ হাযারের বেশী ফল পাওয়া যায়, যার মধ্যে মাত্র ২০০ রকম ফল পশ্চিমা বিশ্বে খাওয়া হয়। ধান, গম, আনারস, টমেটো, আলু, কলা, গোলমরিচ, কফি বীজ, কোকোয়া বীজসহ বিশ্বের ৮০ শতাংশ খাদ্যশস্যের আদি উৎস এই বন।

[দুনিয়ার শাসকরা যখন উৎপীড়ক হয়, তখন আসমানের শাসক আল্লাহ এভাবেই প্রতিশোধ নিয়ে থাকেন। একইভাবে সুন্দরবন হ'ল বাংলাদেশের ফুসফুস। এর পাশেই রামপাল প্রকল্প প্রতিষ্ঠা হবে নিঃসন্দেহে একটি আত্মঘাতি সিদ্ধান্ত। অতএব কর্তৃপক্ষ সাবধান হৌন (স.স.)]

৭৩ বছর বয়সে যমজ সন্তান জন্ম দিলেন ভারতীয় নারী

ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের রাজ্য অন্ধ্র প্রদেশে ৭৩ বছর বয়সী এক নারী সম্প্রতি যমজ দু'টি কন্যা সন্তানের জন্ম দিয়েছেন। আইভিএফ চিকিৎসার মাধ্যমে এই বয়সেও তিনি মাতৃত্বের স্বাদ পেলেন। তার মা হওয়ার খবরে পরিবারটিতে খুশির বন্যা বইছে। স্বামী সিতারামা রাজারাও (৮২) আনন্দ প্রকাশ করে বলেন, 'আমরা অসম্ভব খুশী। এর আগে ২০১৬ সালে দালজিনদের কাউর নামে আরেক ভারতীয় নারী ৭০ বছর বয়সে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। মা ইরামতি বলেন, 'আমরা অনেক চেষ্টা করেছি। অনেক চিকিৎসক দেখিয়েছি। এটা আমার জীবনের সবচেয়ে খুশির দিন। তিনি আরও বলেন, সমাজে তিনি নিজেকে কলঙ্কিত বোধ করতেন। মা হ'তে না পারার কারণে সামাজিক অনেক অনুষ্ঠানে তাকে ডাকা হ'ত না। তাকে সন্তানহীন নারী বলে ডাকা হ'ত। এদিকে সন্তান জন্ম নেওয়ার এক দিন পর পিতা রাজারাও স্ট্রোকে আক্রান্ত হন। তিনি এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

মুসলিম জাহান

কাশ্মীরে ভারত চায়না মডেল বাস্তবায়ন করতে চায়

চীনের জিনজিয়াং (পূর্ব তুর্কিস্থান) মুসলিম অধ্যুষিত এবং তিব্বত একটি বৌদ্ধ প্রধান প্রদেশ। এ দু'টি অঞ্চল একসময় স্বাধীনসত্তা নিয়ে থাকলেও পরবর্তীতে সেখানে আসে চৈনিক সেনারা। ধীরে ধীরে অঞ্চল দু'টির স্বাধীনতা অস্বীকার করে চীন সেগুলোকে নিজের অঙ্গীভূত করে নেয়। ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু-কাশ্মীরে বিজেপি সরকার এখন যে নীতি অনুসরণ করছে তা দেখে বোঝা যাচ্ছে যে, তারা জিনজিয়াং এবং তিব্বতের প্রতি বেইজিংয়ের কৌশলকেই কাজে লাগাচ্ছে।

একটি স্বাধীন অঞ্চলকে বিভিন্ন অজুহাতে নিজের অঙ্গীভূত করে নেওয়া এবং সে অঞ্চলে বসবাসকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীকে উন্নয়নের নামে সংখ্যালঘু করে ফেলার কৌশলকে পশ্চিমের দেশগুলো নাম দিয়েছে 'চায়না মডেল'। পশ্চিমের গণমাধ্যম বলছে, কাশ্মীর ইস্যুতে মোদি যেন 'চীনের কৌশল' অনুসরণ করছে।

কাশ্মীর এবং জিনজিয়াংয়ের মধ্যে রয়েছে অনেক মিল। এই মুসলিম-প্রধান অঞ্চল দু'টির স্বাধীনতাকে বিতর্কিত করা হয়েছে। অঞ্চল দু'টির ওপর চেপেছে ভিন্নধর্মের মানুষের শাসন। শুধু তাই নয়, অঞ্চল দু'টিতে বহুজাতিক সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্যে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক চাপ।

জিনজিয়াংয়ের উইঘুর মুসলিম সম্প্রদায় এক সময় তাদের অঞ্চলের বিভিন্ন শহরে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকলেও এখন তারা হান জনগোষ্ঠীর অভিবাসনের ফলে সেসব জায়গায় সংখ্যালঘু হয়ে পড়েছে। এমনকি চীন সরকার মুসলমানদের ধরে ধরে 'শিক্ষা শিবিরে' পাঠিয়ে তাদের ব্রেইন ওয়াশের কাজ করে চলেছে সুচতুরভাবে। ছালাত, ছিয়ামের মত ইসলামের মৌলিক বিধি-বিধানের উপর নানা বিধি-নিষেধ আরোপ সহ নারীদের বন্ধ্যা করার মত ভয়াবহ নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তারা।

কাশ্মীর নিয়ে ভারতের সংবিধানে যে ৩৭০ ধারা ছিল, তা গত ৫ই আগস্ট তুলে নেওয়ার পর ভারতের ক্ষমতাসীন বিজেপির নেতাদের মুখে যেসব কথা শোনা যাচ্ছে তাতে চীনের নেতাদের কথারই প্রতিধ্বনি শোনা যাচ্ছে। বিজেপি নেতারা এখন দলের কর্মীদের কাশ্মীরে গিয়ে বসবাস করার পাশাপাশি মুসলিম মেয়েদের বিবাহ করার প্রতি উৎসাহিত করছেন।

[ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে এই অপকৌশল সারা বিশ্বে চললেও কোন মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে কার্যকর কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না। এমনকি প্রতিবাদ করার মত সাহসও তাদের নেই। আল্লাহ্‌র উপর ভরসাকারী সাহসী নেতা আজ একান্তভাবেই কাম্য (স.স.)]।

পাকিস্তান ক্রিকেটের কোচ হ'তে চান মাওলানা তারেক জামীল!

পাকিস্থানের প্রখ্যাত হানাফী দাঈ মাওলানা তারেক জামীল পাকিস্তান ক্রিকেট দলের প্রধান কোচ হ'তে চেয়েছেন। গত ২৩ শে আগস্ট জুম'আর খুৎবায় তিনি এ আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, 'আমি পাকিস্তান ক্রিকেট টীমের ধর্মীয় শিক্ষক হ'তে চাই। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যদি ক্রিকেটের পদ্ধতিগত নিয়ম-কানূন মেনে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করেন, তবে তা খুবই উত্তম কাজ হবে।

ক্রীড়াঙ্গনে সম্পৃক্ততা দাওয়াতী কাজকে আরও বেগবান করবে উল্লেখ করে মাওলানা তারেক জামীল বলেন, আমি মনে করি যদি ক্রিকেটারদের সঙ্গে আমার সরাসরি যোগাযোগ থাকে তাহ'লে এটি সেরা একটি দাওয়াতও হবে। আজ গোটা বিশ্ব ক্রিকেটের পাগল। ফলে ক্রিকেটারদের প্রতি অনুরক্তদের মাঝে দাওয়াত পৌঁছাতে পারবো। তিনি আশা করেন যে, পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তার জন্য এ নতুন পদটি সৃষ্টি করবেন। ফলে তিনিই হবেন ইতিহাসের প্রথম আধ্যাত্মিক কোচ।

মুছহাফে ওছমানী রয়েছে তাসখন্দে!

উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দের খাস্ত-ইমাম কমপ্লেক্স মাদ্রাসায় সপ্তম শতাব্দীর একটি কুরআনের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে। বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন কুরআনের এই পাণ্ডুলিপিটি তৃতীয় খলীফা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর পাণ্ডুলিপি বলে ধারণা করা হয়। হযরত ওছমানের মৃত্যুর পর আলী (রাঃ) মদীনায় রক্ষিত কুরআনের সেই কপিটি নিয়ে যান বর্তমান ইরাকের কূফায়। তৈমুর লং পরবর্তী সময় ইরাকে অভিযান চালিয়ে ধ্বংসযজ্ঞে পরিণত করার পর কুরআনের সেই কপিটি দখলি সম্পদ হিসাবে তার রাজধানী তাসখন্দে নিয়ে যান। বর্তমান উজবেকিস্তানের তাসখন্দে সেই কপিটি রক্ষিত ছিল ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত। রুশরা তাসখন্দ দখল করে নিলে কপিটির পরবর্তী অবস্থান হয় রাশিয়ান ইমপেরিয়াল গ্রন্থাগারে। পরবর্তীতে তা পুনরায় স্থান পায় তাসখন্দের খাস্ত-ইমাম কমপ্লেক্সের অর্ন্তভুক্ত মাদ্রাসায়। মাদ্রাসার গ্রন্থাগারের একটি কাঁচের বাক্সে এটি সংরক্ষিত আছে। পাশাপাশি কুরআন বিষয়ে লিখত বিশ হাযারের কাছাকাছি বই-পুস্তক এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এছাড়াও তাফসীর, ফিকহ, হাদীছ, ইতিহাস, জ্যোতির্বিজ্ঞান ও চিকিৎসাশাস্ত্রসহ অন্যান্য বিষয়ের উপর তিন হাযারের মতো প্রাচীন পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত আছে এই গ্রন্থাগারে।

কমপ্লেক্সের আওতায় দু'টি মাদ্রাসা, তিনটি মসজিদ, আল-বুখারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় এবং উজবেকিস্তানের মুসলিম বোর্ড অন্তর্ভুক্ত। পাঁচশ' বছরের প্রাচীন এই কমপ্লেক্সটি দেখার জন্য বিভিন্ন দেশের পর্যটকরা প্রতিনিয়তই এখানে এসে ভিড় করেন।

ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ চেচনিয়ায়

রাশিয়ায় নির্মিত হ'ল ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। রাশিয়ার চেচনিয়া অঞ্চলের শালী শহরে নির্মিত এ মসজিদটিতে একসঙ্গে ৩০ হাযার মুছল্লী ছালাত আদায় করতে পারবেন। এছাড়া মসজিদের বাইরের অংশে অতিরিক্ত ৭০ হাযার মুছল্লীর সংকুলান হবে। গত ২৩শে আগস্ট সঊদী আরবসহ বিভিন্ন দেশের অতিথিদের নিয়ে আড়ম্বরপূর্ণ এক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ইউরোপের বৃহত্তম মসজিদটির উদ্বোধন করা হয়। চেচেন কর্তৃপক্ষ এটিকে ইউরোপের 'বৃহত্তম ও সবচেয়ে সুন্দর' মসজিদ হিসাবে আখ্যায়িত করেছে। মসজিদটি নির্মাণ করতে সময় লেগেছে সাত বছর। এর পূর্বে রাশিয়ার গ্রাণ্ড মুফতী তালাত তাজুদ্দীনের সঙ্গে এক সাক্ষাতে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন বলেন, ২০০০ সালে এই প্রজাতন্ত্রে মাত্র ১৬টি মসজিদ থাকলেও বর্তমানে সেই সংখ্যা ১২০০-তে উন্নীত হয়েছে। এতে বোঝা যায়, এ দেশে ইসলামের প্রসার ঘটছে। রাশিয়ার ১৪ কোটি ৬০ লাখ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ২ কোটিরও বেশী। গ্রাণ্ড মুফতীর দেওয়া তথ্য মতে, আগামী ১৫ বছরের মধ্যে রাশিয়ায় মুসলিম জনসংখ্যার হার ৩০ শতাংশে উন্নীত হবে। যা বর্তমানে মাত্র ৭ শতাংশে রয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

আসছে এসি লাগানো টি-শার্ট

তীব্র গরমে বাইরে বের হ'লেই যেন সূর্যের তাপে গা পুড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা হয়। ঘেমে একাকার হয়ে অস্বস্তি নিয়ে কর্মস্থলে ঢুকতে হয় কর্মজীবী মানুষকে। গরম থেকে রক্ষা পেতে এবার আসছে এসি লাগানো টি-শার্ট! প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান সনি নিয়ন্ত্রিত একটি স্টার্টআপ প্রতিষ্ঠান এই বিশেষ প্রযুক্তির টি-শার্ট বাজারে আনতে চলেছে। এর নাম রাখা হয়েছে 'রিওন পকেট'। ছোট আকৃতির ওয়ালেটের মতো দেখতে এই ডিভাইস টি-শার্টে লাগিয়ে নিলেই বাইরের কাঠফাটা রোদেও পাওয়া যাবে এসির মতো ঠাণ্ডা হাওয়া। কিন্তু ডিভাইসটি যেকোন পোশাকে লাগানো যাবে না। ডিভাইসটি ব্যবহার করার জন্য সিলিকন নির্মিত বিশেষ একটি টি-শার্ট পরতে হবে। টি-শার্টটির পেছন দিকে ঘাড়ের কাছাকাছি অংশে একটি পকেট থাকবে, সেখানেই রাখা হবে ডিভাইসটি। একটি অ্যাপ দিয়ে ডিভাইসটিকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে। ডিভাইসটি লাগিয়ে বাইরের তাপমাত্রার চেয়ে সর্বোচ্চ ১৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রা কম অনুভব করতে পারবেন ব্যবহারকারী। ডিভাইসটি যে শুধু গরমের দিনে ব্যবহার করা যাবে তাই নয়, বরং শীতকালেও ব্যবহার করা যাবে এটিকে। তখন এর কাজ হবে সম্পূর্ণ উল্টো। সর্বোচ্চ ৮ ডিগ্রি তাপমাত্রা বাড়িয়ে নিয়ে বাইরের হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা থেকে রক্ষা পাবেন ব্যবহারকারী।

একবার চার্জ দিলে ডিভাইসটি একটানা দেড় ঘণ্টা চলবে। ডিভাইসটি পুরোপুরি চার্জ হ'তে সময় লাগবে দুই ঘণ্টা। প্রাথমিক পর্যায়ে এর দাম নির্ধারণ করা হয়েছে বাংলাদেশী মুদ্রায় ১০ হাযার টাকা।

পরিত্যক্ত পলিথিনে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস

নওগাঁ ও মেহেরপুরের পর এবার চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় পরিত্যক্ত পলিথিন থেকে উৎপাদন করা হচ্ছে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস। দামুড়হুদা উপযেলার হেমায়েতপুর গ্রামের মানছুর আলীর ছেলে শ্যালো ইঞ্জিনের মিস্ত্রী ছামাদুল ইসলাম তার নিজ বাড়িতে পলিথিন থেকে পেট্রোল, ডিজেল ও গ্যাস উৎপাদন করছেন। তিনি জানান, ফেসবুকে পলিথিন গলিয়ে তেল উৎপাদনের পদ্ধতি দেখে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। পরে পাঁচ হাযার টাকা খরচ করে টিনের ড্রাম, প্লাস্টিকের কন্টেইনার ও কিছু স্টিলের পাইপ দিয়ে রিফাইন মেশিন তৈরি করেন। এরপর প্রথম দিন ৬০ টাকার ৫ কেজি পরিত্যক্ত পলিথিন ও ১৫০ টাকার খড়িসহ মোট ২১০ টাকা খরচ করে কাজ শুরু করেন। ৫ কেজি পলিথিন জ্বালিয়ে দেড় লিটার পেট্রোল ও আড়াই লিটার ডিজেল উৎপাদন করেন। এতে গ্যাস উৎপাদন হ'লেও তা আটকে সংরক্ষণ করা সম্ভব হচ্ছে না। তবে তিনি এই গ্যাস জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করছেন।

এ পদ্ধতিতে এক লিটার পেট্রোল উৎপাদন খরচ হচ্ছে ৭০ টাকা ও প্রতিলিটার ডিজেলের পেছনে খরচ হচ্ছে ৪২ টাকা। এই উদ্ভাবনে একদিকে যেমন যত্রতত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পরিত্যক্ত পলিথিন রিসাইকেল হয়ে সম্পদে পরিণত হচ্ছে, অন্যদিকে পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা পাচ্ছে। অপেক্ষাকৃত কম দামে পেট্রোল ও ডিজেল পেয়ে ব্যবহার করছেন এলাকাবাসীও।

সরকার যদি এদের পাশে দাঁড়ায় তাহ'লে আরো বড় পরিসরে কাজ করে সহজেই পলিথিন বর্জ্যের সঠিক ব্যবস্থাপনা এবং তা থেকে তেল উৎপাদনের মাধ্যমে জ্বালানীর চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

[গ্রামের সামান্য এক শ্যালো মিস্ত্রী যদি এত বড় কাজ করতে পারে, তাহ'লে দেশের বাঘা বাঘা বিজ্ঞানীরা সরকারের আশীর্বাদপুষ্ট হয়েও জাতির জন্য কি করছেন? সরকার এইসব গ্রাম্য প্রতিভাগুলিকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে বলে আমরা আশা করি (স.স.)]

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৯

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের বিশুদ্ধ দাওয়াত নিয়ে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে পড়ুন

-মুহতারাম আমীরে জামা'আত

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ ও ৩০শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ২৯ ও ৩০শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর উদ্যোগে রাজশাহী মহানগরীর নওদাপাড়ায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে প্রদত্ত উদ্বোধনী ভাষণে সম্মেলনের সভাপতি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত আহ্বান জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে শান্তি প্রতিষ্ঠার একমাত্র উপায় হ'ল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের শাশ্বত বিধানের প্রতি আনুগত্যের মস্তক অবনত করা। আজ মুসলিম উম্মাহ যে বিপর্যয় ও অধঃপতনের মধ্যে অতিক্রম করছে তার পিছনে মৌলিক কারণ হ'ল ইলাহী বিধান থেকে দূরে সরে যাওয়া। তিনি উপস্থিত নেতা-কর্মীদেরকে সমাজের সর্বস্তরে এই বিশুদ্ধ দাওয়াত ছড়িয়ে দেওয়ার এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বিরূপ আবহাওয়া সত্ত্বেও যথাসময়ে সকলের উপস্থিতিতে সুন্দরভাবে সম্মেলনের কার্যক্রম শুরু করতে পেরে মহান আল্লাহ্র শুকরিয়া জানান। অতঃপর দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে স্রেফ দ্বীনের মহব্বতে ও সংগঠনের টানে যেসব কর্মী এখানে উপস্থিত হয়েছেন, তাদের সবাইকে সাদর অভিনন্দন জানিয়ে তিনি আল্লাহ্র নামে দুই দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

১ম দিন বৃহস্পতিবার সকাল ৯-টায় পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সম্মেলন শুরু হয়। অতঃপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় ১ম অধিবেশনে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম স্বাগত ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর সকাল সোয়া ৯-টায় মুহতারাম আমীরে জামা'আত উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন।

আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের পর বিষয়ভিত্তিক আলোচনা শুরু হয়। অতঃপর 'সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব ও আনুগত্যের গুরুত্ব' বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর নেতৃত্ব সংস্কার বিষয়ে কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার (কুষ্টিয়া), 'সংগঠনের আমানত ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি' বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া), 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর শিক্ষা সংস্কার বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন (সাতক্ষীরা), ইসলামী পরিবার গঠনে 'আহলেহাদীছ মহিলাসংস্থা'র করণীয় বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা (রাজশাহী), গঠনতন্ত্রের ধারা-৩ ও ৪ বিষয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা শফীকুল ইসলাম (নারায়ণগঞ্জ) এবং নেতৃত্বের গুণাবলী বিষয়ে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর) আলোচনা পেশ করেন।

অতঃপর বাদ আছর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের পরিচালনায় ২য় অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে 'কর্মীদের গুণাবলী' বিষয়ে বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ ওলামা ও ইমাম সমিতি'র সহ-সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল (পাবনা)।

এরপর সংগঠনের উন্নতি ও অগ্রগতি সম্পর্কে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্য হ'তে পরামর্শমূলক বক্তব্য সমূহ আহ্বান করা হয়। তাতে একে একে বক্তব্য পেশ করেন রাজশাহী-সদর সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা এ্যাডভোকেট জারজিস আহমাদ, সঊদী আরব শাখার সাবেক প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ সোহরাব আলী, কুমিল্লা যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জামীলুর রহমান, জয়পুরহাট যেলার সভাপতি মাহফূযুর রহমান, বাগেরহাট যেলার সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলী, চট্টগ্রাম যেলার সাধারণ সম্পাদক শেখ সা'দী, নীলফামারী-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, কিশোরগঞ্জ যেলার সভাপতি অধ্যাপক এস. এম নূরুল ইসলাম সরকার, নওগাঁ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার ও রংপুর যেলার সাবেক সভাপতি মাস্টার খায়রুল আযাদ প্রমুখ। প্রবাসী প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সিঙ্গাপুর শাখার তাবলীগ সম্পাদক শফীকুর রহমান (কুষ্টিয়া)।

অতঃপর বাদ মাগরিব 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতি'র সভাপতি মাওলানা দুররুল হুদার পরিচালনায় ৩য় অধিবেশন শুরু হয়। সেখানে 'তাক্বওয়া: আন্দোলনের সফলতার চাবিকাঠি' বিষয়ে জামালপুর-দক্ষিণ যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক ক্বামারুযযামান বিন আব্দুল বারী (জামালপুর), সংগঠনে ইখলাছের গুরুত্ব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর), সমাজ পরিবর্তনের স্থায়ী কর্মসূচী বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক জালালুদ্দীন (নরসিংদী) এবং আহলেহাদীছ আন্দোলন-এর অর্থনৈতিক সংস্কার বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভির পরিচালক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (গোপালগঞ্জ) বক্তব্য পেশ করেন ।

দরসে কুরআন : সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার বাদ ফজর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা ছফের ১০-১১ আয়াতের উপর দরসে কুরআন পেশ করেন। তিনি জামা'আতবদ্ধভাবে দাওয়াতী কার্যক্রমের মাধ্যমে সমাজ পরিবর্তনে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

অতঃপর ২য় দিনের ১ম অধিবেশনের শুরুতে দাঈ ইলাল্লাহর চরিত্র বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ (কুমিল্লা) বক্তব্য রাখেন। অতঃপর সংগঠনের অগ্রগতিতে লক্ষ্যে অবিচল থাকার গুরুত্ব বিষয়ে কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম (সাতক্ষীরা) এবং জঙ্গীবাদ ও সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আবুল কালাম (জয়পুরহাট) বক্তব্য পেশ করেন। এরপর 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইনের পরিচালনায় গঠনতন্ত্রের ধারা-৭ ও ৮-এর উপর এবং কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদার পরিচালনায় ইহতিসাব ৪-৮ পৃষ্ঠার উপর সামষ্টিক পাঠ অনুষ্ঠিত হয়।

নাশতার বিরতি শেষে ২য় অধিবেশনের শুরুতে আল-'আওন-এর পরিচয় ও প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে বক্তব্য রাখেন আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায)। অতঃপর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর অগ্রগতিতে সমাজকল্যাণের গুরুত্ব বিষয়ে 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম (রাজশাহী), সমাজ সংস্কারে 'আহলেহাদীছ

যুবসংঘে'র ভূমিকা বিষয়ে 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি ড. আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব (মারকায) ও সমাজ সংস্কারে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর ভূমিকা বিষয়ে বাংলাদেশ আহলেহাদীছ শিক্ষক সমিতির কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ভাইস প্রিন্সিপাল ড. নূরুল ইসলাম (রাজশাহী) বক্তব্য পেশ করেন। অতঃপর ২০১৭-২০১৯ সেশনের সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অতঃপর তিনি সরকারের নিকট দাবী ও প্রস্তাবনা সমূহ উপস্থাপন করেন ও তা বিপুলভাবে সমর্থিত হয়।

অতঃপর আগামী ২০১৯-২০২১ সেশনের জন্য সংগঠনের ৬১টি যেলার মধ্যে ৫৫টি যেলার মনোনীত সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকদের নাম ঘোষণা করেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অতঃপর তাদের বায়'আত নেন মুহতারাম আমীরে জামা'আত।

জুম'আর খুৎবা :

কর্মী সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা হাশর ৭ আয়াতের উপর প্রদত্ত জুম'আর খুৎবায় রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জামা'আতবদ্ধভাবে সমাজ সংস্কারের লক্ষ্যে সার্বিক জীবন পরিচালনার আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পৃথিবীতে প্রথম আদম (আঃ) ও হাওয়ার মাধ্যমে পারিবারিক সংগঠন কায়েম হয়েছিল। তাঁদের দু'জনের একত্রিত জীবন-যাপনের মাধ্যমে পৃথিবী আবাদ হয়েছিল। ভালোর প্রতি হিংসা মানুষের চিরন্তন অভ্যাস। আসমানে আদম (আঃ)-এর প্রতি হিংসা করেছিল ইবলীস; আর যমীনে হাবীলের প্রতি হিংসা করেছিল কাবীল। ভালো ব্যক্তি আল্লাহ্র পথের অনুসরণ করে। আর মন্দ ব্যক্তি শয়তানের পথের অনুসরণ করে। বর্তমান বিশ্বের প্রায় ৬০০ কোটি মানুষ নূহ (আঃ)-এর কিশতীতে উদ্ধার পাওয়া ৮০ জন মুমিন নর-নারীর বংশধর। কিন্তু বর্তমানের অধিকাংশ মানুষ তাদের সেই ঈমানদার পূর্বপুরুষদের কথা ভুলে গেছে। তিনি বলেন, আমরা নবী-রাসূলদের অনুসরণে পৃথিবী গড়ে তুলতে চাই। আর এজন্য বিশ্বাসের জগৎকে শিরকমুক্ত এবং আমলী জগৎকে বিদ'আতমুক্ত করতে হবে। হাশরের মাঠে রাসূল (ছাঃ)-এর শাফা'আত পেতে হ'লে আমাদেরকে অবশ্যই তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসরণ করতে হবে। জাল-যঈফ ও বানাওয়াট হাদীছের অনুসরণ করলে রাসূলের শাফা'আত পাওয়া যাবে না। তিনি বলেন, তাওহীদ ও সুন্নাতের অনুসরণের জন্য সাহসী হওয়া প্রয়োজন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, ভীতু ও কাপুরুষ কখনো প্রকৃত অর্থে আহলেহাদীছ হ'তে পারে না। তিনি কর্মীদেরকে যেকোন মূল্যে নির্ভেজাল তাওহীদ ও ছহীহ সুন্নাহ্র অনুসারী হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সমূহ :

সম্মেলনে কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম নিম্নোক্ত প্রস্তাবসমূহ বিবেচনার জন্য দেশের সরকার, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও সাধারণ জনগণের নিকটে পেশ করেন এবং উপস্থিত সকলে হাত তুলে সমস্বরে সেগুলির প্রতি জোরালো সমর্থন ব্যক্ত করেন।-

১. এ সম্মেলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন, বিচার ও শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

২. এই সম্মেলন জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে সরকারের ভূমিকাকে স্বাগত জানাচ্ছে। সাথে সাথে সন্ত্রাস ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' এবং তার অঙ্গ সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান সমূহের দাওয়াতী ও সামাজিক কর্মসূচী সমূহ অবাধে পরিচালনার সুযোগ প্রদানের জোর দাবী জানাচ্ছে।

৩. এ সম্মেলন স্কুল-মাদরাসার সিলেবাস প্রণয়ন কমিটিতে এবং 'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর পরিচালনা কমিটিতে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ'-এর মনোনীত প্রতিনিধি রাখার জন্য সরকারের প্রতি দাবী জানাচ্ছে।

৪. এ সম্মেলন প্রাথমিক স্তর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং সহ শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করার জন্য জোর আবেদন জানাচ্ছে।

৫. এই সম্মেলন খুন ও ধর্ষণের ব্যাপারে স্বীকারোক্তিদানকারী অপরাধীদের দ্রুত শাস্তি নিশ্চিত করার আহ্বান জানাচ্ছে। সেই সাথে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ১৮ বছর বয়সের ইসলাম বিরোধী শর্ত এবং তালাকের ক্ষেত্রে 'হিল্লা প্রথা' বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬. এ সম্মেলন মাদক প্রতিরোধে সরকারের সদিচ্ছা বাস্তবায়নের সহযোগী হিসাবে দেশের একমাত্র মাদকমুক্ত রক্তদান সংগঠন 'আল-আওন স্বেচ্ছাসেবী নিরাপদ রক্তদান সংস্থা'কে সার্বিক পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

৭. এ সম্মেলন দেশের বিভিন্ন স্থানে আহলেহাদীছ মসজিদসমূহ ভাঙ্গা, জবরদখল করা এবং আহলেহাদীছদের বিরুদ্ধে মহলবিশেষের আক্রমণাত্মক অবস্থানের তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে সরকারের নিরপেক্ষ ও সক্রিয় হস্তক্ষেপ দাবী করছে।

৮. এ সম্মেলন ছেলে ও মেয়েদের সহশিক্ষা বাতিলের দাবী জানাচ্ছে। সাথে সাথে স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের শালীন পোষাক ও পর্দাপ্রথা নিশ্চিত করার এবং মহিলাদের পর্দা পালনে বাধাসৃষ্টিকারীদেরকে আইনের আওতায় আনার জোর দাবী জানাচ্ছে।

৯. এই সম্মেলন বিনোদন ও সংস্কৃতির নামে টিভি-সিনেমা ও পত্র-পত্রিকা থেকে অশ্লীলতা ও বেলেল্লাপনা বন্ধ করার এবং ইন্টারনেট থেকে অশীল কন্টেন্টসমূহ অপসারণ করার দাবী জানাচ্ছে। সেই সাথে সুস্থ সংস্কৃতির বিকাশে এবং বিশুদ্ধ ইসলামের প্রচার ও প্রসারে মাসিক আত-তাহরীক ও আত-তাহরীক অনলাইন টিভিসহ অন্যান্য সুস্থ গণমাধ্যমকে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা দানের আহ্বান জানাচ্ছে।

১০. এই সম্মেলন রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব ফিরিয়ে দিয়ে তাদেরকে সসম্মানে দেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য অথবা তাদের বাসভূমি রাখাইন প্রদেশকে স্বাধীন 'আরাকান রাজ্য' ঘোষণার জন্য জাতিসংঘ সহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে।

১১. এই সম্মেলন ভারতীয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫-ক ধারা বাতিলের মাধ্যমে কাশ্মীরী মুসলমানদের স্বাধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। সেই সাথে ১৯৪৮ সালে গৃহীত জাতিসংঘের ৪৭ নম্বর প্রস্তাব অনুযায়ী স্বাধীন গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বাস্তবায়নের জোর দাবী জানাচ্ছে।

১২. এ সম্মেলন ডেঙ্গু মহামারীর ক্রমাগত ব্যাপকতায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এডিস মশা নিধনের প্রয়োজনীয় ঔষধ ও টেস্টিং কিট্স সারা দেশে ব্যাপকভাবে ফ্রি সরবরাহের জন্য সরকারের প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে। এই সাথে ডেঙ্গু জ্বরে আক্রান্ত হয়ে যেসব রোগী ও ডাক্তার অসহায়ভাবে মৃত্যুবরণ করেছেন, তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছে এবং তাদের পরিবারবর্গের প্রতি গভীর সমবেদনা প্রকাশ করছে। সাথে সাথে ডেঙ্গুতে মৃত্যুবরণকারী প্রত্যেক পরিবারকে যথাযোগ্য ক্ষতিপূরণ দানের জন্য সরকারের নিকট দাবী জানাচ্ছে।

কর্মী সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকালে বিশেষ অতিথি হিসাবে ভাষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (পাবনা)। সম্মেলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর হিফয বিভাগের প্রধান হাফেয লুৎফর রহমান (বগুড়া), আল-'আওন-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেয আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির (মারকায), মারকাযের মক্তব বিভাগের শিক্ষক ক্বারী আব্দুল আউয়াল (রাজশাহী) ও ক্বারী নিযামুদ্দীন (নওগাঁ)। ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর কেন্দ্রীয় পরিচালনা পরিষদ সদস্য আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ (বগুড়া), আল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠীর সদস্য মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান (জয়পুরহাট), কেরামত আলী (পাবনা)। অতঃপর ফরীদুল ইসলাম (নাটোর)-এর নেতৃত্বে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর ছাত্রদের নিয়ে সমবেত কণ্ঠে জাগরণী পরিবেশিত হয়।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন :

সম্মেলনের ২য় দিন শুক্রবার সকাল ৯-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের ৩য় তলায় 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম (মেহেরপুর)। অতঃপর ২০১৭-২০১৯ সেশনের আয়-ব্যয়ের অডিটকৃত হিসাব পেশ করেন কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম (কুষ্টিয়া) এবং বিগত ২০১৭-১৯ সেশনের সার্বিক সাংগঠনিক রিপোর্ট পেশ করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম (যশোর)। এরপর সংগঠনের অগ্রগতি সম্পর্কে পরামর্শমূলক বক্তব্য আহ্বান করা হয়। সেখানে বক্তব্য পেশ করেন কুমিল্লা যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক জামীলুর রহমান ও জয়পুরহাট যেলার সভাপতি মাহফূযুর রহমান। এরপর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম (পাবনা)। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আত সূরা নিসা ৭৬ আয়াত তেলাওয়াত করে কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্যদের প্রতি নছীহত ও সমাপনী ভাষণ পেশ করেন। অতঃপর বৈঠক ভঙ্গের দো'আ পাঠের মাধ্যমে সম্মেলন শেষ হয়।

সম্মেলনের অন্যান্য খবর : সুদূর সাতক্ষীরা থেকে সাইকেল চালিয়ে কর্মী সম্মেলনে যোগদান করেন সাতক্ষীরা যেলার সদর থানা কাওনডাঙ্গা গ্রামের মুহাম্মাদ যয়নুল আবেদীন সরদার। তার বর্তমান বয়স ৮০ বছর ৮ মাস। তিনি বিগত ২০০৪ সাল থেকে তাবলীগী ইজতেমা ও কর্মী সম্মেলনে নিয়মিতভাবে যোগদান করে আসছেন। তিনি গত ২৭শে আগস্ট মঙ্গলবার ভোর ৪.৪৫ মিনিটে সাতক্ষীরা থেকে রওয়ানা হয়ে ২১ ঘণ্টা সাইকেল চালিয়ে বুধবার দিবাগত রাত প্রায় ২-টায় রাজশাহী পৌঁছেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১২-১৩ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতি ও শুক্রবার : গত ৩০শে আগষ্ট শুক্রবার ২০১৯-২০২১ সালের জন্য মনোনীত মজলিসে আমেলা, শূরা ও যেলাসমূহের সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পদকদের নিয়ে বর্তমান সেশনের প্রথম সম্মেলন ও প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। বৃহস্পতিবার বাদ আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত মজলিসে আমেলা, বাদ মাগরিব থেকে এশা পর্যন্ত মজলিসে শূরা এবং বাদ ফজর থেকে জুম'আ পর্যন্ত মাঝখানে ১ ঘণ্টার বিরতি দিয়ে একটানা প্রশিক্ষণ পরিচালিত হয়। আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্ব পার্শ্বস্ত ভবনের তৃতীয় তলার হলরুমে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ২০১৯-২০২১ সেশনের নব মনোনীত যেলা সভাপতি, সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকগণকে নিয়ে দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মুহতারাম আমীরে জামা'আতের উদ্বোধনী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শুরু হয়। অতঃপর কর্মপদ্ধতি বইয়ের ১ম দফা কর্মসূচী বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, অফিস ব্যবস্থাপনা ও হিসাব সংরক্ষণ পদ্ধতি বিষয়ে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, কর্মপদ্ধতি বইয়ের ২য় দফা কর্মসূচী ও গঠনতন্ত্রের ধারা-১৬ বিষয়ে কেন্দ্রীয় সহকারী সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অতঃপর প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সংগঠন শিক্ষা ক্লাস পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

নাশতার বিরতির পর কর্মপদ্ধতি বইয়ের ৩য় দফা কর্মসূচী বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আলতাফ হোসাইন, ইহতিসাব ৪-৮ পৃ. বিষয়ে কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক ও মাসিক আত-তাহরীক-এর সহকারী সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, কর্মপদ্ধতি বইয়ের ৪র্থ দফা কর্মসূচী বিষয়ে কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, গঠনতন্ত্রের ধারা-৮, ১১ ও ১৫(১) বিষয়ে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। 'নেতৃত্বের গুণাবলী' বিষয়ে নির্ধারিত বক্তৃতা প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা দুররুল হুদা। অতঃপর মুহতারাম আমীরে জামা'আতের সমাপনী ভাষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ শেষ হয়।

উল্লেখ্য যে, নির্ধারিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতায় ১ম স্থান অধিকার করেন ঝিনাইদহ যেলার সাধারণ সম্পাদক হারূণুর রশীদ, ২য় স্থান অধিকার করেন দিনাজপুর-পূর্ব যেলার সভাপতি শহীদুল আলম ও ৩য় স্থান অধিকার করেন চট্টগ্রাম যেলার সাধারণ সম্পাদক শেখ সা'দী। প্রশিক্ষণের বিভিন্ন পর্যায়ে কুরআন তেলাওয়াত করেন আল-'আওনের সাংগঠনিক সম্পাদক আহমাদ আব্দুল্লাহ শাকির, কুমিল্লা যেলার সাধারণ সম্পাদক জামীলুর রহমান ও ইসলামী জাগরণী পরিবেশন করেন নওগাঁ যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুস সাত্তার। প্রশিক্ষণে ৪৮টি যেলার দায়িত্বশীলগণ অংশগ্রহণ করেন।

আলোচনা সভা

বনগাঁও, হরিপুর, ঠাকুরগাঁও ২১শে আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ যোহর যেলার হরিপুর উপযেলাধীন বনগাঁও ফাযিল মাদ্রাসা মাঠে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঠাকুরগাঁও যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সাভাপতি যিয়াউর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

বোদা, পঞ্চগড় ২১শে আগস্ট বুধবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার বোদা উপযেলাধীন ফুলতলা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পঞ্চগড় যেলার উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আমীনুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক

অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম।

সুধী সমাবেশ

গোবরচাকা, খুলনা ১৬ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ জুম'আ যেলা শহরের গোবরচাকা মুহাম্মাদিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক গোলাম মোক্তাদিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

চিতলমারী, বাগেরহাট ১৬ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট যেলার উদ্যোগে চিতলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মাওলানা আহমাদ আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

ঈশ্বরদী, পাবনা ১৯শে আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' পাবনা যেলার উদ্যোগে যেলার ঈশ্বরদী থানাধীন মসজিদুত তাক্বওয়ায় এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম।

গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা ২০শে আগস্ট মঙ্গলবার : অদ্য সকাল ১০-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলাধীন টিএন্ডটি সংলগ্ন আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' গাইবান্ধা-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ আওনুল মা'বূদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা ও অত্র মসজিদ কমিটির সহ-সভাপতি জনাব নূরুল ইসলাম প্রধান সহ গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ এসময় উপস্থিত ছিলেন।

মাসিক ইজতেমা

বানেশ্বর গরুহাটা, রাজশাহী ২৮শে আগস্ট সোমবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার পুঠিয়া উপযেলাধীন বানেশ্বর গরুহাটা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে রাজশাহী-পূর্ব সাংগঠনিক যেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আবু হানীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন পুঠিয়া উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ইলিয়াসুদ্দীন ও অত্র মসজিদের খতীব মুহাম্মাদ জাহাঙ্গীর আলম।

কেশরহাট, মোহনপুর, রাজশাহী ১০ই সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব যেলার মোহনপুর উপযেলাধীন কেশরহাট আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে মাসিক ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মোহনপুর উপযেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আফাযুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুস্তাকীম আহমাদ ও 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল হালীম।

কেন্দ্রীয় দাঈর সফর

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় দাঈ অধ্যাপক আব্দুল হামীদ গত ২০শে জুলাই শনিবার হ'তে ২রা আগস্ট শুক্রবার পর্যন্ত গাযীপুর, মানিকগঞ্জ ও ঢাকা যেলার বিভিন্ন এলাকায় এবং ১৮ই আগস্ট রবিবার হ'তে ২৪শে আগস্ট শনিবার পর্যন্ত গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর, শরীয়তপুর, নড়াইল ও ফরিদপুর যেলার বিভিন্ন এলাকায় তাবলীগী সফর করেন। বিস্তারিত রিপোর্ট নিম্নরূপ:

গাযীপুর : গত ২০শে জুলাই শনিবার বাদ আছর তিনি গাযীপুর যেলার সদর থানাধীন কামারজুড়ি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব কাথুরা, বাদ এশা শরীফপুর; ২১শে জুলাই রবিবার বাদ আছর পিরুজালী সড়কঘাট যমীরিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২২শে জুলাই সোমবার বাদ ফজর মণিপুর পুরাতন মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। অতঃপর দ্বিতীয় দফায় ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার বাদ যোহর কালিয়াকৈর থানাধীন দক্ষিণ পাকুল্লা জামে মসজিদে; ৩১শে জুলাই বুধবার বাদ যোহর চাতৈলভিটি পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে; ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ আছর সোহাগীরটেক জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

মানিকগঞ্জ : ২২শে জুলাই সোমবার সন্ধ্যা ৬-টায় মানিকগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন নারাঙ্গাই মৌজা নিবাসী ইঞ্জিনিয়ার মুহাম্মাদ মনীরুল ইসলামের বাসভবনে; ২৩শে জুলাই মঙ্গলবার বাদ আছর ভাটারা বায়তুল মামূর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দাওয়াতী ও সাংগঠনিক সফর করেন।

ঢাকা : ২৪শে জুলাই বুধবার বাদ যোহর তিনি ঢাকা যেলার ধামরাই থানাধীন জোয়ার আমতা পশ্চিমপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর আগজেঠাইল জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব চৌহাট জামে মসজিদে; ২৫শে জুলাই বৃহস্পতিবার বাদ মাগরিব আশুলিয়া বড় মসজিদে, বাদ এশা ডেমরান তিনআনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ২৬শে জুলাই শুক্রবার বাদ আছর তেঁতুলিয়া বড় মসজিদে, বাদ মাগরিব ছোট-ইকুরিয়া জামে মসজিদে, বাদ এশা ইকুরিয়া মধ্যপাড়া জামে মসজিদে; ২৭শে জুলাই শনিবার বাদ ফজর বড় ইকুরিয়া পূর্বপাড়া জামে মসজিদে, বাদ যোহর তেঁতুলিয়া দক্ষিণপাড়া জামে মসজিদে, বাদ আছর কাকরান বায়তুল মামূর জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব কাকরান হালুয়াপাড়া জামে মসজিদে, বাদ এশা কাকরান রূপনগর জামে মসজিদে; ২৮শে জুলাই রবিবার বাদ যোহর চন্দ্রপাড়া জামে মসজিদে, বাদ আছর ডেমরান উত্তরপাড়া জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ডেমরান মধ্যপাড়া মসজিদে, বাদ এশা আশুলিয়া দক্ষিণপাড়া মসজিদে; ২৯শে জুলাই সোমবার বাদ ফজর আশুলিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ যোহর সাভার থানাধীন পাথালিয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব আশুলিয়া থানাধীন উত্তর নাল্লাপোল্লা জামে মসজিদে, বাদ এশা নাল্লাপোল্লা মধ্যপাড়া জামে মসজিদে; ৩০শে জুলাই মঙ্গলবার বাদ ফজর (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) নাল্লাপোল্লা বাযার জামে মসজিদে, বাদ আছর দক্ষিণ নাল্লাপোল্লা জামে মসজিদে, বাদ মাগরিব ছনটেকি জামে মসজিদে; ৩১শে জুলাই বুধবার বাদ মাগরিব বাইদগাঁও জনমপাড়া জামে মসজিদে, বাদ এশা বাইদগাঁও কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে; ১লা আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ

যোহর বাইদগাঁও উত্তরপাড়া বাইতুস সালাম জামে মসজিদে, বাদ এশা জিরানী পুকুরপাড় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উল্লেখ্য, ২৬শে জুলাই শুক্রবার ধামরাই থানাধীন ইকুরিয়া পশ্চিমপাড়া জামে মসজিদে এবং ২রা আগস্ট শুক্রবার আশুলিয়া থানাধীন জিরানী পুকুরপাড় জামে মসজিদে তিনি জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

গোপালগঞ্জ : ১৮ই আগস্ট রবিবার বাদ যোহর গোপালগঞ্জ যেলার সদর থানাধীন বলাকইড় উত্তরপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে, বাদ আছর মাঝিগাতী আহলেহাদীছ মসজিদে; ১৯শে আগস্ট সোমবার বাদ যোহর কাঠিগ্রাম ফকীরবাড়ী আহলেহাদীছ মসজিদে, বাদ আছর ঘাঘরকান্দা আহলেহাদীছ মসজিদে তাবলীগী সফর করেন। উল্লেখ্য, কাঠিগ্রাম মসজিদে তিনি 'আন্দোলন'-এর কাঠিগ্রাম শাখা কমিটি গঠন করেন।

মাদারীপুর : ১৯শে আগস্ট সোমবার বাদ মাগরিব মাদারীপুর যেলার কালকিনি থানাধীন উত্তর রাজদী বায়তুল আমান আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সফর করেন।

শরীয়তপুর : ২০শে আগস্ট মঙ্গলবার বাদ আছর তিনি শরীয়তপুর যেলার ভেদরগঞ্জ থানাধীন ছয়গাঁও আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সফর করেন।

নড়াইল : ২১শে আগস্ট বুধবার বাদ মাগরিব তিনি নড়াইল যেলার নড়াগাতী থানাধীন পানিপাড়া আহলেহাদীছ মসজিদে ও ২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার বাদ যোহর উত্তর করফা জামে মসজিদে সফর করেন।

ফরিদপুর : ২৩শে আগস্ট শুক্রবার তিনি ফরিদপুর যেলার বোয়ালমারী থানাধীন গঙ্গানন্দপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। অতঃপর বাদ মাগরিব তিনি শেখর পঞ্চগ্রাম (তাওহীদ ট্রাষ্ট নির্মিত) আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এবং ২৪শে আগস্ট শনিবার বাদ যোহর দুর্গাপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তাবলীগী সফর করেন।

যুবসংঘ

আশূরা উপলক্ষে বই ও লিফলেট বিতরণ

গাইবান্ধা ৫-৭ই সেপ্টেম্বর ২০১৯ : আশূরায়ে মুহাররম উপলক্ষে গাইবান্ধা-পূর্ব ও পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র উদ্যোগে ৩ দিন ব্যাপী যেলার বিভিন্ন মসজিদ, দোকানপাট ও প্রশাসনের পদস্থ ব্যক্তিবর্গের নিকটে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের লেখা আশূরায়ে মুহাররম বই ও লিফলেট বিতরণ কর্মসূচী পালন করা হয়। ১ম দিন ৫ই সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার দুপুর ১২-টায় যেলার গোবিন্দগঞ্জ উপযেলা পরিষদ ও থানার বিভিন্ন পুলিশ অফিসার এবং প্রশাসনের অন্যান্য দায়িত্বশীলদের মাঝে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। সেই সাথে উপযেলার কয়েকটি জামে মসজিদেও উক্ত বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ২য় দিন শুক্রবার বাদ জুম'আ গাইবান্ধা সদরের বড় মসজিদ, কাচারী মসজিদ এবং গোরস্থান জামে মসজিদে বই ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। একই দিন বাদ আছর বোয়ালিয়া খামার আহলেহাদীছ জামে মসজিদে আশূরা উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। ৩য় দিন শনিবার সাঘাটা উপযেলার জুমারবাড়ি, বারকোনা, সাহেববাজার ও ডাকবাংলাসহ বিভিন্ন স্থানে আশূরা উপলক্ষে পথসভা অনুষ্ঠিত হয়।

তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত উক্ত কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করেন গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ আশরাফুল ইসলাম, গাইবান্ধা-পূর্ব যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ মশিউর রহমান, গাইবান্ধা-পশ্চিম যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-মামূন, অর্থ সম্পাদক মুস্তাফীযুর রহমান, প্রচার সম্পাদক দেলোয়ার হোসাইন প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, তিনদিনব্যাপী উক্ত কর্মসূচীতে মোট ৬ হাযার লিফলেট ও ৪০০ কপি বই বিতরণ করা হয়।

[অশেষ ধন্যবাদ! কর্মীদের এই স্বতঃস্ফূর্ত কর্মসূচী পালনকে আমরা স্বাগত জানাচ্ছি। আল্লাহ তাদের মধ্যে দাওয়াতের জাযবা আরও বৃদ্ধি করুন ও তাদের উত্তম জাযা প্রদান করুন-আমীন! (স.স.)]

আল-'আওন

চাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর ২০শে আগস্ট বুধবার : অদ্য বেলা ১১-টায় আল-'আওন দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার উদ্যোগে বিরামপুর শহরের চাঁদপুর ফাযিল মাদ্রাসা মাঠে এক আলোচনা সভা, রক্তদাতা সদস্য সংগ্রহ ও ক্যাম্পিং অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ কিতাবুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম ও 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল কালাম। অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন যেলা আল-'আওনের সভাপতি যাকির হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি রায়হানুল ইসলাম ও চাঁদপুর দারুস সালাম সালাফিইয়াহ মাদ্রাসার মুহতামিম আবু তাহের। অনুষ্ঠানে রক্তের গ্রুপ পরীক্ষা পূর্বক রক্ত দাতা সদস্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রবাসী সংবাদ

জেদ্দা শাখা পুনর্গঠন

জেদ্দা, সঊদী আরব ১৫ই আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা জেদ্দা শহরের হামদানিয়ায় হাফেয রফীকুল ইসলামের বাসায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখা পুনর্গঠন উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। হাফেয রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় কেন্দ্রীয় মেহমান হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, কেন্দ্রীয় যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম ও খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম। বৈঠকে জনাব ইসহাক বিন ইবরাহীম (নারায়ণগঞ্জ)-কে সভাপতি ও মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম (ফরিদপুর)-কে সাধারণ সম্পাদক করে জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হ'লেন সহ-সভাপতি হাফেয রফীকুল ইসলাম (ঢাকা), সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম (শরীয়তপুর), অর্থ সম্পাদক নিযামুদ্দীন (ফেনী), প্রচার সম্পাদক সাইফুল ইসলাম (মুন্সীগঞ্জ), প্রশিক্ষণ সম্পাদক হাফেয আব্দুল মতীন (লক্ষ্মীপুর), শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক মি'রাজুল ইসলাম (শরীয়তপুর), সমাজকল্যাণ সম্পাদক আল-আমীন (বি-বাড়িয়া), যুব-বিষয়ক সম্পাদক মুহাম্মাদ খোকন (নারায়ণগঞ্জ) ও দফতর সম্পাদক মাসঊদুর রহমান (নারায়ণগঞ্জ)।

কমিটির নাম ঘোষণা এবং দায়িত্বশীলদের উদ্দেশ্যে সংক্ষিপ্ত ভাষণ পেশ করেন ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন এবং দায়িত্বশীলদের শপথ বাক্য পাঠ করান অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। উক্ত আলোচনা সভায় রিয়াদের সানাইয়া আছেমা শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক আলমগীর হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ), অর্থ সম্পাদক আবুল হাসান (ফরিদপুর), প্রচার সম্পাদক মুনীর হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ), সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক সম্পাদক নাছিরুল ইসলাম (ঢাকা), দফতর সম্পাদক মীযানুর রহমান

(ঢাকা) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ তাদের নিকট থেকে রিয়াদের সাংগঠনিক কর্মতৎপরতার খোঁজ-খবর নেন। উল্লেখ্য যে, কেন্দ্রীয় মেহমানগণ হজ্জব্রত পালন উপলক্ষে ২৭শে জুলাই সঊদী আরব গমন করেন।

আলোচনা সভা

জেদ্দা, সঊদী আরব ১৬ই আগস্ট শুক্রবার : অদ্য জেদ্দা শহরের বুড়িমানহারা রহমানিয়া আই.কে.কে. ক্যাম্প জামে মসজিদে জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন। অতঃপর জুম'আ শেষে মসজিদ সংলগ্ন ক্যাম্পের একটি কক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি হাফেয রফীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় দাওয়াতী ময়দানে সংগঠনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উপর বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন জেদ্দা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম। আলোচনা সভায় মুহাম্মাদ আইনাল হোসাইন (চাঁদপুর), আল-আমীন (চাঁদপুর), আলী হায়দার (বরগুনা), মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান (বি-বাড়িয়া), মুহাম্মাদ মিনার হোসাইন (নারায়ণগঞ্জ), মুহাম্মাদ ফারূক হোসাইন (ঝালকাঠি) প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ

জেদ্দা, সঊদী আরব ২২শে আগস্ট বৃহস্পতিবার : অদ্য বাদ এশা 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জেদ্দা শাখার উদ্যোগে জেদ্দা শহরের হামদানিয়া এলাকায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' জেদ্দা শাখার সহ-সভাপতি হাফেয রফীকুল ইসলামের বাসায় এক দায়িত্বশীল প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইসহাক বিন ইবরাহীমের সভাপতিত্বে উক্ত অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও কেন্দ্রীয় যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম। এ সময়ে ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক অধ্যাপক আশরাফুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন কি চায়, কেন চায় ও কিভাবে চায়? এবং দায়িত্বশীলদের দায়িত্ব ও কর্তব্য বিষয়ে কেন্দ্রীয় মেহমানগণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন।

তাবলীগী সভা

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, মদীনা ২রা সেপ্টেম্বর সোমবার : অদ্য বাদ এশা 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় শাখার উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসের ৬নং হোস্টেলের ৩০৫নং কক্ষে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা 'যুবসংঘে'র সভাপতি ও পিএইচ.ডি ফেলো মুহাম্মাদ মীযানুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, যুব বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, দিনাজপুর-পূর্ব সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা আব্দুল ওয়াহহাব শাহ ও রাজশাহী শহরের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও 'আন্দোলন'-এর সুধী জনাব ফরীদুল ইসলাম প্রমুখ। নেতৃবৃন্দ এ সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংগঠনিক কাজের খোঁজ-খবর নেন এবং দাওয়াতী ময়দানে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের আরো জোরালো ভূমিকা পালনের আহ্বান জানান।

ইসলামী সম্মেলন

জেদ্দা ২৩শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য বাদ মাগরিব দক্ষিণ জেদ্দার কিলো-৫ দাওয়া এণ্ড গাইডেন্স সেন্টারের উদ্যোগে আল-মাজাল ক্যাম্প জামে মসজিদে (পুরাতন ইন্দোনেশিয়ান হাজী ক্যাম্প) এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কিলো-৫ দাওয়া সেন্টারের দাঈ আব্দুল্লাহ আল-কাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে আলোচক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ও 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা সোবহানবাগ জামে মসজিদের খতীব শাহ ওয়ালীউল্লাহ। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় যুব-বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম, জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক সাইফুল ইসলাম, অর্থ সম্পাদক নিযামুদ্দীন, সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আল-আমীন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সঞ্চালক ছিলেন কিলো-১৩ দাওয়া সেন্টারের দাঈ আব্দুল্লাহ আল-কাফী। উল্লেখ্য যে, এদিন জেদ্দা শহরের হাই আল-আজওয়াত এলাকায় বাইতুল আরব ক্যাম্প মসজিদে কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন।

মৃত্যু সংবাদ

(১) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' খুলনা সাংগঠনিক যেলার উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য জনাব সাইফুর রহমান (৮৬) গত ১৪ই আগস্ট বুধবার সকাল ৭-টা ১০ মিঃ দীর্ঘ রোগভোগের পর খুলনা কিওর হোম হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজেঊন*। মৃত্যুকালে তিনি ৪ পুত্র ও ১ কন্যাসহ বহু আত্মীয়-স্বজন রেখে যান। ঐ দিন বাদ আছর রূপসা থানাধীন বামনডাঙ্গা আহলেহাদীছ মাদ্রাসা প্রাঙ্গণে তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অছিয়ত মোতাবেক তার নাতি হাফেয মুহাম্মাদ আলী শাকিল জানাযার ছালাতে ইমামতি করেন। অতঃপর পারিবারিক কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। জানাযায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' তেরখাদা ও রূপসা উপযেলার দায়িত্বশীলগণসহ বহু গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন। উল্লেখ্য, আত-তাহরীক পত্রিকা প্রকাশের শুরু থেকে তিনি এর এজেন্ট ছিলেন এবং প্রায় ১০/১২ বছর যাবত পায়ে হেঁটে রূপসা উপযেলায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে প্রায় বিনামূল্যে পত্রিকা বিতরণ করেন।

(২) 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডা. আসাদুয্যামানের পিতা যশোরের দিগদানা গ্রামের তসীরুদ্দীন (৭৫) গত ৯ই যিলহজ্জ আরাফার ময়দানে স্থানীয় সময় আনুমানিক সকাল সাড়ে ১০-টার দিকে হৃদক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। *ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলায়হি রাজিঊন*। ১১ই যিলহজ্জ বাদ ফজর মাসজিদুল হারামে (কা'বা) তার জানাযার ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। অতঃপর শারায়ে' কবরস্থানে (مقبرة الشرائع) (মক্কা থেকে ১৮ কিলোমিটার পূর্বে অবস্থিত, যেখানে মৃত হাজীদের দাফন করা হয়ে থাকে) দাফন করা হয়। তিনি স্ত্রী, ২ পুত্র, ৩ কন্যা, ২৫ জন নাতি-নাতনী, ১ ভাই, ৪ বোনসহ বহু গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। উল্লেখ্য, তিনি সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নানের আল-ইখলাছ হজ্জ কাফেলার যাত্রী ছিলেন।

[আমরা তাদের রূহের মাগফিরাত কামনা করছি এবং শোকাহত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : হেযবুত তওহীদ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-হাফীযুর রহমান, মাদারটেক, ঢাকা।

উত্তর : 'হেযবুত তওহীদ' বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি ভয়ংকর পথভ্রষ্ট ধর্মীয় সংগঠন। ২০০৮ সালে সংগঠনটিকে কালো তালিকাভুক্ত করে বাংলাদেশ সরকার *(উইকিপিডিয়া)*। ১৯৯৫ সালে টাঙ্গাইলের করটিয়ার গ্রামের পন্নী পরিবারের সন্তান মোহাম্মাদ বায়াজিদ খান পন্নী (১৯২৫-২০১২ খ্রি.) দলটির প্রতিষ্ঠাতা। তিনি ছিলেন রাজনীতিক, শিকারী ও হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক। প্রথম যৌবনে তিনি এনায়াতুল্লাহ মাশরেক্বী (১৮৮৮-১৯৬৩ খ্রি.)-এর বৃটিশবিরোধী 'খাকসার' আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংস্রব থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিরিবিলি জীবন-যাপন শুরু করেন। এক সময় তার ধারণা হয় যে, বর্তমান ইসলাম বিকৃত ইসলাম। এজন্য তিনি মানুষকে 'প্রকৃত ইসলাম'-এর পথ দেখাতে দলটির সূচনা করেন। বর্তমান যুগে একশ' বিশ কোটি মুসলমানের মধ্যে কেবল তার অনুসারী 'পাঁচ লক্ষ' মানুষকে তিনি 'প্রকৃত মুসলমান' মনে করেন *(এসলামের প্রকৃত রূপরেখা, পৃ. ১১)*। তিনি নিজেকে এই যুগের ইমাম বা এমামুয্যামান হিসাবে দাবী করেন। এই দলের অনুসারীদের বিশ্বাস হ'ল, বায়াজিদ খান পন্নীকে আল্লাহ বর্তমান যুগে সমগ্র মানবজাতির ত্রাতা হিসাবে পাঠিয়েছেন *(হিজবুত তওহীদের গঠনতন্ত্র, পৃ. ১৩)*।

তাদের মতে, রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর একশত বছরের মধ্যেই ইসলাম বিকৃত হয়ে যায়। অতঃপর দীর্ঘ তেরশ' বছর এই উম্মাহকে (হেযবুত তওহীদের) এই পবিত্র কর্মসূচি থেকে মাহরুম, বঞ্চিত রাখার পর আল্লাহ তাঁর অসীম করুণায় তাঁর দেয়া কর্মসূচির পরিচয় মাননীয় এমামুয্যামানকে বোঝার তাওফীক দিয়েছেন *(ঐ, পৃ. ৬৯, ৭১)*।

তারা অন্য মুসলমানদের সাথে ছালাত আদায় করে না এবং তাদের সাথে কোন ইবাদতেও অংশগ্রহণ করে না। এই দলে যারা যুক্ত হবে তাদের শপথবাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে যে, এই দলভুক্ত যারা নয় অর্থাৎ বাকি দুনিয়ার সমস্ত মুসলমান পথভ্রষ্ট ও বিকৃত ইসলামের অনুসারী। অতএব তাদের সাথে কোন ইবাদতে অংশগ্রহণ করা যাবে না। কেবল এই আন্দোলনের সাথে যুক্তদের সাথেই এবাদতে অংশগ্রহণ করা যাবে *(ঐ, পৃ. ৭৩)*। এই দলটি আলেম-ওলামার প্রতি চূড়ান্ত বিদ্বেষ পোষণ করে এবং তারা মনে করে যে, হাদীছ, তাফসীর, ফিকহসহ ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা কেবল অপ্রয়োজনীয়ই নয়; বরং মুসলিম উম্মাহর বিভক্তির কারণ *(ঐ, পৃ. ১৩; আকিদা, পৃ. ২৩)*।

তারা মনে করে যে, আল্লাহ 'হেযবুত তওহীদ'কেই মানবজাতির উদ্ধারকর্তা হিসাবে মনোনীত করেছেন। কাজেই এই সময়ে যারা মুমিন-মুসলিম হতে চায়, আল্লাহর সঠিক দিক-নির্দেশনা, সত্যপথ লাভ করতে চায় তাদের এমামুয্যামানের আনুগত্য করা ছাড়া মুক্তি নেই। 'হেযবুত তওহীদে'র মাধ্যমে গোটা বিশ্বে প্রকৃত ধর্ম প্রচার হবে। এটা আল্লাহ্রই নির্দেশ *(http://www.hezbuttawheed.org)*।

পন্নী আল্লাহ্র পক্ষ থেকে মু'জেযা প্রাপ্তির দাবী করে প্রকারান্তরে নিজেকে নবী দাবী করেছেন। যেমন তিনি নিজের একটি ১০ মিনিটের ভাষণকে আল্লাহ্র মু'জেযা হিসাবে দাবী করেন এবং প্রচার করেন যে, এই মু'জেযার মাধ্যমে আল্লাহ তাকে এবং হেযবুত তওহীদকে হক হিসাবে ঘোষণা করেছেন। তিনি বলেন, 'এর চেয়ে বড় রহমত আর কি হতে পারে? যে মো'জেযা তিনি নবীদের সময় ঘটাতেন একটা একটা করে, এখন তিনি নিজে এক সাথে ৮টা মো'জেযা ১০ মিনিটের মধ্যে ঘটিয়ে দিলেন' *(আল্লাহ মো'জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৬৯)*।

তাদের গঠনতন্ত্রে লেখা হয়েছে, 'হেযবুত তওহীদে'র সবচেয়ে বড় মাইলফলক হচ্ছে, ২রা ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে মহান আল্লাহ এক মহান অলৌকিক ঘটনা (মো'জেযা) সংঘটন করেন যার দ্বারা তিনি তিনটি বিষয় সত্যায়ন করেন। যথা : হেযবুত তওহীদ হক (সত্য), এর ইমাম আল্লাহর মনোনীত হক ইমাম, হেযবুত তওহীদের মাধ্যমে সারা পৃথিবীতে আল্লাহর সত্য দীন প্রতিষ্ঠিত হবে'। শুধু তাই নয় তারা এই ভাষণটিকে কুরআনের মর্যাদা দিয়ে বলে, 'কোরআন ও ইমামের এই ভাষণটি একই পর্যায়ভুক্ত। যারা বায়াজিদ খান পন্নীর উপর আল্লাহ প্রদত্ত এই মো'জেযায় বিশ্বাস করবে না এবং এতে সন্দেহ রাখবে, তারা কুরআনকে অবিশ্বাস করার মত অপরাধী এবং তাদের জন্য উভয় জাহানে রয়েছে ভয়াবহ শাস্তি' *(গঠনতন্ত্র, পৃ. ১৬; আল্লাহ মো'জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ. ১১-১৭, ৩৩, ৯৩; মহাসত্যের আহ্বান, পৃ. ২৬-২৭)*।

তাদের মতে, হাদীছে বর্ণিত দাজ্জাল কোন প্রাণী নয়, বরং দাজ্জাল হ'ল 'ইহুদী-খৃষ্টান সভ্যতা'। আধুনিক যুগে এমামুয্যামান তথা পন্নী প্রথম এই দাজ্জালকে চিহ্নিত করেছেন এবং তিনি প্রমাণ করেছেন যে, পাশ্চাত্য বস্তুবাদী ইহুদী-খৃষ্টান যান্ত্রিক সভ্যতাই হচ্ছে সেই দাজ্জাল, যেই দানব ৪৮১ বছর আগেই জন্ম নিয়ে তার শৈশব-কৈশোর পার হয়ে বর্তমানে যৌবনে উপনীত হয়েছে এবং দোর্দণ্ড প্রতাপে সারা পৃথিবীকে পদদলিত করে চলেছে। আজ মুসলিমসহ সমস্ত পৃথিবী অর্থাৎ মানবজাতি তাকে প্রভূ বলে মেনে নিয়ে তার পায়ে সিজদায় পড়ে আছে *(দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!, পৃ. ৫; মহাসত্যের আহ্বান, পৃ. ১৩)*। তারা নিজ দলের সদস্যদেরকে শেষ যামানায় দাজ্জালের বিরুদ্ধে যোদ্ধা ভাবে এবং তাদের পুরুষ ও নারী সদস্যদের যথাক্রমে মোজাহিদ ও মোজাহিদা সম্বোধন করে। শুধু তাই নয়, মুজাহিদ হিসাবে শাহাদত লাভের প্রমাণ হিসাবে তাদের কর্মীদের মৃত লাশ অন্যদের মত শক্ত বা শীতল হয় না বলে তারা দাবী করে।

পন্নীর ভাষ্যমতে, কোন ব্যক্তি 'হেযবুত তওহীদে' যোগ দিলেই দুই শহীদের মর্যাদা পাবে, যদি সে শেষ পর্যন্ত থাকে। শুধু তাই নয়, 'হেযবুত তওহীদে' যারা সত্যিকারভাবে এসেছে তাদের জন্য জান্নাত নিশ্চিত। এ ব্যাপারে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এখন কে কোন জান্নাতে যাবে তা আমলের উপর নির্ভর করবে *(আল্লাহ মো'জেজা হিজবুত তওহীদের বিজয় ঘোষণা, পৃ. ৬৫)*।

এই দলের নিকট প্রকৃত ইসলাম হ'ল তাওহীদ ও জিহাদ। আর ইবাদত হ'ল খেলাফত। অর্থাৎ প্রকৃত ইবাদত হ'ল আল্লাহর দেয়া দীন (জীবন-ব্যবস্থা) মোতাবেক তাঁর পক্ষ হয়ে শাসন করা। ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত এগুলো প্রকৃত ইবাদতের কাজ নয় বরং এগুলো জীবন পরিচালনার জন্য কিছু বিধান মাত্র *(দাজ্জাল? ইহুদি-খ্রিষ্টান 'সভ্যতা'!, পৃ. ৮৭)*। এই ইবাদত তথা খিলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাদের আক্বীদা ও ঈমানের মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'ল জিহাদ। এমনকি ঈমানের মূল শর্তই হ'ল জিহাদ *(ইসলামের প্রকৃত সালাহ, পৃ. ৪২)*। তাই সশস্ত্র জিহাদ ত্যাগ করলে সে আর মুমিন থাকে না, বরং দ্বীন থেকেই সে বহিষ্কৃত হয়ে যায়। ছালাতকে তারা মনে করেন জিহাদের প্রশিক্ষণ। এজন্য তারা সামরিক কুচকাওয়াজের মত সটান ও দ্রুতগতিসম্পন্ন নব্য এক ছালাত রীতি চালু করেছে। তারা মনে করে, উম্মতে মুহাম্মাদী সম্পূর্ণ জাতিটাই সামরিক বাহিনী *(ঐ, পৃ. ১৩, ১৯, ৩০-৩১, ৩৫)*।

হজ্জ সম্পর্কে তাদের ধারণা, এটি কোন ইবাদত নয়, বরং গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য মুসলমানদের বার্ষিক সম্মেলন। তাদের ভাষায়- 'হজ্জ কোন তীর্থ যাত্রা নয়, আন্তর্জাতিক কনফারেন্স। এসলামের অন্য সব কাজের মতোই আজ হজ্ব সম্বন্ধেও এই জাতির আকীদা বিকৃত হয়ে গেছে। এই বিকৃত আক্বীদায় হজ্জ আজ সম্পূর্ণরূপে একটি আধ্যাত্মিক ব্যাপার, আল্লাহর সান্নিধ্য অর্জন করার পথ। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে- আল্লাহ সর্বত্র আছেন, সৃষ্টির প্রতি অণু-পরমাণুতে আছেন, তবে তাঁকে ডাকতে, তাঁর সান্নিধ্যের জন্য এত কষ্ট করে দূরে যেতে হবে কেন?'

তারা বলে, দাড়ি-টুপি-বোরকা ইত্যাদি ইসলামের কোন লেবাস নয়। তাদের আক্বীদা হ'ল, আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) কোন ধর্মকেই বাতিল করেননি, বরং সবগুলোকে সংরক্ষণ ও সত্যায়ন করেছেন। তাই সব ধর্মই সত্য। সকল ধর্মের মর্মকথা, সবার ঊর্ধ্বে মানবতা *(http://www.hezbuttawheed.org)*।

তারা ইতিমধ্যে নিজস্ব ওয়েবসাইট ও পত্রিকা দৈনিক দেশের পত্র ও দৈনিক বজ্রকণ্ঠ প্রভৃতির মাধ্যমে তাদের বিকৃত আক্বীদা ও আমল ব্যাপকভাবে প্রচার করছে এবং বাংলাদেশের বহু মানুষকে পথভ্রষ্ট করে চলেছে। অতএব এদের ব্যাপারে হুঁশিয়ার থাকা একান্ত যরূরী।

প্রশ্ন (২/২) : কবরস্থানে নিজের কবরের জন্য নির্দিষ্ট স্থান ক্রয় করা যাবে কি? যেন সে স্থানে অন্য কারো কবর না হয়?

-রফীকুল ইসলাম, নোয়াপাড়া, যশোর।

উত্তর : নিজের জন্য কবরের স্থান ক্রয় করে রাখা যায় এবং সেখানে দাফন করার অছিয়তও করা যায়। ওছমান, আয়েশা ও ওমর বিন আব্দুল আযীয এ বিষয়ে অছিয়ত করেছিলেন *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৩/৪৪৩; ড. আব্দুল্লাহ সাহীবানী, আহকামুল মাক্বাবেরাহ ফিশ শারী'আহ ২৭-২৮ পৃ:)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : বর্তমানে নারীদের বোরক্বা ও হিজাবে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য রং বেরঙের কাপড় ব্যবহার করে আকর্ষণীয় করা হয়। এরূপ আকর্ষণীয় ও সৌন্দর্যমণ্ডিত বোরক্বা ও হিজাব পরা জায়েয হবে কি?

-মাহফূযা বেগম, গোবরচাকা, খুলনা।

উত্তর : বোরক্বার জন্য নির্ধারিত কোন রঙ নেই। সেটা কালো বা সাদা বা যে কোন রঙের হ'তে পারে। তবে শর্ত হ'ল তা যেন সাদাসিধে ও ঢিলেঢালা হয় এবং পরপুরুষের জন্য আকর্ষণ সৃষ্টিকারী না হয় *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১৭/১০৮-১০৯)*। সুতরাং বোরক্বা বা হিজাব এমন নকশাদার হবে না বা এতে এমন সাজ-সজ্জা জায়েয হবে না, যা তাক্বওয়া পরিপন্থী এবং পর্দার উদ্দেশ্য বিরোধী। আল্লাহ বলেন, হে আদম সন্তান! আমরা তোমাদের উপর পোষাক অবতীর্ণ করেছি, যা তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করে এবং অবতীর্ণ করেছি বেশভূষার উপকরণ সমূহ। তবে আল্লাহভীতির পোষাকই সর্বোত্তম *(আ'রাফ ৭/২৬)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : সহো সিজদা দেওয়ার বিধান কি? কেউ যদি তা দিতে ভুলে যায় এবং অনেকদিন পর তা স্মরণ হয় তার জন্য করণীয় কি? সহো সিজদা সালাম ফিরানোর পূর্বে না পরে দেওয়া উত্তম?

-জাহাঙ্গীর আলম, বাড্ডা, ঢাকা।

উত্তর : রাক'আত সংখ্যা কম হ'লে বা বেশী হ'লে অথবা কত রাক'আত হয়েছে তা নির্ণয় করতে না পারলে কিংবা তাশাহহুদ ছুটে গেলে সহো সিজদা দেয়া ওয়াজিব *(মুসলিম হা/৫৭১; ইবনু তায়মিয়া, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৮/২৩)*। শাওকানী বলেন, ওয়াজিব ছাড়া পড়লে সহো সিজদা ওয়াজিব হবে, সুন্নাত ছাড়া পড়লে সহো সিজদা সুন্নাত হবে *(আস-সায়লুল জার্রার ১/২৭৪)*। যদি সহো সিজদা দিতে ভুলে যায় তবে পরে স্মরণ হ'লেই সহো সিজদা দিবে *(ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ১/৩৮৫; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ৩/৫৩৭)*। আর সহো সিজদা সালামের পূর্বে ও পরে উভয়ই জায়েয আছে। তবে পূর্বে দেওয়াই উত্তম *(ইবনু আব্দিল বার্র, আত-তাহমীদ ১০/২০১-২০৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ৭/১৪৮; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) ১৫২-১৫৩ পৃ.)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : আমার আশুরার ছিয়াম পালনের খুব ইচ্ছা ছিল। কিন্তু হায়েযের কারণে তা পালন করতে পারিনি। এক্ষণে এর কাযা আদায় করতে পারব কী?

-জেসমীন খাতূন, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : আশূরার ছিয়াম নফল। আর সাধারণভাবে কোন নফল ইবাদতের কাযা আদায় করার বিধান নেই। অতএব হায়েযা মহিলা যদি পূর্ব থেকে অভ্যস্ত থাকে এবং নেক নিয়ত রাখে, তবে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাকে নেক নিয়তের কারণে পূর্ণ ছওয়াব প্রদান করবেন *(নিসা ৪/১০০; হাফেয ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৬/১৩৬; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২০/৪৩)*। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, মানুষ রোগে অসুস্থ হ'লে অথবা সফরে থাকলে তার আমালনামায় তাই লেখা হয়, যা সে সুস্থ অবস্থায় বা বাড়ীতে থাকলে লেখা হ'ত' *(বুখারী হা/২৯৯৬; মিশকাত হা/১৫৪৪)*।

প্রশ্ন (৬/৬) : সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমাবেশ ক্লাসের সময় মেয়েদের দ্বারা কুরআন তেলাওয়াত করানো যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, পুঠিয়া, রাজশাহী।

উত্তর : প্রথমতঃ সহশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখা থেকে বিরত থাকা যরূরী। কারণ এইসব প্রতিষ্ঠানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারীরা তাদের পর্দা রক্ষা করতে পারে না *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১২/১৫৬)*। দ্বিতীয়তঃ কুরআন তেলাওয়াত যেহেতু কোমল কণ্ঠে করতে হয়, ফলে এতে দুর্বল ঈমানের লোকেরা আসক্ত হ'তে পারে *(আহযাব ৩৩/৩২)*। সুতরাং নারী-পুরুষ মিশ্রিত অনুষ্ঠানে বালেগা নারীর তেলাওয়াত জায়েয নয় *(আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪/৯১; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৬/৮৩; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২১৯)*।

প্রশ্ন (৭/৭) : ইসলামে রূপচর্চা করার বিধান কি? কালো চেহারাকে ফর্সাকারী ক্রীম ব্যবহার করা যাবে কি? এটা কি সৃষ্টির পরিবর্তনের পর্যায়ভুক্ত গুনাহ?

-ইসমাঈল হোসেন সিরাজী
নিজবলাইল, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তর : দেহের কোন অঙ্গের পরিবর্তন না ঘটিয়ে রূপচর্চায় কোন দোষ নেই। কারণ রাসূল (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য ভালবাসেন *(মুসলিম হা/৯১; মিশকাত হা/৫১০৮)*। রং ফর্সাকারী ক্রীম প্রভৃতি সৃষ্টির স্থায়ী পরিবর্তন ঘটায় না। অতএব এতে বাধা নেই। তবে প্লাস্টিক সার্জারী বা অন্য কোন ঔষধের মাধ্যমে শরীরের রঙে স্থায়ী পরিবর্তন ঘটানো যাবে না *(উছায়মীন, ফাতাওয়া নূরুন আলাদ-দারব ২২/২)*। অনুরূপভাবে ভ্রূ উত্তোলন বা চিকন করা, পরচুলা ব্যবহার করা ও অহংকার প্রকাশের উদ্দেশ্যে রূপচর্চা করা যাবে না *(নববী, শরহ মুসলিম ১৩/১০৭)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে পরচুলা লাগিয়ে নিল এবং যে লাগিয়ে দিল উভয়ের উপর আল্লাহ তা'আলার অভিশাপ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪৩০)*। আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন এমন সব নারীর উপর যারা অপরের অঙ্গে উল্কি করে এবং নিজের অঙ্গেও করায়, যারা কপাল বা ভ্রূর চুল উপড়িয়ে ফেলে, যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁত সরু ও এর ফাঁক বড় করে এবং যারা আল্লাহ্র সৃষ্টিকে পাল্টিয়ে দেয়'। এসময় জনৈকা মহিলা ইবনে মাসঊদের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, আমি শুনতে পেলাম আপনি নাকি এরূপ এরূপ নারীদের লা'নত করেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, 'আমি কেন তাদের উপর লা'নত করব না, যাদের উপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লা'নত করেছেন? *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত 'পোষাক' অধ্যায় হা/৪৪৩১)*।

প্রশ্ন (৮/৮) : ছাদাক্বাতুল ফিতর বণ্টনের খাত কোনগুলো? এটি কি কেবল ফকীর-মিসকীনদের জন্য খাছ?

-মোমতায আলী খান
উপর বিল্লী, তানোর, রাজশাহী।

উত্তর : একদল বিদ্বানের মতে, ছাদাক্বাতুল ফিতরের হকদার কেবল ফকীর ও মিসকীনরা। কারণ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) যাকাতুল ফিতর ফরয করেছেন ছায়েমকে অনর্থক কথা ও অশ্লীলতা থেকে পবিত্র করার জন্য এবং মিসকীনদের জন্য খাদ্যস্বরূপ *(আবূদাঊদ হা/১৬০৯; মিশকাত হা/১৮১৮; ছহীহুত তারগীব হা/১০৮৫)*। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনুল ক্বাইয়িম, শাওকানী, শায়খ উছায়মীন, শায়খ বিন বায প্রমুখ এই মত পোষণ করেছেন *(মাজমূঊল ফাতাওয়া ২৫/৭১; যাদুল মা'আদ ২/২২; মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২০২)*। তবে জুমহূর বিদ্বান সূরা তাওবার ৬০ নং আয়াতে বর্ণিত ছাদাকার ৮টি খাতেই ফিৎরা বণ্টন করাকে জায়েয বলেছেন। কেননা ফিৎরাও যাকাত ও ছাদাকার অন্তর্ভুক্ত। তবে ফকীর-মিসকীনকে এক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিতে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৬/১৮৬; ইবনু কুদামা, আল-মুগনী ৩/৯৮)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : মসজিদে জমি দানকারীর নাম লেখা যাবে কি?

-রেযাউল করীম, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : জমিদাতার নাম মসজিদে না লেখাই উত্তম। কারণ এতে রিয়া বা লোক দেখানো আমল হয়ে থাকে। ফলে দাতা ছওয়াব থেকে বঞ্চিত হ'তে পারেন। তবে রিয়া অথবা আত্মপ্রচার ব্যতীত কেবল মানুষের অবগতি বা পরিচিতির উদ্দেশ্যে নাম লেখা যেতে পারে। যেমনভাবে মসজিদের পরিচয়সূচক কারো নামে মসজিদের নামকরণ করা যায়। রাসূল (ছাঃ)-এর যুগে বিভিন্ন ব্যক্তি বা গোত্রের নামে মসজিদের নামকরণ করা হ'ত যেমন মসজিদে মু'আবিয়া মসজিদে বনু যুরায়েক্ব ইত্যাদি *(ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১/৫১৫; নববী, আল-মাজমূ' ২/২০৮)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : নতুন বাড়ী উদ্বোধনকালে বিশেষ কোন দো'আ আছে কি? এসময় আলেম-ওলামা বা আত্মীয়-স্বজনদের ডেকে দো'আর অনুষ্ঠান বা ভোজসভা করা যাবে কি?

-মুখলেছুর রহমান, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তর : বিসমিল্লাহ বলেই নতুন বাড়িতে প্রবেশ করবে। তাছাড়া বাড়ি উদ্বোধনকালে বিশেষ কোন দো'আ বর্ণিত হয়নি। তবে আল্লাহ্র নে'মতের শুকরিয়াস্বরূপ নিম্নের দো'আসমূহ পাঠ করা যায়। যেমন مَا شَاءَ اللهُ لَا قُوَّةَ إِلا بِاللهِ *'মা-শা'আল্লাহ লা-কুওয়াতা ইল্লা-বিল্লাহ'* (আল্লাহ্র ইচ্ছাতেই হয়েছে। আল্লাহ্র তাওফীক ছাড়া কোন শক্তি নেই) *(কাহফ ৩৯, আহমাদ হা/৮৪২৬)*। এছাড়াও পড়া যেতে পারে اَلْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ *'আলহামদু লিল্লাহিল্লাযী বিনি'মাতিহি তাতিম্মুছ ছ-লিহা-তু'* (সে আল্লাহ্র প্রশংসা, যাঁর অনুগ্রহে সৎ কার্য সুসম্পন্ন হয়) *(ইবনু মাজাহ হা/৩৮০৩, সনদ হাসান)*। এছাড়া যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় চেয়ে পড়া যায় أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللهِ التَّامَّةِ، مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَهَامَّةٍ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ، *'আঊ-যু বিকালিমাতিত তা-ম্মাতি মিন কুল্লি শায়ত্বানিন ওয়া হাম্মাতিন ওয়া মিন কুল্লি আইনিন লাম্মাতিন'* (আমি আল্লাহ্র পরিপূর্ণ কালেমার দ্বারা প্রত্যেক শয়তান, বিষাক্ত প্রাণী এবং প্রত্যেক কুদৃষ্টির অনিষ্ট হ'তে পানাহ চাচ্ছি) *(বুখারী হা/৩৩৭১)*। অনুরূপভাবে শয়তান বিতাড়নের জন্য সূরা বাক্বারাও পাঠ করা যায় *(মুসলিম হা/৭৮০)*। আর আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায়স্বরূপ নতুন বাড়ি উদ্বোধনকালে

আলেম-ওলামা, নেককার ব্যক্তি বা পাড়া-প্রতিবেশীদের দাওয়াত করে খাওয়ানো যায়। রাসূল (ছাঃ) সফর থেকে মদীনায় ফিরলে একটি উট বা গাভী যবেহ করতেন এবং অভ্যাগতরা তাতে অংশগ্রহণ করতেন *(বুখারী হা/৩০৮৯; ইবনু কুদামাহ, আল-কাফী ৩/১২০, মুগনী ৭/২৮৬; মির'আত ৭/৪১৭; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৮/২০৬; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ১/২১৪)*। তবে নতুন বাড়ি উদ্বোধনের নামে বিশেষ দো'আর অনুষ্ঠান, মীলাদ প্রভৃতি আয়োজন করা বিদ'আত।

প্রশ্ন (১১/১১) : আমার একটি পালক পুত্র রয়েছে। সে ও তার পরিবার ঈদুল আযহায় একই কুরবানীতে আমাদের সাথে শরীক হ'তে চায়। এটা কি জায়েয হবে? একই পরিবারভুক্ত পরিবারের সদস্যরা কি তাদের কুরবানীর টাকা একত্র করে একসাথে কুরবানী করতে পারে?

-মামূনুর রশীদ, সাবগ্রাম, বগুড়া।

উত্তর : পালক পুত্র পরিবারের সদস্য নয় এবং সে মাহরামও নয়। সেজন্য সে সামর্থ্যবান হ'লে আলাদাভাবে কুরবানী করবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৩৬০)*। আর একান্নবর্তী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত সদস্যরা যদি আলাদাভাবে আয় করে এবং সামর্থ্যবান হয়, তবে প্রত্যেকে আলাদাভাবে কুরবানী করতে পারে অথবা পরিবার প্রধানের নিকট সকলের অর্থ জমা করেও একসাথে কুরবানী করতে পারে। এটিই তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যাবে। রাসূল (ছাঃ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে জনমণ্ডলী! নিশ্চয়ই প্রতিটি পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী রয়েছে' *(আবূদাঊদ হা/২৭৮৮; আহমাদ হা/১৭৯২০; মিশকাত হা/১৪৭৮)*।

প্রশ্ন (১২/১২) : 'যে গোত্রের মধ্যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী রয়েছে সেই গোত্রে রহমত নাযিল হয় না'-মর্মে বর্ণিত হাদীছটির বিশুদ্ধতা জানতে চাই।

-মুহাম্মাদ আজমল, ভূগরইল, রাজশাহী।

উত্তর : উক্ত মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, যঈফাহ হা/১৪৫৬)*। তবে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে বহু হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করলে জীবন ও জীবিকায় বরকত হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৮)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা ঈমানের বহিঃপ্রকাশ *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪২৪৩)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা জান্নাতে যাওয়ার মাধ্যম *(বুখারী হা/৪৯; মুসলিম হা/১৩)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষায় দ্রুত ছওয়াব লাভ হয় *(ইবনু হিব্বান হা/৪৪০; ছহীহাহ হা/৯৭৮)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী জান্নাতে প্রবেশ করবে না *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯২২)*। আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী দুনিয়া ও আখেরাতে শাস্তি প্রাপ্ত হবে *(আবূদাঊদ হা/৪৯০২; ছহীহাহ হা/৯১৮)* ইত্যাদি।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : বছরের সর্বোত্তম দিন কোনটি, কুরবানীর দিন না-কি আরাফার দিন?

-আরীফুল ইসলাম, বদরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ দিন কুরবানীর দিন। কারণ কুরবানীর দিনই হজ্জে আকবরের দিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, অবশ্যই কুরবানীর দিন আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে মহান দিন *(আহমাদ হা/১৯০৯৮; হাকেম হা/৭৫২২; মিশকাত হা/২৬৪৩; ছহীহুল জামে' হা/১০৬৪)*। তিনি আরো বলেন, 'কুরবানীর দিন হচ্ছে এই মহান হজ্জের দিন' *(বুখারী হা/১৭৪২; মুসলিম হা/১৩৪৭; আবূদাঊদ হা/১৯৪৫)*। আরাফার দিন শ্রেষ্ঠ দিন মর্মে বর্ণিত হাদীছটি বাতিল *(যঈফাহ হা/২০৭)*। উল্লেখ্য যে, সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল জুম'আর দিন। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'জুম'আর দিন সকল দিনের নেতা, সব দিনের চেয়ে বড় ও আল্লাহ্র নিকট বড় মর্যাদাবান। এ দিনটি আল্লাহ্র নিকট ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতরের চেয়ে অধিক উত্তম। এ দিনটির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। (১) আল্লাহ তা'আলা এ দিনে আদমকে সৃষ্টি করেছেন। (২) এ দিনে তিনি আদমকে জান্নাত থেকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। (৩) এ দিনেই আদম মৃত্যুবরণ করেছেন। (৪) এ দিনে এমন একটা মুহূর্ত আছে যে সময় বান্দারা আল্লাহ্র কাছে হারাম জিনিস ছাড়া আর যা কিছু চায় তা তিনি তাদেরকে দান করেন। (৫) এ দিনেই ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে' *(ইবনু মাজাহ হা/১০৮৪; ছহীহাহ হা/১৫০২)*। এক্ষণে সমন্বয়ের প্রশ্নে ইমাম ইবনু তায়মিয়াকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, বিদ্বানদের ঐক্যমতে সপ্তাহের শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল জুম'আর দিন। আর বছরের শ্রেষ্ঠ দিন হ'ল কুরবানী দিন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২৫/২৮৮)*।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : ঘুম, পড়াশুনা, রান্না-বান্না ইত্যাদি কাজের সময় অডিও কুরআন চালু করে রাখা জায়েয হবে কি? কেননা এসময় কখনো মনোযোগ থাকে আবার কখনো থাকে না।

-মুস্তাফীযুর রহমান, ঢাকা।

উত্তর : এসকল অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতের অডিও চালু রাখা জায়েয। যেকোন অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত শ্রবণ করলে ছওয়াবপ্রাপ্ত হবে। তবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে তাতে অমনোযোগিতা না আসে এবং কুরআনের প্রতি অবমাননা না হয় *(আ'রাফ ৭/২০৪; ছালেহ ফাওযান, আল-মুনতাক্বা ৩/৪৩৭; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১৪/১৪৬)*।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : বৃষ্টির কারণে আমাদের এলাকায় ঈদের জামা'আত মসজিদে হয়েছে। ফলে পূর্বে পুরুষদের জামা'আত ও পরে মহিলাদের জামা'আত হয়। এক্ষণে মহিলাদের জামা'আতের পূর্বে কুরবানী করা যাবে কি?

-রবীউল ইসলাম, মাকলাহাট, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : পুরুষদের ঈদের জামা'আত সম্পন্ন হ'লেই কুরবানী করা যাবে। উক্ত স্থানে মহিলাদের ঈদের জামা'আত অতিরিক্ত। অতএব সেজন্য অপেক্ষার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : কুরবানীর পশুর চামড়া ছাদাক্বা করা কি আবশ্যিক? উক্ত চামড়া খাওয়া যাবে কি?

-এ.কে.এম শামসুর রহমান, বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তর : কুরবানী চামড়া দ্বারা কুরবানী দাতা উপকৃত হ'তে পারবেন অথবা ফকীর-মিসকীনকে ছাদাক্বা করে দিতে পারবেন। কিন্তু এর মূল্য ভক্ষণ করা নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কুরবানীর চামড়া বিক্রয় করল (অর্থাৎ বিক্রয়লব্ধ মূল্য ভোগ করল) তার কুরবানী হ'ল না *(হাকেম,*

বায়হাক্বী; ছহীহুল জামে' হা/৬১১৮)। যদি ছাদাক্বার সুযোগ না থাকে, তবে নিজে যে কোন কাজে ব্যবহার করে উপকৃত হ'তে পারবে *(আল-মাজমূ' ৮/৪২১)*। আলক্বামা ও মাসরূক (রহঃ) কুরবানীর চামড়াকে পাকিয়ে মুছল্লা বানিয়ে তাতে ছালাত আদায় করতেন *(ইবনু আবী শায়বাহ হা/৪১০৪-০৫)*।

আর যবহকৃত হালাল পশুর প্রবাহিত রক্ত ব্যতীত সবই হালাল *(আন'আম ৬/১৪৫)*। হানাফী কিতাব সমূহে আরো ছয়টি বস্তু হারাম বলে উল্লেখ আছে। কিন্তু সেগুলি সব ক্বিয়াসী বা অনুমান নির্ভর। সুতরাং হালাল পশুর চামড়া যদি কেউ খেতে চায়, খেতে পারে। তবে স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর সবকিছু থেকে বিরত থাকতে হবে। কেননা রাসূল (ছাঃ) বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না এবং ক্ষতি করো না *(ইবনু মাজাহ হা/২৩৪০; ছহীহাহ হা/২৫০)*। কেননা এতে খাদ্য গ্রহণের লক্ষ্য ব্যাহত হয় *(ফৎহুল ক্বাদীর বাক্বারাহ ২/১৬৮; মায়েদাহ ৫/৮৮; আনফাল ৮/৬৯)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : এ বছর কুরবানীর চামড়ার মূল্য অল্প হওয়ায় অনেকে তা ফেলে দিয়েছে বা মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। এ কাজ কি সঠিক হয়েছে?

-এম, এ, মান্নান, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তর : কোন হালাল জিনিস অপচয় করা সিদ্ধ নয় *(বনু ইসরাঈল ১৭/২৬-২৭)*। অতএব কুরবানীর চামড়া এভাবে নষ্ট করা মোটেও ঠিক হবে না। বরং অল্প দামে হ'লেও বিক্রয় করা বা সরাসরি ফকীর ও মিসকীনকে দান করতে হবে। নতুবা কমপক্ষে নিজে ব্যবহার করে উপকৃত হ'তে হবে *(নববী, আল-মাজমূ' ৮/৪১৫; যাকারিয়া আনছারী, আসনায়াল মাতালিব ১/৫১৫)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : আমার জমির সামনে সরকারী জমি রয়েছে। আমি উক্ত জমিতে চাষাবাদ করি এবং এর ফসল ভোগ করি। এতে সরকারের পক্ষ থেকে কোন বাধা নেই। সরকারের কাছ থেকে জমি ইজারা নেওয়ার সুযোগ থাকলেও তাতে ঘুষ দিতে হয় এবং লম্বা আইন-কানূনের ফাঁদে পড়তে হয়। এক্ষণে আমি উক্ত জমির ফসল ভোগ করতে পারব কি?

-আব্দুল্লাহ, মাইজদি, নোয়াখালী।

উত্তর : সরকারের বাধা না থাকলে উক্ত ভূমি চাষাবাদ করে তার ফসল ভোগ করা জায়েয। কারণ এধরনের জমি হাদীছে ঘোষিত মৃত জমির মত। আর রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি কোন অনাবাদী জমি আবাদ করবে সেটি তার *(আবূদাঊদ হা/৩০৭৪; ছহীহুল জামে' হা/৫৯৭৫)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, যে লোক মালিকবিহীন এমন কোন যমীন আবাদ করে, সে-ই তার হকদার *(আহমাদ হা/২৪৯২৭; মিশকাত হা/২৯৯১)*। উল্লেখ্য যে, সরকারী খাস জমি অনাবাদী থাকলেও তা মালিকানা বিহীন জমির মত নয়। অতএব সরকার যে কোন সময় মালিকানা দাবী করলে তা ছেড়ে দিতে হবে অথবা সরকারের নিকট থেকে নিয়মমাফিক ইজারা নিতে হবে *(ইবনু কুদামাহ, আল-মুগনী ৫/৪১৭)*।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : সরকারী বিধি অনুযায়ী চাকুরীর বয়সসীমা ৫৯ বছর। কিন্তু সার্টিফিকেটে মূল বয়সের চেয়ে আমার বয়স ৫ বছর কম লিখিত রয়েছে, যা আমি সম্প্রতি জানতে পেরেছি। এক্ষণে অতিরিক্ত পাঁচ বছর চাকুরী করা কি আমার জন্য বৈধ হবে এবং এ সময়ে প্রাপ্ত বেতন কি আমার জন্য হালাল হবে?

-আযহারুল ইসলাম, পরানপুর, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : সরকারী নিয়ম-কানূনের কারণে কিংবা ব্যক্তির মূল বয়স সম্পর্কে অজ্ঞতার কারণে ইতিপূর্বে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে বয়স নির্ধারণ করে দেয়া হ'ত। অতএব সরকার নির্ধারিত নিয়মেই উক্ত অতিরিক্ত পাঁচ বছর চাকুরী করা বৈধ হবে এবং এর বেতন নেওয়াও বৈধ হবে ইনশাআল্লাহ। তাছাড়া উক্ত বেতন ব্যক্তির পরিশ্রমলব্ধ আয়ও বটে। তবে বর্তমানে জন্মনিবন্ধন সনদের নীতিমালা তৈরী হওয়ার পর জেনে-শুনে কেউ যদি চাকুরীর বয়স বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সার্টিফিকেটে বয়স কম-বেশী করে, তবে সেটা মিথ্যার আশ্রয় নেওয়ার শামিল হবে, যা হারাম। রাসূল (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমার দলভুক্ত নয় *(মুসলিম হা/১০১; মিশকাত হা/৩৫২০)*।

প্রশ্ন (২০/২০) : কোন প্রাণীর ছবি পিছন থেকে আঁকা কি জায়েয? অর্থাৎ প্রাণীর মাথা যদি বিপরীতমুখী হয় এবং সুস্পষ্ট বোঝা না যায়, তা কি নাজায়েয হবে?

-আব্দুল গাফফার
পুরাতন বাজার, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : পিছন থেকে মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে যদি চোখ, মুখ ও নাকের আকৃতি বোঝা না যায় তবে তা জায়েয হবে। কেননা মাথা না থাকলে তা ছবি হিসাবে গণ্য হয় না *(ইবনু কুদামাহ. মুগনী ৮/১১১; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ২/২৭৮-৭৯)*। জিব্রীল (আঃ) রাসূল (ছাঃ)-কে নির্দেশনা দিয়ে বলেন, 'সুতরাং ঐ প্রতিকৃতিগুলোর মাথা কেটে ফেলুন, যা ঘরের দরজায় রয়েছে, তা কাটা হ'লে তখন তা গাছ-গাছড়ার আকৃতি হয়ে যাবে' *(আবূদাঊদ হা/৪১৫৮; মিশকাত হা/৪৫০১; ছহীহাহ হা/৩৫৬)*। তিনি আরো বলেন, 'ছবি হ'ল মাথা। মাথা যখন কেটে ফেলা হবে তখন সেটি ছবি থাকে না' *(ছহীহুল জামে' হা/৩৮৬৪; ছহীহাহ হা/১৯২১)*। তবে স্মর্তব্য যে, অপ্রয়োজনে কোন প্রাণীর ছবি আঁকা জায়েয নয়।

প্রশ্ন (২১/২১) : হারানো বস্তুর সন্ধান লাভ, রোগের কারণ ও চিকিৎসা সম্পর্কিত দিক নির্দেশনা ইত্যাদি কাজে জিনের সহযোগিতা নেওয়া যাবে কি?

-ইমরান হোসাইন, বিরল, দিনাজপুর।

উত্তর : জিন অদৃশ্য জাতি, যাদের দেখা যায় না। তারা যেকোন সময় একটি সত্যের সাথে বহু মিথ্যা মিলিয়ে মানুষকে শিরকে লিপ্ত করতে পারে। এছাড়া তাদের মিথ্যার ফলে মানব সমাজে অশান্তি সৃষ্টি হ'তে পারে। অতএব উক্ত বিষয়সমূহে জিনের সহযোগিতা নেওয়া জায়েয হবে না। ইমাম আহমাদ, শায়খ বিন বায, ছালেহ ফাওযানসহ আধুনিক যুগের ওলামায়ে কেরাম অনুরূপ মত প্রকাশ করেছেন *(ইবনুল মুফলেহ, আল-আদাবুশ-শারঈয়া ১/২১৮-১৯; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৬০৩; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়া ৪/১৮; আল-মুনতাক্বা ১/৩৮৮; আল-ফাতাওয়ায যাহাবিয়াহ ১৯৮ পৃ.)*। কারণ আল্লাহ বলেছেন, 'আর কিছু মানুষ কোন জিনের কাছে আশ্রয় চাইত। তাতে তারা জিনদের আত্মম্ভরিতা আরও বাড়িয়ে দিত' *(জিন ৭২/০৬)*। তবে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, সৎ জিনদের থেকে সহায়তা নেওয়া যায় যেমন সৎ মানুষের নিকট থেকে সহায়তা নেওয়া যায় *(মাজমূউল ফাতাওয়া ১৩/৮৭)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : চিকিৎসা ক্ষেত্রে অনেক সময় রোগীকে পেথিড্রিন ও মরফিনের মত মাদকদ্রব্য দিতে হয়। বাধ্যগত অবস্থায় এসব দ্রব্য ব্যবহারে কোন বাধা আছে কি?

-ডা. আশরাফ, রংপুর মেডিকেল কলেজ, রংপুর।

উত্তর : বাধ্যগত অবস্থায় ঔষধ হিসাবে এধরনের মাদকদ্রব্য রোগীর জন্য ব্যবহার করা জায়েয *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২৫/৭৭-৭৮)*। তবে ওলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে কিছু শর্ত আরোপ করেছেন। যেমন (১) যতটুকু প্রয়োজন কেবল ততটুকু ব্যবহার করবে (২) দক্ষ ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক কর্তৃক রোগীর উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে অনুমোদন থাকতে হবে (৩) এটি কেবল তখনই ব্যবহার করা যাবে, যখন তা ব্যতীত নিরাময়ের বৈধ কোন ব্যবস্থা থাকবে না (৪) এগুলো ব্যবহার করাতে উপকারের চেয়ে বেশী বা সমান ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকলে তা ব্যবহার করা যাবে না *(ড. হাসান ফাকী, আহকামুল আদভিয়া ফী শরী'আতিল ইসলামিয়াহ ২৭৬ পৃ.)*।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : ঋতুবতী মহিলা মাইয়েতকে গোসল দিতে পারবে কি? বিশেষতঃ মাইয়েত যদি তার ব্যাপারে অছিয়ত করে যায়।

-হাবীবুর রহমান, খড়িবাড়ি, নিয়ামতপুর, নওগাঁ।

উত্তর : ঋতুবতী মহিলা কোন মহিলা মাইয়েতকে গোসল দেওয়াতে পারবে। এ ব্যাপারে শরী'আতের কোন নিষেধাজ্ঞা নেই *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ৮/৩৬৯)*।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : যাকাত বণ্টনের আটটি খাতের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা আবশ্যক কি?

-ওয়ালিউল্লাহ, কাটাখালী, রাজশাহী।

উত্তর : কুরআনে বর্ণিত আটটি খাত আল্লাহ ধারাবাহিকতার জন্য উল্লেখ করেননি। অতএব কেউ যদি প্রথমে ঋণগ্রস্তকে দিয়ে সূচনা করে তাতে কোন দোষ হবে না। বণ্টনকারী যেখানে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে প্রদান করতে চাইবে, সেখানেই প্রদান করবে *(বিন বায, মাজমূ' ফাতাওয়া ১৪/২৫৬)*।

প্রশ্ন (২৫/২৫) : জিন জাতির কি বংশ বিস্তার হয়? তাদের স্ত্রী ও সন্তান আছে কি?

-হাফেয লুৎফর রহমান, আমচত্বর, রাজশাহী।

উত্তর : জিন জাতি বিবাহ করে এবং তাদের স্ত্রী ও সন্তান রয়েছে। তবে তারা কিভাবে বিবাহ করে ও সন্তান-সন্ততি হয় তা অজ্ঞাত। আল্লাহ বলেন, 'তবে কি তোমরা আমার পরিবর্তে তাকে (শয়তান) ও তার বংশধরগণকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছ? অথচ তারা তোমাদের শত্রু *(কাহফ ১৬/৫০)*। অত্র আয়াতে স্পষ্টভাবে জিনদের সন্তানের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ বলেন, সেখানে রয়েছে আনতনয়না রমণীগণ, যাদেরকে তাদের পূর্বে কোন মানুষ বা জিন স্পর্শ করেনি' *(আর-রহমান ৫৫/৫৬)*। ইবনু হাজার হায়তামী বলেন, এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় যে, জিনদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি রয়েছে *(আল-ফাতাওয়াল হাদীছিইয়াহ ৬৬ পৃ:)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, অত্র আয়াতে দলীল রয়েছে যে, ঈমানদার জিনেরা জান্নাতে প্রবেশ করবে। যামরাহ বিন হাবীবকে জিজ্ঞেস করা হ'ল, জিন কি জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। সেখানে তারা নারী জিনকে বিবাহ করবে। যেমন ঈমানদার পুরুষেরা তাদের নারীদের বিবাহ করবে' *(ইবনু কাছীর, ঐ আয়াতের তাফসীর)*। রাসূল (ছাঃ) বলেন, জিন জাতি তিন প্রকার। একপ্রকার জিনের ডানা আছে, তারা শূন্যে উড়ে বেড়ায়। দ্বিতীয় প্রকারের জিন সাপ ও কুকুরের আকৃতি ধারণ করে। আর তৃতীয় প্রকারের জিন কোন এক নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং সেখান থেকে অন্যত্র চলেও যায় *(ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬১৫৬; মিশকাত হা/৪১৪৮; মাজমা'উয যাওয়ায়েদ হা/১৩৩৮৬)*।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : মৃত প্রাণীর চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়া যাবে কি?

-আতীকুল ইসলাম, বি,এম কলেজ রোড, বরিশাল।

উত্তর : মৃত প্রাণীর চামড়াকে যদি প্রক্রিয়াজাত করা হয় তাহ'লে তা দ্বারা উপকার গ্রহণ করা জায়েয *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২১/৯৪; উছায়মীন, আশ-শারহুল মুমতে' ১/৭৪-৭৫; ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ৯/৬৫৯)*। যেমন হাদীছে এসেছে, 'চামড়া যখন পাকা (দাবাগাত) করা হয়, তখন তা পবিত্র হয়ে যায়' *(মুসলিম হা/৩৬৬; মিশকাত হা/৪৯৮)*।

মৃত প্রাণীর চামড়া দ্বারা উপকৃত হওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা সম্বলিত যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে *(আবূদাঊদ হা/৪১২৭; আহমাদ হা/১৮৮০৫; ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/১২৭৮, সনদ ছহীহ)* জুমহূর বিদ্বানগণের মতে তা অপ্রক্রিয়াজাত চামড়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : অনেকে বলে থাকেন, মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদী করা অশুভ ও বড় ক্ষতির কারণ। একথার সত্য কি?

-আজীবর রহমান, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তর : মুহাররম মাসে বিবাহ-শাদীতে কোন ক্ষতি বা অশুভ লক্ষণ নেই। বরং শী'আ রাফেযীরা এই মাসে হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত উপলক্ষে শোক প্রকাশার্থে বিবাহ-শাদী হারাম বা অপসন্দনীয় ঘোষণা করেছে। এটা সুস্পষ্ট অপসংস্কৃতি এবং সুন্নাহ বিরোধী ধারণা। যেমন জাহেলী যুগে শাওয়াল মাসে বিবাহ-শাদী করাকে অশুভ মনে করা হ'ত। হযরত আয়েশা (রাঃ) এই ধারণাকে খণ্ডন করেছেন এই মর্মে যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে শাওয়াল মাসেই বিয়ে করেছেন এবং এ মাসেই আমার সাথে বাসর করেছেন। অথচ তাঁর অনুগ্রহ লাভে আমার চেয়ে অধিক সৌভাগ্যবতী স্ত্রী আর কে আছে? *(মুসলিম হা/১৪২৩; মিশকাত হা/৩১৪২; আল-বিদায়াহ ৩/২৫৩)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : মাক্বামে মাহমূদ কি? এটা কি রাসূল (ছাঃ)-এর জন্য খাছ? কোন ব্যক্তি এই অবস্থান লাভের জন্য দো'আ করতে পারবে কি?

-জাহাঙ্গীর আলম, আজীজুল হক কলেজ, বগুড়া।

উত্তর : 'মাক্বামে মাহমূদ' বা প্রশংসিত স্থান হ'ল এমন একটি স্থান যেখানে দাঁড়িয়ে রাসূল (ছাঃ) তাঁর উম্মতের জন্য সুফারিশ করবেন *(বুখারী হা/৭৪৪০; মুশকিলুল আছার হা/৮৫০; ছহীহাহ হা/২৩৬৯)*। যেমন আল্লাহ বলেন, 'আর রাত্রির কিছু অংশে তাহাজ্জুদ ছালাত আদায় করবে। এটি তোমার জন্য অতিরিক্ত। নিঃসন্দেহে তোমার প্রতিপালক তোমাকে প্রশংসিত স্থানে উঠাবেন' *(ইসরা ১৭/৭৯)*। এই স্থানে দাঁড়িয়ে সুফারিশের গুরুত্ব বুঝাতে গিয়ে রাসূল (ছাঃ) স্বয়ং এই

স্থানকেই সুফারিশ বলেছেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'মাক্বামে মাহমূদ হচ্ছে সুফারিশ' *(আহমাদ হা/১০২০৩; সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৬৯; ছহীহুল জামে' হা/৬৭২১)*। তিনি আরো বলেন, 'ক্বিয়ামতের মাঠে মানুষকে উঠানো হবে। আমি ও আমার উম্মত একটি উপত্যকার উপর থাকব। আমার প্রতিপালক আমাকে সবুজ আলখেল্লা পরাবেন। তারপর আমাকে কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে। তখন আমি আল্লাহ্র ইচ্ছায় যা বলার বলব। এটাই হচ্ছে মাক্বামে মাহমূদ' *(সিলসিলা ছাহীহাহ হা/২৩৭০, ২৪৬০, ছহীহ ইবনু হিব্বান হা/৬৪৪৫)*। উক্ত স্থানে দাঁড়িয়ে সুফারিশের জন্য আল্লাহ মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে পাঠাবেন। আর সে স্থানটিই মাক্বামে মাহমূদ। উক্ত স্থানটি কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর জন্য খাছ, অন্য কারু জন্য নয়। অতএব উক্ত স্থান নিজে লাভ করার জন্য দো'আ করার সুযোগ নেই। বরং আযানের দো'আয় 'ওয়াব'আছহু মাক্বামাম মাহমূদা নিল্লাযী ওয়াআদতাহ' বাক্য দ্বারা আমরা আল্লাহ্র কাছে প্রতিনিয়ত এই প্রার্থনা করি যে, আল্লাহ যেন মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে তাঁর প্রতিশ্রুত এই স্থানটি প্রদান করেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি আযানের এই দো'আটি পাঠ করবে তার জন্য ক্বিয়ামতের দিন আমার শাফা'আত ওয়াজিব হবে' *(বুখারী হা/৬১৪)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : একটি পত্রিকায় সূরা বাক্বারাহ ২৩৩ আয়াত দ্বারা বাচ্চাকে দুধপান করানোর সর্বোচ্চ বয়স দুই বছর উল্লেখ করা হয়েছে। এক্ষণে দুই বছরের বেশী হলে গুনাহ হবে কি?

-তানযীলা রহমান, ধানমণ্ডি, ঢাকা।

উত্তর : আল্লাহ বলেন, জন্মদাত্রী মাতাগণ তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুধ পান করাবে, যদি তারা দুধপানের মেয়াদ পূর্ণ করতে চায় *(বাক্বারাহ ২/২৩৩)*। অর্থাৎ পূর্ণ দুই বছর শিশুর শরীর গঠনে মায়ের দুধ যরূরী। তবে এরপরেও যদি মা শিশুর কল্যাণের জন্য দুধ পান করায় তাতে কোন দোষ নেই। কেননা অত্র আয়াতে দুগ্ধদানের সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ করা হয়নি। বরং সাধারণ মেয়াদের কথা বলা হয়েছে। ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) অত্র আয়াতের তাফসীরে বলেন, এটি প্রমাণ করে যে, দুই বছর দুধ পান করানো 'রাযা'আত' বা মায়ের দুগ্ধদানের পূর্ণ রূপ। এরপর যা সে পান করাবে তা সাধারণ খাবার হিসাবে গণ্য হবে *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩৪/৬৩)*। ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, এটি মায়েদের জন্য সাধারণ নির্দেশনা যে, তারা সন্তানদের দু'বছর দুধ পান করাবে *(ইবনু কাছীর অত্র আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। ইমাম কুরতুবী বলেন, সন্তানকে দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে দু'বছরের কম-বেশী করা নির্ভর করবে সন্তানের লাভ-ক্ষতি ও পিতা-মাতার ইচ্ছার উপর *(তাফসীরে কুরতুবী ৩/১৬২)*। সেজন্য ওলামায়ে কেরাম বলেছেন, দুধ পান করানোর ক্ষেত্রে তিনটি সময় রয়েছে। সর্বনিম্ন যা দেড়বছর, মধ্যম যা দু'বছর ও সর্বোচ্চ আড়াই থেকে তিন বছর *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২১/৬০)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : ছালাতের সকল দো'আ আরবী ভাষায় পড়তে হবে, মাতৃভাষায় পড়লে ছালাত কবুলযোগ্য হবে না- একথা সঠিক কি? এর পিছনে দলীল কি?

-জাহিদ আলী, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

উত্তর : ছালাতের ভাষা আরবী। তাই দো'আও আরবীতেই পাঠ করতে হবে। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'আমাদের এ ছালাতে মানুষের কথাবার্তা সিদ্ধ নয়। এটা হ'ল তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতে কুরআন' *(মুসলিম হা/৫৩৭; মিশকাত হা/৯৭৮)*। ছালাতের মধ্যে অন্য ভাষায় দো'আ করার ব্যাপারে কোন দলীল বর্ণিত হয়নি। এর মধ্যে বিশ্ব মুসলিমের ইবাদতের ক্ষেত্রে ঐক্যের সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিহিত রয়েছে। যেমন আযান, সালাম ও দো'আ সমূহ পাঠ ইত্যাদি। ইমাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, মানুষের উচিত কুরআন ও হাদীছে বর্ণিত মাসনূন দো'আসমূহ পাঠ করা *(মাজমূ' ফাতাওয়া ১/৩৪৬)*। যদি নিজের বিশেষ কোন প্রার্থনা থাকে, তবে সেটা মাসনূন দো'আর মাধ্যমেই চাইতে হবে। এজন্য বাংলা ভাষাতে উচ্চারণ করে প্রার্থনার কোন প্রয়োজন নেই। বরং মনের নিয়তই যথেষ্ট। নিশ্চয়ই আল্লাহ বান্দার মনের খবর রাখেন।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : পিতামাতার ঋণ থাকলে সন্তান কিভাবে তা শোধ করবে? নিজের উপার্জিত সম্পদ থেকে সন্তান পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করতে বাধ্য কি?

-ছফীউল্লাহ, গুরুদাসপুর, নাটোর।

উত্তর : সন্তান পিতা-মাতার পরিত্যক্ত সম্পদ থেকে তাদের ঋণ পরিশোধ করবে। আল্লাহ তা'আলা মীরাছের আলোচনা শেষে বলেন, মৃতের অছিয়ত পূরণ করার পর এবং তার ঋণ পরিশোধের পর *(নিসা ৪/১১)*। তবে নিজ সম্পত্তি থেকে পিতা-মাতার ঋণ পরিশোধ করা সন্তানের জন্য বাধ্যতামূলক নয় *(ইবনু তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৫/২৩২)*। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করা পিতা-মাতার খেদমতের অংশ ও অফুরন্ত ছওয়াবের কাজ হওয়ায় সন্তান নিজ দায়িত্বে তা পালন করার সর্বাত্মক চেষ্টা করবে। কেননা ঋণ অবশ্য পূরণীয় বিষয়। এমনকি কোন ব্যক্তি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদও হয়, তবুও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হয় *(নাসাঈ হা/৪৬৮৪; মিশকাত হা/২৯২৯)*। জাবের (রাঃ) বলেন, জনৈক ব্যক্তি মারা গেল। আমরা তার গোসল দিলাম, সুগন্ধি মাখালাম ও কাফন পরালাম। অতঃপর আমরা জানাযার জন্য তাকে রাসূল (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে এলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তার কোন ঋণ আছে কি? আমরা বললাম, দুই দীনার ঋণ আছে। তখন তিনি ফিরে গেলেন। তখন আবু ক্বাতাদাহ উক্ত ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিল। অতঃপর আমরা তাঁর নিকটে পুনরায় এলাম এবং আবু ক্বাতাদাহ বলল, উক্ত দুই দীনার পরিশোধের দায়িত্ব আমার উপর রইল। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, ঋণগ্রস্ত নির্ধারিত হ'ল এবং মাইয়েত দায়মুক্ত হ'ল? আবু ক্বাতাদাহ বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জানাযা পড়ালেন। একদিন পরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দুই দীনারের অবস্থা কি? আবু ক্বাতাদাহ বললেন, মাত্র গতকালই লোকটি মারা গেছে। পরের দিন রাসূল (ছাঃ) তার নিকটে পুনরায় এলেন। আবু ক্বাতাদাহ বললেন, আমি তার দুই দীনার পরিশোধ করেছি। তখন রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'এখন ঐ মাইয়েতের চামড়া ঠাণ্ডা হ'ল' *(আহমাদ হা/১৪৫৭৬, ছহীহুল জামে' হা/২৭৫৩)*। এতে বুঝা যায় যে, কেবল দায়িত্ব নিলেই মাইয়েতের আযাব দূর হবে

না, যতক্ষণ না তার ঋণ পরিশোধ করা হবে *(শাওকানী, নায়লুল আওত্বার ৫/২৮৫ 'ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি দায়মুক্ত হবে না' অনুচ্ছেদ)*। অতএব পিতার ঋণ শোধ করতে সন্তান বাধ্য না হ'লেও তার বড় কর্তব্য হবে সেটা পরিশোধ করা।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : নামের শেষে আলী, মুরতাযা, হাসান, হোসাইন, ইত্যাদি যুক্ত করে নাম রাখলে গুনাহ হবে কি?

-আহমাদুল্লাহ, টাঙ্গাইল।

উত্তর : উপরোক্ত সবগুলি নামই সুন্দর অর্থ বহন করে। সুতরাং তা রাখায় কোন দোষ নেই। তবে শী'আদের আক্বীদা অনুযায়ী রোগমুক্তি ও বিশেষ ফযীলতের আশায় এগুলি রাখা হ'লে তা শিরক হবে। শী'আরা বলে থাকে, আমার জন্য পাঁচজন রয়েছেন যাদের মাধ্যমে আমি সকল দুরারোগ্য ব্যাধি দূর করি। তারা হলেন, মুছতফা, মুরতাযা, তাঁর দুই পুত্র (হাসান-হোসায়েন) ও ফাতেমা'।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : মাজমাউয যাওয়ায়েদ, কানযুল উম্মাল ও মুসনাদে বাযযার গ্রন্থ তিনটির লেখক ও কিতাব সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

-শু'আইব, হরতকিতলা, নীলফামারী।

উত্তর : (১) 'মুসনাদে বাযযার' ১৮ খণ্ডে সমাপ্ত একটি হাদীছ গ্রন্থ। গ্রন্থটির প্রকৃত নাম البحر الزخّار বা 'কানায় কানায় পূর্ণ সাগর'। পরবর্তীতে মুসনাদ বাযযার নামে খ্যাতি লাভ করে। গ্রন্থটির সংকলক হ'লেন ইরাকের বছরায় জন্মগ্রহণকারী খ্যাতনামা মুহাদ্দিছ আবুবকর আহমাদ ইবনু আমর বিন আব্দুল খালেক আল-বাযযার (মৃ. ২৯২ হিঃ) *(যাহাবী, সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ১০/৫৩২)*। এটি মুসনাদ গ্রন্থ হওয়ায় ছাহাবীগণের ধারাক্রম অনুযায়ী গ্রন্থটিকে সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় সাড়ে ১০ হাজার হাদীছ রয়েছে। (২) 'মাজমাঊয যাওয়ায়েদ ওয়া মামবাউ'ল ফাওয়ায়েদ' (مجمع الزوائد ومنبع الفوائد) গ্রন্থটিও একটি হাদীছ সংকলন গ্রন্থ। এর সংকলক হ'লেন আবুল হাসান নূরুদ্দীন আলী ইবনু আবি বকর আল-হায়ছামী (মৃ.৭৩৫-৮০৭হিঃ)। তিনি একজন প্রখ্যাত মিসরীয় মুহাদ্দিছ ও মুহাক্কিক ছিলেন। এই গ্রন্থে তিনি কুতুবে সিত্তাহ বহির্ভূত যে সকল হাদীছ মুসনাদে আহমাদ, মুসনাদে বাযযার, মুসনাদে আবু ইয়া'লা মুছেলী এবং ইমাম ত্বাবারাণী-এর মু'জাম গ্রন্থসমূহে বর্ণিত হয়েছে তা একত্রিত করেছেন। ১২ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে প্রায় ১৯ হাযার হাদীছ রয়েছে *(ইবনুল ইমাদ, শাযারাতুয যাহাব ৯/১০৫)*। (৩) 'কানযুল উম্মাল' একটি সুবিস্তৃত হাদীছ সংকলন গ্রন্থ। এর পুরো নাম كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال। এর সংকলক হ'লেন হিন্দুস্তানী মুহাদ্দিছ আলাউদ্দীন আলী ইবনু হিশামুদ্দীন (মৃ. ৯৭৫হিঃ)। তিনি 'আলী মুত্তাকী হিন্দী' নামেই সমধিক পরিচিত। তিনি ভারতের বুরহানপুরে (জৈনপুর) জন্মগ্রহণ করেন এবং হানাফী মাযহাবের প্রসিদ্ধ ফক্বীহ ও মুহাদ্দিছ ছিলেন। তিনি মূলতঃ ইমাম জালালুদ্দীন সুয়ূতী (মৃ. ৯১১হিঃ) রচিত الجامع الكبير ও الجامع الصغير হাদীছ গ্রন্থ দু'টি সংক্ষেপ ও পুনর্বিন্যাস করে এই গ্রন্থটি রচনা করেন। তিনি হাদীছের সনদ এমনকি বর্ণনাকারী ছাহাবীর নাম বাদ দিয়ে কেবল বিষয় ভিত্তিক হাদীছগুলিকে একত্রিত করেন। ১৮ খণ্ডে বিভক্ত এই গ্রন্থে ৪৬,৬২৪টি হাদীছ রয়েছে। যার মধ্যে ছহীহ হাদীছের সাথে অসংখ্য যঈফ ও জাল হাদীছও রয়েছে।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : জেহরী ছালাতের ইমামের সূরা ফাতিহা পড়ার পর কেউ জামা'আতে শামিল হ'লে তার করণীয় কী? সে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে না সূরা ফাতিহা পাঠ করবে?

-আহসান তালুকদার, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : সূরা ফাতিহা পাঠ করে ইমামের ক্বিরাআত শুনবে। কারণ সূরা ফাতিহা পাঠ ছাড়া ছালাত হবে না *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৮২২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে কুকুর, বিড়াল, পাখি বা অন্যান্য প্রাণীর ব্যবসা করা বৈধ কি?

-আসাদুল্লাহ, সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তর: পশু চরানো, শিকার করা এবং ক্ষেত-খামার ও বাড়ি-ঘর পাহারা দেওয়া এই তিন উদ্দেশ্যে কেবল কুকুর পালন করা যাবে। এতদ্ব্যতীত শুধু প্রতিপালনের উদ্দেশ্যে বা শখের বশে কুকুর পোষা যাবে না। কেননা অন্য উদ্দেশ্যে কোন কুকুর বাড়িতে রাখলে এক ক্বীরাত তথা ওহোদ পাহাড় সমপরিমাণ নেকী কমে যাবে *(মুসলিম হা/১৫৭৫, মিশকাত হা/৪০৯৯, ইবনু হাজার ৩/১৯৪-১৯৫)*। অন্য বর্ণনায় রাসূল (ছাঃ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যতীত অন্য সকল কুকুরকে হত্যার নির্দেশ দিয়েছেন *(মুসলিম হা/১৫৭১, মিশকাত হা/৪১০১)*। দ্বিতীয়তঃ চোখের উপর সাদা চিহ্ন ওয়ালা কুচকুচে কালো কুকুর কোন অবস্থাতেই গ্রহণ করা যাবে না। কারণ এগুলো শয়তান, যাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে *(মুসলিম হা/১৫৭২, মিশকাত হা/৪১০০)*।

আর পাখি, বিড়াল বা অন্যান্য প্রাণী প্রতিপালন করা যেতে পারে। তবে তাদের সময়মত খেতে ও পান করতে দিতে হবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১৩/৩৮-৪০; বিন বায, ফাতাওয়া ওলামায়িল বালাদিল হারাম ১৭৯৩ পৃ:)*। আনাস বিন মালেক (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আমাদের প্রতি উৎফুল্ল মেযাজ ও সম্প্রীতি প্রদর্শন করতেন। এমনকি আমার ছোট ভাইকেও জিজ্ঞেস করতেন, হে আবু উমায়ের! তোমার 'নুগায়ের' অর্থাৎ ছোট্ট বুলবুলিটি কোথায়? উমায়ের-এর একটি ছোট্ট বুলবুলী পাখি ছিল। সেটা নিয়ে সে খেলা করত। পাখিটি মারা গিয়েছিল (তাকে সান্ত্বনা দিয়ে রাসূল (ছাঃ) উক্ত কথা বলেন) *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮৮৪)*। উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় হাফেয ইবনু হাজার বলেন, পাখি প্রতিপালন করা জায়েয হওয়ার দলীল এই হাদীছ থেকেই গ্রহণ করা হয়। কারণ রাসূল (ছাঃ) আবু উমায়েরের উক্ত কাজকে অস্বীকৃতি দেননি *(ফাৎহুল বারী ১০/৫৪৮)*। অনুরূপভাবে ছাহাবী আবু হুরায়রা (রাঃ) বিড়াল প্রতিপালনের জন্য রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক 'বিড়ালের পিতা' উপাধি পেয়েছিলেন *(বুখারী হা/২৫৩০-৩১)*। 'হুরায়রা' অর্থ ছোট বিড়াল। সুতরাং কুকুর ব্যতীত অন্যান্য প্রাণী প্রতিপালন করা ও ব্যবসা করা বৈধ।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : যে ব্যক্তি কুরবানীর নিয়ত করেছে, সে যদি যিলহজ্জের চাঁদ ওঠার পর চুল-নখ ইত্যাদি কর্তন করে, তবে তার বিধান কি? তাছাড়া এরূপ চুল-নখ কর্তনের পিছনে হেকমত কি?

-মারজান মারযূক, লাবসা, সাতক্ষীরা।

উত্তর : কুরবানীর নিয়তকারী নখ ও চুল কাটা থেকে বিরত থাকবে। কেউ যদি ভুলে নখ ও চুল কেটে থাকে তাহ'লে সেটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হবে না। আর কুরবানীর নিয়তকারী যদি ইচ্ছা করে এই সময়ের মধ্যে নখ ও চুল কর্তন করে তাহ'লে তাকে আল্লাহ্র নিকট তওবা করতে হবে। তবে সেজন্য কোন ফিদইয়া বা কাফফারা দিতে হবে না *(শায়খ বিন বায, ফাতাওয়া ইসলামিয়া ২/৩১৬)*। চুল ও নখ কর্তন না করার হেকমত সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। তবে বিদ্বানগণের মতে, এতে মক্কায় অবস্থানরত হাজীদের সাথে সাদৃশ্য স্থাপিত হয়। সেই সাথে কুরবানী হ'ল ক্ষমার মাধ্যম এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তির উপায়। চুল ও নখ কর্তনের মাধ্যমে শরীরের এসকল অতিরিক্ত অংশকেও আল্লাহ্র ক্ষমা ও মুক্তির ঘোষণার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : হিজরী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো যাবে কি?

-আব্দুল হালীম, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তর : যাবে না। কারণ প্রথমতঃ অমুসলিমদের অনুকরণে এসব দিবস পালিত হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে ব্যক্তি (কিয়ামতের দিন) তাদের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(আবূদাঊদ হা/৪০৩১; মিশকাত হা/৪৩৪৭ 'পোষাক' অধ্যায়)*।

দ্বিতীয়তঃ এ ব্যাপারে ছাহাবায়ে কেরাম বা তাবেঈন থেকে কোন কিছু বর্ণিত হয়নি। সেজন্য নিজ থেকে কাউকে হিজরী নববর্ষের শুভেচ্ছা জানানো থেকে বিরত থাকাই কর্তব্য *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ১/৪৫৪)*। তবে কেউ যদি দো'আ হিসাবে বলে যে, আগামী হিজরী বছর আপনার জন্য কল্যাণকর হৌক! তবে তার জওয়াবে তার মত বা তার থেকে উত্তম কিছু বলা যাবে। কিন্তু এজন্য খাবার তৈরি করা বা কোন অনুষ্ঠান করা যাবে না *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমূউল ফাতাওয়া ২৪/২৫৩; ফাতাওয়া ইসলাম, প্রশ্ন নং ২১২৯০; উছায়মীন, লিক্বাউল বাবিল মাফতূহ ১০/৯৩)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : নারীরা পিতা, ভাই, সন্তান তথা মাহরাম পুরুষদের সামনে কতটুকু পরিমাণ সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে? জনৈক আলিম বলেন, মুখ ও হস্তদ্বয় ব্যতীত অন্য কিছু তাদের সামনে প্রকাশ করা যাবে না। একথা সঠিক কি?

-বিলকীস আরা, নরেন্দ্রপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : নারীরা তাদের মাহরামদের সামনে তাদের স্বাভাবিক সৌন্দর্য প্রকাশ করতে পারবে *(নূর ২৪/৩১)*। ইবনু কুদামা (রহঃ) বলেন, মাহরাম পুরুষদের জন্য নারীর ঐ সকল অঙ্গ দেখা জায়েয, যা সাধারণত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন মাথা, হাঁটু, পা, হাত এবং অনুরূপ অঙ্গগুলো। আর সেগুলো দেখা যাবে না, যা তারা ঢেকে রাখে। যেমন বুক, পিঠ এবং অনুরূপ অঙ্গগুলো *(মুগনী, ৯/৪৯১-৯২; উছায়মীন, মাজমূ' ফাতাওয়া ১২/২৭১, ২৭৬; আলবানী, তালখীছ আহকামিল জানায়েয ৩০ পৃ:)*। তবে অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে যেন তা শালীনতা বিরোধী না হয়।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : স্ত্রী পরপুরুষের সাথে অবাঞ্ছিত কথা বলত। স্বামী হুঁশিয়ারী স্বরূপ বলেছিল, যদি এরপর ঐ ব্যক্তির সাথে কথা বল, তাহ'লে তুমি তালাক। কিন্তু স্ত্রী তার সাথে কথা বলা অব্যাহত রাখে। এর ৫/৬ মাস পর স্বামী আবারও অনুরূপ কথা বলে। কিন্তু স্ত্রী তার অভ্যাস পরিবর্তন করেনি। পরে স্বামী তাকে তালাক দেয়। কিন্তু সহবাস বন্ধ করেনি। এক্ষেত্রে স্বামী উক্ত কথা বলার কারণে স্ত্রী কি তালাক হয়েছে? যদি তালাক হয়ে থাকে তবে ক'টি তালাক হয়েছে? এ মুহূর্তে স্ত্রীকে কি পুনরায় বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে হবে?

-হাফীযুর রহমান, টঙ্গী, গাযীপুর।

উত্তর : শর্তসাপেক্ষে তালাক প্রদানকালে যদি স্বামী তালাকের নিয়ত করে থাকে তবে দুই বারে দু'টি তালাক হয়েছে এবং একটি তালাক অবশিষ্ট আছে। এক্ষণে যেহেতু শারঈ পন্থায় ইদ্দতের মধ্যে রাজ'আত করা হয়নি সেহেতু নতুন বিবাহের মাধ্যমে ফিরিয়ে নিতে পারবে *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২০/৮৬)*। আর যদি তালাকের নিয়ত ছাড়া শাসনের উদ্দেশ্যেও 'তালাক' বলে থাকে, তবুও জুমহূর বিদ্বানের মতে তালাক হয়ে যাবে। কেননা তালাক কোন তুচ্ছ বা তামাশার বিষয় নয়। রাসূল (ছাঃ) বলেন, তিনটি বিষয় রয়েছে যেগুলি বাস্তবে বা ঠাট্টাচ্ছলে করলেও তা ধর্তব্য। আর তা হ'ল বিবাহ, তালাক এবং স্ত্রীকে ফিরিয়ে নেয়া *(আবূদাঊদ হা/২১৯৪; মিশকাত হা/৩২৮৪, সনদ হাসান)*। অবশ্য ইবনু তায়মিয়াহ ও উছায়মীন (রহঃ) সহ কতিপয় বিদ্বান মতপ্রকাশ করেছেন যে, স্রেফ স্ত্রীকে শাসনের নিয়ত থাকলে এবং প্রকৃতপক্ষে তালাকের নিয়ত না থাকলে তালাক হবে না। সেক্ষেত্রে তাকে কসম ভঙ্গের কাফফারা দিতে হবে *(ইবনু 'তায়মিয়াহ, মাজমূ'উল ফাতাওয়া ৩২/৮৩; উছায়মীন, ফাতাওয়া আল-মারআতুল মুসলিমাহ ২/৭৫৪; ফাতাওয়া লাজনা দায়েমাহ ২০/৮৬)*।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : জুম'আর ছানী খুৎবায় দরূদ পাঠ করা কি যরূরী?

-আবুল বাশার, হুজুরীপাড়া, পবা, রাজশাহী।

উত্তর : জুম'আর খুৎবায় দরূদ পাঠ করা সুন্নাত। সেটি প্রথম বা দ্বিতীয় খুৎবায় হ'তে পারে। তবে এটি পাঠ করা আবশ্যিক নয়। উছায়মীন বলেন, এমন কোন দলীল পাওয়া যায় না, যার মাধ্যমে খুৎবায় দরূদ পাঠ করাকে ওয়াজিব বলা যায় *(আশ-শারহুল মুমতে' ৫/৫৩)*। তবে শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াসহ একদল বিদ্বান দরূদ পাঠকে ওয়াজিব এবং খুৎবার রুকন বলে উল্লেখ করেছেন *(মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৩৯১; আল-মাওসূ'আতুল ফিক্বহিয়াহ ১৯/১৭৭)*। উল্লেখ্য যে, খুৎবায় তাশাহহুদ পাঠ করা ওয়াজিব। তথা খুৎবাতুল হাজত পাঠ করা ওয়াজিব *(আলবানী, ছহীহাহ হা/১৬৯-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। যেমন হাদীছে এসেছে, 'যেসব খুৎবায় (বক্তৃতায়) তাশাহহুদ পাঠ করা হয় না তা পঙ্গু হাতের সমতুল্য' *(আবূদাঊদ হা/৪৮৪১; মিশকাত হা/৩১৫০; ছহীহাহ হা/১৬৯; মাজমূ'উল ফাতাওয়া ২২/৩৯১)*।

www.at-tahreek.com

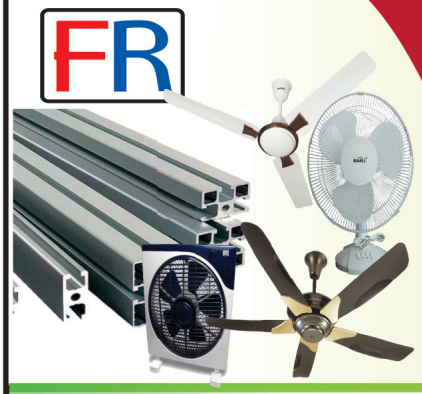

এফ. আর. ইলেকট্রনিক্স
এফ. আর. থাই এ্যালুমিনিয়াম

F. R. ELECTRONICS
F. R. THAI ALUMINIUM

সব ধরনের ইলেকট্রনিক ও থাই এ্যালুমিনিয়াম
সামগ্রীর খুচরা ও পাইকারী বিক্রেতা

১২০, শাহমখদুম মার্কেট, সাহেববাজার জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী।
ফোন : ০৭২১-৭৭২১৬৫, মোবা: ০১৭১১-৮১৫৯০১, ০১৭১১-৩৪০৫৮৩,
০১৭১১-৮১৫৯০২। ই-মেইল : r_faridur@yahoo.com

ডা. নাসরীন সুলতানা

এমবিবিএস, এমসিপিএস, ডিজিও
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
সহকারী অধ্যাপক, গাইনী (অবঃ)
রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল

চেম্বার : পদ্মা ক্লিনিক	চেম্বার : আমানা হাসপাতাল
সিএন্ডবি মোড়, কাজিহাটা, রাজশাহী।	ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
মোবাইল : ০১৭১১-৮১০৮০৭	ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
ফোন : ০৭২১-৭৭৪১৪৬ (ক্লিনিক)	মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
দুপুর ১২-টা থেকে ২-টা	বিকাল ৫-টা থেকে রাত্রি ৮-টা

ডা. সাম্মী লিউনার্দ কেয়া

এমবিবিএস, বিসিএস (স্বাস্থ্য)
এমএস (বিএসএমএমইউ)
প্রসূতি ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন
কনসালটেন্ট, আমানা হাসপাতাল লিমিটেড

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল	চেম্বার : আমানা হাসপাতাল
লক্ষীপুর, রাজশাহী।	ঝাউতলা মোড়, লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬	ফোন : ০৭২১-৭৭২৬৮৬
মোবাইল : ০১৭১১-৩৪০৫৮২	মোবাইল : ০১৭০৫-৪০৩৬১০-১১
সকাল ৯-টা থেকে ১২-টা	সন্ধ্যা ৬-টা থেকে রাত্রি ৯-টা

ডা. তামান্না তাসনীম

এমবিবিএস; এম.এস (কলোরেক্টাল সার্জারী)
বৃহদান্ত্র ও পায়ুপথ রোগ বিশেষজ্ঞ ও সার্জন

বিশেষ সেবাসমূহ :

- জটিল ফিস্টুলার আধুনিক চিকিৎসা
- রাবার ব্যান্ড লাইগেশন ও লংগো পদ্ধতিতে ব্যথামুক্তভাবে পাইলসের চিকিৎসা
- স্টাপলিং পদ্ধতিতে কোলন (বৃহদান্ত্র) ও মলদ্বার ক্যান্সারের অপারেশন
- রেক্টাল প্রলাপস (মলদ্বার বের হয়ে আসা)-এর আধুনিক অপারেশন
- কলোনোস্কপির মাধ্যমে বৃহদান্ত্রের রোগ নির্ণয় ও পলিপের চিকিৎসা

ব্রেস্ট টিউমার এবং ক্যান্সারসহ মহিলাদের সব ধরণের সার্জিক্যাল সমস্যার অপারেশন মহিলা টীমের মাধ্যমে করা হয়।

চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল	চেম্বার : রাজশাহী রয়্যাল হসপিটাল (প্রাঃ) লিঃ	চেম্বার : ইসলামী ব্যাংক হাসপাতাল
নওদাপাড়া, বিমানবন্দর রোড, সপুরা, রাজশাহী।	শেরশাহ রোড, লক্ষীপুর, রাজশাহী।	লক্ষীপুর, রাজশাহী।
ফোন : (০২৪৭) ৮৬১৩২৩-৬, ০১৭৫৩-৯২৪৪৬৪।	ফোন : ০৭২১-৭৭১২৭৭, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬	ফোন : (০৭২১) ৭৭৮৯৭৫-৭৬, ০১৮৬৭-৫৫২৪৮৬।
সকাল ১১.০০ টা থেকে দুপুর ১.০০ টা পর্যন্ত।	বিকাল ৫.০০ টা থেকে রাত্রি ৮.০০ টা পর্যন্ত।	সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত্রি ৮.৩০ পর্যন্ত।

রেজিঃ নং রাজ-১৬৪ মাসিক আত-তাহরীক MONTHLY AT-TAHREEK ২৩/১ম সংখ্যা, অক্টোবর ২০১৯ মূল্য : ২৫.০০

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক সদ্য প্রকাশিত বই

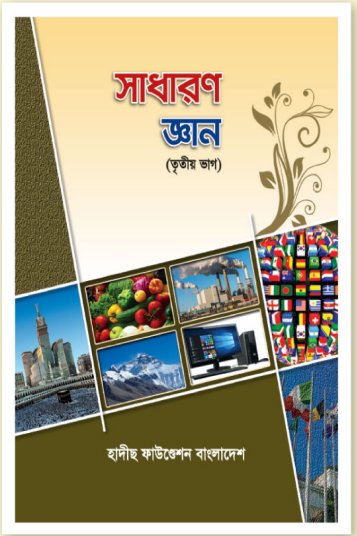

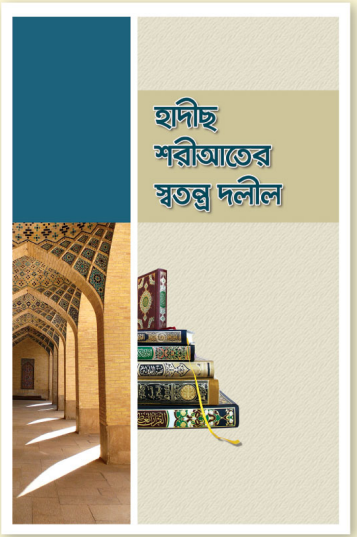

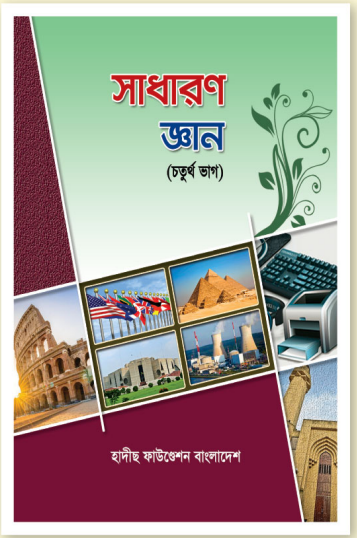

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত দেওয়ালপত্র সমূহ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

নওদাপাড়া, রাজশাহী। ফোন: ০২৪৭-৮৬০৮৬১, মোবাইল: ০১৭৭০-৮০০৯০০, ০১৮৩৫-৪২৩৪১০ (বিকাশ)

একাউন্ট নং- ০০৭১০২০০১০৪৭৩, হাদীছ ফাউণ্ডেশন বই বিক্রয় বিভাগ, আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক, রাজশাহী।